Copula: Jahangirnagar University Studies in Philosophy, Vol. XXXVI, June 2019

পিটার সিঙ্গারের *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা* গ্রন্থের পর্যালোচনা

আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া*

১৯৮০ খ্রি. ক্যাম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রকাশনা থেকে পিটার সিঙ্গারের *Practical Ethics*[১] গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে আমরা যেসব সামাজিক ও প্রাযুক্তিক সংকটের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছি সেসব সমস্যার নানা দিক ও মাত্রা পিটার সিঙ্গার উপস্থাপন করেছেন এ গ্রন্থে। মানুষ ও অ-মানব প্রাণীর জন্য সমতা, নিরামিষভোজী হব কি হব না, কাউকে হত্যা করা (killing), কিংবা মরতে দেওয়া (letting die) বিষয়ে উত্থাপিত বিতর্কের সুরাহা করা, অ্যামব্রায়োনিক ও স্টেমসেল গবেষণা নৈতিকভাবে যথোচিত কি-না, বৈশ্বিক উষ্ণতা, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ নীতিবিদ্যা, নাগরিক অবাধ্যতা, সহিংসতা ও সন্ত্রাস, ধনী ও দরিদ্র, কেন নৈতিক হব? ইত্যাদি সব বিষয় নিয়ে উত্থিত বিতর্কের নানা দিক উপস্থাপন করেছেন এ গ্রন্থে। এ আলোচনার সূত্র থেকে আমরা জীবনের সঙ্গে যুক্ত নানা বিষয়াদি জানতে পারছি, সমালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে এসব বিষয়াদি নিয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হচ্ছি। আমাদের পর্যালোচনার লক্ষ্য হলো উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ। দ্বিতীয় সংস্করণের সঙ্গে কয়েকটি নতুন অধ্যায় যুক্ত হয়েছে তৃতীয় সংস্করণে। তৃতীয় সংস্করণে তিনি কিছু আলোচনা বাদ দিয়েছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে নবম অধ্যায় : Insider and Ousider-এর পরিবর্তে অন্তর্ভুক্ত করেছেন Climate Change, এগারতম অধ্যায় : Ends and Means-এর পরিবর্তে যুক্ত করেছেন Civil Disobidience, Violence and Terrorism। দ্বিতীয় সংস্করণের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অ্যাপেনডিক্স : On Being Silenced in Germany বাদ দিয়েছেন। পরিশেষে রয়েছে টীকা, তথ্যসূত্র ও প্রাসঙ্গিক কিছু বইপত্রের তালিকা। বর্তমান নিবন্ধে পিটার সিঙ্গারের *Practical Ethics* গ্রন্থের একটি রূপরেখা উপস্থাপনের পাশাপাশি এর দার্শনিক ভিত্তির কিছু অসংগতিও উপস্থাপন করা উক্ত প্রবন্ধের একটি লক্ষ্য।

---

* **ড. আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া :** প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

১. Singer, Peter, 2011 [1980], *Practical Ethics*, [3rd ed.], Cambridge : Cambridge University Press.

গ্রন্থ পর্যালোচনা

সিঙ্গার তাঁর *Practical Ethics* গ্রন্থের মুখবন্ধ শুরু করেছেন এ বাক্য দিয়ে — ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার বিশাল পরিসরকে আলোচনার আওতাভুক্ত করে থাকে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা।[২] তবে দার্শনিক যুক্তির আলোকে যেসব সমস্যাদি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা যায়, কেবল সেসব সমস্যা আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। দুটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তের আলোকে তিনি দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাসমূহ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন :

এক. প্রাসঙ্গিকতা

দুই. যেসব আলোচনায় দার্শনিক যুক্তি প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে কেবল সেসব আলোচনাই ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার বিষয়বস্তু হবার দাবি রাখে।[৩]

প্রশ্ন হতে পারে — কোনধরনের নৈতিক সমস্যাসমূহ 'প্রাসঙ্গিকতার' আলোকে বিবেচিত হবে? তিনি বলছেন, আমাদের ব্যবহারিক জীবনের কোনো ইস্যু যুক্তিবাদী ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হবার যোগ্যতাই হলো এর প্রাসঙ্গিকতা। লক্ষ করে দেখব — দৈনন্দিন জীবনে আমরা অসংখ্য ঘটনা, ইস্যু ও সমস্যার মুখোমুখি হই। উদাহরণ হিসেবে লিঙ্গ-বৈষম্য, বর্ণবাদ, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কথা বলা যায়। প্রসঙ্গক্রমে আমরা সিঙ্গারের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নিয়ে আলোকপাত করতে পারি। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন — অতিশয় দারিদ্র্যসীমায় যারা বসবাস করে তাদেরকে সাহায্য না করে নিজেদের আমোদ-প্রমোদে অর্থ ব্যয় করা কি উচিত? জৈব-প্রযুক্তি দ্বারা তৈরি মাংস, আর অ-মানব প্রাণী হত্যা করে মাংস ভক্ষণ উভয়কে কি সমানভাবে বিবেচনা করা যায়? আমরা পায়ে হেঁটে কিংবা সাইকেল ব্যবহার করে অথবা জনপরিবহন ব্যবহার করে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে পারি, তা না করে প্রাইভেট গাড়ি ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক গ্যাসোলিন খরচ করা কি উচিত? অধিক গ্যাসোলিন গ্রিন-হাউস প্রতিক্রিয়া ও বৈশ্বিক উষ্ণতা সৃষ্টির জন্য দায়ী। উপরের সবকয়টি সমস্যাই নৈতিক প্রাসঙ্গিকতার উৎস। এই প্রাসঙ্গিকতার কারণেই সিঙ্গার উল্লিখিত উপাদানকে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার আলোচ্যসূচি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে আগ্রহী। গ্রন্থে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার নানা পরিসর নিয়ে তিনি যে আলোচনা করেছেন তার সীমাবদ্ধতাও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংকট, উভয়সংকট ও সিদ্ধান্তহীনতা প্রসঙ্গে পিটার সিঙ্গার নির্দেশনা দিয়েছেন। আলোচনার বিষয় ও তর্কের ধরন ভিন্ন ভিন্ন হলেও ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার মৌলিক ভিত্তি হিসেবে পিটার সিঙ্গার অন্তত তিনটি নীতি দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন :

---

২. Singer, 2011, Preface : vii.

৩. Singer, 2011, preface: vii.

এক. উপযোগবাদের সংস্কার সাধনের মাধ্যমে অগ্রাধিকার উপযোগবাদের (preference utilitarianism) প্রস্তাব,
দুই. চিরায়ত স্বজ্ঞাবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান ও
তিন. ব্যক্তিসত্তার ধারণা নির্মাণ।

পিটার সিঙ্গারের উপর্যুক্ত মৌলিক ধারণাসমূহের বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব তিনি কতোটা যৌক্তিক ভিত্তির উপর ব্যবহারিক নীতিবিদ্যাকে দাঁড় করিয়েছেন। এর আগে একটি অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা যেতে পারে — নীতিবিদ্যা কি ব্যবহারিক, নাকি প্রায়োগিক?

নীতিবিদ্যা : ব্যবহারিক নাকি প্রায়োগিক?

১৯৮০ খ্রি. *Practical Ethics* প্রকাশিত হবার কয়েক বছর পর [১৯৮৬ সালে] প্রকাশিত হয় *Applied Ethics*। এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে পিটার সিঙ্গার যেসব প্রসঙ্গ জুড়ে দিয়েছেন তা দুটি দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে :

প্রথমত, ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার ভিত্তি হিসেবে তিনি যেসব মন্তব্য সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করেছেন তা আলোচনার দাবি রাখে।

দ্বিতীয়ত, নীতিবিদ্যা ব্যবহারিক হবে, এই মর্মে ১৯৮০ সালে *Practical Ethics* শিরোনামে একটি গ্রন্থও প্রকাশ করেছেন। এর ছয় বছর পর তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে *Applied Ethics* গ্রন্থটি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যাকে তিনি কার্যকর একাডেমিক উপায় হিসেবে বিবেচনা করেছেন। অথচ ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় কাছাকাছি ইস্যু নিয়ে আলাদা নামকরণে *Applied Ethics* [প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা] আরেকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। প্রাসঙ্গিক কারণে পাঠকের কাছে প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে : ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা ও প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা কি আলাদা? এ প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট করার জন্য আমরা ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা সম্পর্কে জেনে নিতে পারি।

১৯৮৬ সালে সিঙ্গার সম্পাদনা করেছেন *Applied Ethics* — বাংলায় রূপান্তরিত করলে দাঁড়ায় *প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা*। এটি পিটার সিঙ্গারের সম্পাদিত গ্রন্থ। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার বেশকিছু ইস্যু এখানে স্থান পেয়েছে। তারপরও আলোচ্য সূচিতে যেসব বিষয়াদি রয়েছে তা হলো : মৃত্যু, আত্মহত্যা, কৃপামৃত্যু : সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়, গর্ভপাত সম্পর্কিত বিতর্ক, শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড, অধিক জনসংখ্যার প্রেক্ষাপটে জীবনের মূল্য, ক্রীতদাস প্রথার ত্রুটিসমূহ, অ-মানব প্রাণী ও সমতার প্রসঙ্গ। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জীববিজ্ঞানের বিকাশের ফলে উদ্ভূত সমস্যার নৈতিক বিচার-বিশ্লেষণ উভয়ই সম্পাদিত

এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তাহলে নামকরণের ক্ষেত্রে এ তারতম্যের কারণ কী? আমরা কি তাহলে ধরে নেব প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা ও ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা আলাদা?

প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সিঙ্গার বলেন, আঠারো ও ঊনিশ শতকে ডেভিড হিউম ও জন স্টুয়ার্ট মিল প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার (*applied ethics*) চর্চা করেছিলেন। প্লেটোর পরবর্তী অধিকাংশ দার্শনিকই ব্যবহারিক জীবনের বহুবিধ প্রশ্ন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। জীবনের মূল্য, আত্মহত্যা, নবজাতকের সামাজিক অবস্থান, নারীর প্রতি আচরণ তথা সরকারি আমলাদের আচরণ কীরকম হবে তার খতিয়ান লক্ষ করেছি সেসব আলোচনায়। প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার সূত্র খুঁজতে আমরা মধ্যযুগের স্কলাস্টিক চিন্তাবিদদের ভাবনা পর্যন্ত বিচরণ করতে পারি। খ্রিস্টীয় দার্শনিক সেইন্ট অগাস্টিন (৩৫৪-৪৩০) ও টমাস একুইনাস (১২২৫-১২৭৪) ব্যবহারিক জীবনের বহু সমস্যা নিয়ে আলোকপাত করেছেন। যেমন, যুদ্ধ কি সমর্থনযোগ্য? বিশেষ বিশেষ বাস্তবতায় মিথ্যা বলা কি যথোচিত? অসম্মান বা ধর্ষণের মতো লজ্জা থেকে রেহাই পাবার জন্য নারীর কি আত্মহত্যা করা উচিত? এসব বিষয় নিয়ে তাঁরা সিদ্ধান্তমূলক আলোচনা করেছেন।

আধুনিক ইউরোপীয় সমাজ ও সংস্কৃতির আলোকে হব্স (১৫৮৮-১৬৭৯)[৪], ব্রিটিশ উপযোগবাদী দার্শনিক জিরোমি বেন্থাম (১৭৪৮ -১৭৪৭)[৫] ও মিল (১৮০৬-১৮৭৩)[৬] নৈতিকতার ব্যবহারিক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড, নারীর পরাধীনতা ও স্বাধীনতা এসব নিয়েও আলোচনা করেছেন। এ হলো ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার বহুমুখী দিক। একই আলোচনার জন্য দুটি আলাদা শব্দ ব্যবহারের কারণে প্রশ্ন উঠেছে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা ও প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা পৃথক কোনো জ্ঞানশাখা কি-না? গোটা বিষয়কে আমরা এ সম্পর্কিত অন্যান্য আলোচনার সঙ্গে মিলিয়ে আলোকপাত করে সমস্যার একটি সমাধান দাঁড় করাতে পারি।

ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক শব্দ দুটি আলাদা হলেও পিটার সিঙ্গার আলোচনার পরিসরে এ দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য রাখেননি। শব্দ চয়নে ভিন্নতা থাকলেও বিষয়বস্তু নির্বাচনে উভয়ক্ষেত্রে একই বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। আরো কতোগুলো প্রাসঙ্গিক বিষয় তিনি ব্যবহারিক নীতিবিদ্যায় গুরুত্ব দিয়েছেন : গর্ভপাত (abortion) ও স্বস্তিমৃত্যু (euthanasia)। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাপ্রবাহ না হলেও জীবনের

---

৪. Kavka,G. S.1986. *Hobbesian Moral and Political Philosophy*, Princeton : Princeton University Press.

৫. Bentham, Jeremy, 1789 [1907, PML]. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press.

৬. Mill, John Stuart, *The Collected Works of John Stuart Mill*. Gen. Ed. John M. Robson. 33 vols. Toronto: University of Toronto Press, 1963-91.

প্রারম্ভ ও জীবন সায়াহ্ন[৭] উভয় পর্বের সঙ্গে এ দুটি ইস্যু খুবই প্রাসঙ্গিক। কারণ জীবনের কোনো-না-কোনো পর্যায়ে এ ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, এবং বাস্তবের সঙ্গে এসব সমস্যার প্রাসঙ্গিকতা (relevance) রয়েছে বলেও দাবি করা যাবে। আবার কোনো একটি ইস্যু তার স্বরূপ ও চরিত্র স্পষ্ট করার জন্য দার্শনিক আলোচনার উপরও নির্ভর করতে হয়।

আমাদের সমাজ জীবনে বেশকিছু বিষয় রয়েছে যা নিয়ে উত্থাপিত বিতর্কের পেছনে ঘটনা/তথ্য থাকে। যেমন, আমরা কি জ্বালানির জন্য খনিজ সম্পদ পরিহার করে নিউক্লিয়ার পাওয়ারের উপর নির্ভর করব? নাকি ইচ্ছেমতো জ্বালানি খরচ করব? দুটি প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের জন্য আমারা আরো দুটি বিষয় ভাবতে পারি : প্রথমত ভাবতে হবে আমরা যে নিউক্লিয়ার ফুয়েল ব্যবহার করছি তা-কি নিরাপদে ব্যবহার করতে পারছি, দ্বিতীয়ত, নিউক্লিয়ার ফুয়েল থেকে সৃষ্ট ঝুঁকিসমূহ আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। কারণ তথ্য সরবরাহের ঘাটতি ও বোধগম্যতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে অনুধাবন করতে পারছি যে, আমাদের ব্যবহারিক জীবনের যেসব সমস্যা 'প্রাসঙ্গিকতা', 'যুক্তিশীলতা' ও 'সবার কাছে সমানভাবে সমাদৃত' হবার যোগ্যতা রাখে কেবল সেসব ইস্যুই ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা বা প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হতে পারে। এ কারণে আমরা বলতে পারি — পিটার সিঙ্গার ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা ও প্রায়োগিক নীতিবিদ্যাকে পারস্পরিক ও আন্তঃপরিবর্তনীয় ধারণা (interchangeable concept) হিসেবে বিবেচনা করেছেন। নীতিবিদ্যার ব্যবহারিকতা বা প্রায়োগিকতার মূল লক্ষ্য ও মনোভাবটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বের অনুধাবনটি শুধু সিঙ্গার নয়, জেমস প্রক্টর[৮], বিচাম ও চিলড্রেস[৯] তাঁরাও অনুধাবন করেছেন। সুতরাং, এ আলোচনা থেকে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, সিঙ্গার ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি।

---

৭. জীবনের প্রারম্ভ ধারণার সঙ্গে মূলত 'জন্ম' ইস্যু যুক্ত। এর সঙ্গে সম্পৃক্ত নৈতিক ইস্যু হলো : গর্ভপাত ও প্রজনন কৌশলের ব্যবহার। জীবন-সায়াহ্ন বা মৃত্যু মুখোমুখি পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত নৈতিক বিতর্ক হলো : স্বস্তিমৃত্যু (euthanasia), আত্মহত্যা (suicide), হত্যা (killing) ও বেঁচে থাকার অধিকার (right to life)।

৮. Proctor, James D. 1998. Ethics in Geography: Giving Moral Form to the Geographical Agination. *Area*, 30:1, 8-18.

৯. Beauchamp, Tom L., and Childress James F., 2001. *Principles of Biomedical Ethics*, Oxford: Oxford University Press.

উপর্যুক্ত আলোচনার সূত্রে আমরা ব্র্যান্ড অ্যালমন্ডের[১০] প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রটি উল্লেখ করতে পারি। এ সংজ্ঞায় তিনি উল্লেখ করছেন, আমাদের ব্যক্তিগত ও জন-জীবনের কিছু সমস্যা রয়েছে যা নৈতিক বিচারের দাবি রাখে। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এসব দাবির দার্শনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাই প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার কাজ।[১১] নীতিবিদ্যার দ্বিতীয় কাজ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে — মানবজীবনের বহুমুখী ইস্যু রয়েছে, এসব ইস্যু নৈতিকভাবে কতোটা গ্রহণযোগ্য তা শনাক্ত করার জন্য দার্শনিক পদ্ধতির ব্যবহারই হলো প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা। অ্যালমন্ডের এই সংজ্ঞাকে যদি আমরা বিবেচনায় রাখি তাহলে প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা ও ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য দাঁড় করানো যায় না।

একই দাবি প্রতিফলিত হয়েছে জেম্‌স প্রক্টর[১২] ও চিলড্রেসের[১৩] বক্তব্যে। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা সম্পর্কিত আলোচনায় প্রক্টর বলেন, ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা ও প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সাধারণ পরিসরে নৈতিকতা নিয়ে চিন্তা (thinking about morality in general) ও বিশেষ পরিসরে সুনির্দিষ্ট নৈতিক বিষয় নিয়ে ভাবনা (thinking about specific moral concerns in particular) — এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করে নীতিবিদ্যা, আর সুনির্দিষ্ট নৈতিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে থাকে প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা (applied ethics) বা ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা (practical ethics)।[১৪] সুতরাং, এই সূত্রের আলোকেও বলা যায় — দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এ সম্পর্কে চিলড্রেস[১৫] একই অভিমত পোষণ করেছেন। তিনি বলছেন, "প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা ও ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা সম্পূরক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উভয় পরিভাষাই মানব জীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র (special arenas) যেমন, ব্যবসা, রাজনীতি, ঔষধ আরো বিশেষ কতোগুলো সমস্যা দৃষ্টান্তস্বরূপ গর্ভপাত সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।"[১৬] এর ব্যাপকতা প্রসঙ্গে আমরা

---

১০. Almond, Brenda. 1996. 'Applied Ethics', in Mautner, Thomas, *Dictionary of Philosophy*, Penguin: 1996.

১১. "Applied ethics is the philosophical examination, from a moral standpoint, of particular issues in private and public life that are matters of moral judgment".

১২. Proctor, 1998 : 8-18.

১৩. Childress, James,1986, Applied Ethics, in *A New Dictionary of Christian Ethics*, eds. Macquarrie, John and Childress, James, London, The Westminster Press.

১৪. Proctor, 1998: 8-18.

১৫. Childress, 1986.

১৬. Childres, James, 1986.

আরো স্পষ্ট হতে পারি চিলড্রেস যখন বলেন, প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা হলো — মানবীয় কর্মকাণ্ডের বিশেষ ক্ষেত্রে নীতিবিদ্যার প্রয়োগ। একইভাবে সিঙ্গার তাঁর গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে (about ethics) বলছেন, নীতিবিদ্যা ও নৈতিকতার প্রয়োগই হলো ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা।[১৭] তাহলে সিঙ্গারের আলোচনার সূত্রে বলা যায় — এ দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার বিষয়বস্তু

১৯৮০ সালে প্রকাশিত *Practical Ethics* গ্রন্থটি মোট **১২**টি অধ্যায়সহ নোটস, রেফারেন্স ও ইনডেক্স মিলিয়ে গ্রন্থটির পরিধি **৩২৩** পৃষ্ঠার। এ হলো গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ। অধ্যায় বিন্যাসে সিঙ্গারের দার্শনিকতা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে তিনি নীতিবিদ্যা কী সে সম্পর্কে ধারণা উপস্থাপন করেছেন। এর ভিত্তি প্রসারিত করেছেন 'সমতা ও এর প্রতিপাদন' (Equality and Its Implication) শিরোনামে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। সমতা নীতির সারবত্তা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন 'স্বার্থের সমবিবেচনা'কে।

তাঁর গ্রন্থের বিষয়বস্তু নির্বাচনের দিকটিও আলোচনার দাবি রাখে। আমরা লক্ষ করে দেখব *Practical Ethics* ও সম্পাদিত গ্রন্থ *Applied Ethics* উভয় গ্রন্থেই তিনি তিন ধরনের এন্ট্রি অন্তর্ভুক্ত করেছেন : **এক.** প্রাণনীতিবিদ্যার ইস্যুসমূহ, **দুই.** অ-মানব প্রাণী নীতিবিদ্যা ও **তিন.** পরিবেশ নীতিবিদ্যা।

গ্রন্থ দুটির আলোচনার বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমাদের কাছে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় : এক. পিটার সিঙ্গার ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা বলতে প্রাণনীতিবিদ্যার দিকেই বেশি ঝুঁকেছেন। দুই. পেশাগত নীতিবিদ্যাকে তিনি ব্যবহারিক নীতবিদ্যার আলোচনার বাইরে রেখেছেন। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা আলোচনা করতে গিয়ে সিঙ্গারের প্রাণনীতিবিদ্যার প্রতি বিশেষ ঝোঁক পরিশেষে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যারই অংশে পরিণত হয়েছে। এ বিবেচনায় তিনি প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা ও ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার মধ্যে কোনো পার্থক্য জিইয়ে রাখেননি।

বিষয়বস্তু নির্বাচনে পিটার সিঙ্গারের কৌশলকে আমরা দুটি দিক থেকে বিবেচনা করতে পারি। প্রথম বিবেচনাটি হলো : প্রাণনীতিবিদ্যা কি ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা? যদি কোনোভাবে দেখাতে পারি যে, কেবল প্রাণনীতিবিদ্যার বিষয়বস্তুই ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার চৌহদ্দি নির্ধারণ করে তাহলে পিটার সিঙ্গারের অবস্থান সংগতিপূর্ণ। এ সম্পর্কিত বিতর্কের একটি সুরাহা লক্ষ করি রবার্ট বেকারের[১৮] আলোচনায়। তিনি

---

১৭. This book is about practical ethics, that is, about the application of ethics or morality – I shall use the words interchangeably – to practical issues.

১৮. Backer, Robert, and McCullough, Laurence, eds. 2007. *A History of Mdeical Ethics*, New York : Cambidge University Press.

দেখিয়েছেন যে, নৈতিক নীতি ও তত্ত্বের আলোকে মানদণ্ড সামনে রেখে প্রাণ ও জীবনসংশ্লিষ্ট ঘটনার মূল্যায়ন করাই ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার কাজ। উত্থাপিত বিতর্কে টম বিচাম[১৯] ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার পরিসর নির্ধারণে প্রাণ-চিকিৎসা নীতিবিদ্যার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। অন্যান্য নীতিদার্শনিকদের মধ্যে আর্ল আর উইঙ্কলার[২০] ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার আলোচনার বিষয় হিসেবে তিনটি ইস্যুকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন : এক. চিকিৎসাসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উদ্ভূত সংকটের নৈতিক সমাধান, দুই. জীবন রক্ষার প্রশ্নে চিকিৎসক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের কৌশলসমূহ ব্যবহারের ফলে যেসব দ্বৈততা, সিদ্ধান্তহীনতা ও উভয়সংকট লক্ষ করা যায় তা নিরসনে জৈব-চিকিৎসা নীতিবিদ্যা (bio-medical ethics), তিন. বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির পেশাগত দায়-দায়িত্ব কী হতে পারে? সেখানে তিনি কীভাবে নৈতিক ভূমিকা পালন করবেন? এসব বিষয়ে দিকনির্দেশনা (guidline) প্রদানের লক্ষ্যে পেশাগত নীতিবিদ্যার উপর নির্ভর করতে হয়।

উপর্যুক্ত তিনটি দিকের মধ্যে তৃতীয় দিকটি বিবেচনা করে বলা যায় — ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার বিষয়বস্তু নির্বাচনে পিটার সিঙ্গার যথার্থ অবস্থানই নিয়েছেন। কিন্তু, পিটার সিঙ্গার সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, জৈব-প্রযুক্তি, অ-মানব প্রাণীর অধিকার থেকে শুরু করে মানবজীবনের মূল্যের খুঁটিনাটি অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেও পেশাগত জীবনে কর্মকর্তা, কর্মী ও নিয়োগকর্তার পারস্পরিক সম্পর্ক কী হবে, কিংবা সংশ্লিষ্ট পেশায় তিনি কীভাবে ভূমিকা রাখবেন যা অন্য কারো স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না তা নিয়ে আলোকপাত করেননি। তাহলে কি আমরা ধরে নেব প্রাণনীতিবিদ্যা, জৈব-চিকিৎসা নীতিবিদ্যা, পরিবেশ নীতিবিদ্যা ও অ-মানব প্রাণীর অধিকার ছাড়া পেশাগত জীবনের ইস্যুসমূহ ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার আলোচ্যসূচি নয়? এ প্রশ্নের যুক্তিযুক্ত কোনো উত্তর আমরা সিঙ্গারের আলোচনায় লক্ষ করি না।

ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা গ্রন্থের গোটা আলোচনায় তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগের একটি সমন্বয় প্রয়াস নিয়েছেন সিঙ্গার। এই প্রয়াসের অংশ হিসেবে তিনি প্রতিটি অধ্যায়ে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে তত্ত্বের আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছেন। অগ্রাধিকার উপযোগবাদ, সমতার নীতি, ন্যায্যতার নীতি এসবই তাঁর ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা গ্রন্থে ব্যবহৃত নৈতিক তত্ত্বের শিরোনাম। ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যাদি সমাধানের লক্ষ্যে তিনি এসব তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন। আমরা যদিও জানি যে, ব্যবহারিকতা ও তাত্ত্বিকতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ দুইয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে উদ্ভূত নৈতিক সংকটের সমাধান

---

১৯. Beauchamp, Tom. L., 2007. "History and Theory in "Applied Ethics", K*ennedy Isntitue of Ethics Journal*, vol 17, No.1, March.

২০. Winkler, Earl and Coombs J.R., (eds.), 1993. *Applied Ethics: A Reader*, London: Blackwell Pub.

দেবার প্রয়াস নিতে পারে। তবে ব্যবহারিক সংকট সমাধানের প্রশ্নে নৈতিক নীতির ব্যবহারে আমাদের স্বেচ্ছাচারী হবার সুযোগ নেই। সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে এর প্রয়োগ ঘটাতে হয়। প্রথমে সংকটের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হতে হয়। সংকটের সঙ্গে জড়িত স্বার্থ-সংঘাত ও স্বার্থগোষ্ঠী উভয়ই শনাক্ত করতে হয়। তারপর নৈতিক নীতির প্রয়োগ করতে হয়।

সমকালীন জীবনে মানুষ যেসব নৈতিক সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে তার প্রত্যেকটি ইস্যুই মানব জীবন ও অ-মানব প্রাণীর প্রতি অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রণা ও নিপীড়নে ভরপুর। নৈতিকতার অনুশীলন কি পারে মানব জীবন তথা অ-মানব প্রাণীর জীবন থেকে এ যন্ত্রণা দূর করতে? এ প্রশ্নকে সামনে রেখে তিনি ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার দীর্ঘ পরিসরের প্রস্তাব করেছেন। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার পরিসর উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি নীতিতত্ত্বের নানা পরিসর নিয়ে কথা বলেছেন। এ আলোচনায় তিনি দেখিয়েছেন — ঐশী আদেশ মতবাদ, নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ, বিষয়ীবাদ এসব তত্ত্বকে বৈশ্বিক পরিসর থেকে জানা উচিত। প্রয়োজনে এদের সীমাবদ্ধতাসমূহ উল্লেখ করে নৈতিক তত্ত্ব সম্পর্কে সঠিক অবস্থানটি জানা উচিত। এ হলো সিঙ্গারের তাত্ত্বিকতা ও ব্যবহারিকতার মধ্যকার সম্মিলন।

ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার পদ্ধতি প্রসঙ্গে

পিটার সিঙ্গার তাঁর গ্রন্থে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতির উল্লেখ করেননি। তবে তিনি অবরোহ পদ্ধতির প্রতি কিছুটা অনুরক্ত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে জানার জন্য *Practical Ethics* গ্রন্থের শুরুর অধ্যায় : About Ethics যথেষ্ট। অন্তত দুটি ধারণা আমরা উল্লেখ করতে পারি যা বিশ্লেষণ করে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার পদ্ধতি প্রসঙ্গে সিঙ্গারের অবস্থানটি বুঝতে পারব :

এক. প্রথম অধ্যায়ের আলোচনার শুরুতে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা সম্পর্কে বলছেন : ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইস্যুসমূহের 'নৈতিক মূল্যায়ন' ও 'ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা' — এ দুটি ধারণাকে তিনি সম্পূরক হিসেবে ব্যবহার করেছেন।[২১]

দুই. ব্যবহারিক নীতিবিদ্যায় ব্যবহৃত 'নীতিবিদ্যা' ধারণাটি এখানে সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এ বিষয় সম্পর্কে বোঝাতে গিয়ে তিনি নীতিবিদ্যার প্রচলিত ধারণার সমালোচনা করছেন। এ সমালোচনায় সিঙ্গারের বক্তব্য হলো — অনেক নীতিবিদই বিশ্বাস করেন যে, বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে নীতিবিদ্যার তত্ত্ব ও নীতি প্রয়োগযোগ্য।[২২] এর অর্থ হলো ব্যবহারিক জীবনের সমস্যা সমাধানে নীতিবিদ্যার প্রয়োগ দোষের কিছু নয়,

২১. Singer, 2011[1980] :Chap. About Ethics, p.1.

২২. Singer, 2011[1980] :Chap. About Ethics, p.2.

বরং তা প্রয়োগ করে আমরা উদ্ভূত সংকটের সমাধান করতে পারি। তবে এখানে বলে রাখা ভালো — সিঙ্গার মনে করেছেন, প্রচলিত নীতিবিদরা 'নীতিবিদ্যা' বলতে বুঝেছেন, সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ নিয়মের এক পদ্ধতি হিসেবে। যেমন, "মিথ্যা কথা বলিও না, চুরি করিও না ও হত্যা করিও না" ইত্যাদি তার কয়েকটি।[২৩]

উপর্যুক্ত দুটি অবস্থান থেকে আমরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি তা হলো : (১) ব্যবহারিক জীবনের সমস্যা সমাধানে নীতিবিদ্যার তত্ত্ব অনায়াসে প্রয়োগ করা যায়, (২) ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার একটি পদ্ধতিও রয়েছে যা উপর (সর্বজনীন তত্ত্ব) থেকে নিচের (বাস্তব জীবনের সমস্যা) দিকে অভিগমন করে থাকে। সিঙ্গার এই অবরোহণ পদ্ধতিই ব্যবহার করেছেন তাঁর ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা গ্রন্থে। আলোচনার দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে প্রশ্ন হতে পারে নীতিবিদ্যার সূত্রসমূহ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সিঙ্গার কোনধরনের পদ্ধতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন? সেটি কি আরোহাত্মক (inductive), নাকি অবরোহাত্মক (deductive)?

ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার গোটা গ্রন্থের কোথাও পিটার সিঙ্গার পদ্ধতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি। তবে তিনি ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার যে সংজ্ঞা দাঁড় করিয়েছেন তাতে মনে হচ্ছে নৈতিক তত্ত্ব থেকে তিনি ব্যবহারিক সমস্যার দিকে অনুগমন করেছেন। অনেকটা এভাবে :

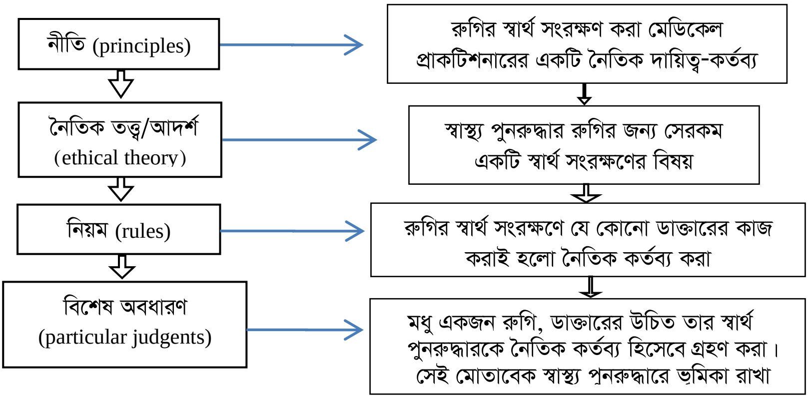

ডায়াগ্রাম ১ : অবরোহাত্মক মডেল : উঁচু-নিচু মডেল

আলোচনার স্বরূপ পর্যালোচনা করে এটাই মনে হয়েছে যে, সিঙ্গার সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি নিয়ে গ্রন্থে আলোচনা করেননি। তবে অবরোহ পদ্ধতির প্রতি তার যে ঝোঁক আছে সেটি আমরা গ্রন্থের আলোচনার ধরন থেকে অনুধাবন করতে পেরেছি।

২৩. ethics is a system of short and simple rules like 'Do not lie', 'Do not steal' and 'Do not kill', Singer, 2011 [1980] : 2

অবরোহাত্মক মডেল অনুসারে, কোনো নৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা নৈতিক নীতিটি প্রথম বিবেচনায় রাখব। তারপর সেখান থেকে বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হব। প্রশ্ন হতে পারে — ব্যবহারিক নীতিবিদ্যায় পদ্ধতির ব্যবহার যদি করতেই হয় তাহলে সেটা কেন অবরোহাত্মক হবে? অন্তত মিলের পদ্ধতি সম্পর্কিত আলোচনা থেকে আমরা একমত হতে পারি যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চরিত্র হলো আরোহ নিয়মে সিদ্ধান্তের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা।[২৪] এ পদ্ধতি দুটি পূর্বাপর ঘটনার মধ্যে কার্যকারণিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে একটি সাধারণ সত্যে উপনীত হতে সাহায্য করে। সার্বিক সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রমাণের সুযোগ রাখা বাঞ্ছনীয়। আরোহ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে প্রমাণের সুযোগ থাকে। অবরোহে এই সুযোগ নেই। সিঙ্গার তার গোটা গ্রন্থে যেসব বিষয়ের নৈতিক পর্যালোচনা করেছেন তার সবকয়টিই চিকিৎসাবিজ্ঞান ও প্রাণবিজ্ঞানের সমস্যা। এ বিবেচনায় পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সিঙ্গারের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের প্রতিই মনোযোগী হবার কথা। কিন্তু, তা অপেক্ষা ধারণাগত বিশ্লেষণ ও অবরোহ রীতির প্রতিই তিনি বেশি মনোযোগী হয়েছেন।

অবরোহ পদ্ধতি উঁচু থেকে নিচুর (**টপ-**ডাউন) দিকে অনুগমন করাকে বুঝিয়ে থাকে। অনেকটা জ্যামিতির উপপাদ্যের মতো। জ্যামিতিতে আমরা যেমন কতোগুলো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম থেকে বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হই। এখানে উল্লেখ্য যে, স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তসমূহ সার্বিক, আর অনুসৃত সিদ্ধান্তটি বিশেষ। তেমনি নৈতিকতার ক্ষেত্রেও আমরা প্রথমে কতোগুলো নৈতিক তত্ত্ব ও আদর্শ নির্ধারণ করি, সেখান থেকে নীতি, তারপর নিয়ম এবং তা থেকে বিশেষ কতোগুলো সিদ্ধান্ত অনুসৃত করি। বিচাম ও চিলড্রেস[২৫] এই পদ্ধতির আলোকে প্রাণ-চিকিৎসা নীতিবিদ্যার সমস্যাসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছেন। পিটার সিঙ্গার এই ধারা থেকে বের হতে পারেননি। তবে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সূত্র ধরে বিচাম দাবি করছেন, ২০০৩ সালে ফ্রে ও ওয়েলম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত *Companion to Applied Ethics* গ্রন্থে সবমিলিয়ে ৫০টি প্রবন্ধ রয়েছে। সবকয়টি প্রবন্ধ ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয় দিকের প্রতি মনোনিবেশ করে রচিত। কিন্তু, এসব প্রবন্ধের কোনোটিতেই নৈতিক তত্ত্বের সঙ্গে ব্যবহারিক সংকটের মেলবন্ধন করতে গিয়ে পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়নি। তার মানে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা আলোচনার ধরনটি অবরোহ বা আরোহমূলক হবার বিষয়ে অনিবার্য কোনো অবস্থান তাদেরও ছিলো না।

---

২৪. Mill, J.S., 1973. *A System of Logic*. Vols. 7 and 8, *Collected Works*. Toronto: Toronto Univ. Press; London: Routledge & Kegan Paul.

২৫. Beauchamp, Tom L., and Childress James F., 2001. *Principles of Biomedical Ethics*, Oxford: Oxford University Press.

ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে সিঙ্গার

ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা সম্পর্কে সিঙ্গারের অন্য আলোচনাটি এর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত। সিঙ্গার ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন : ক. ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা সংশোধনমূলক, খ. ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকা, গ. তথ্যগত উপাদান (matters of fact) ও ঘ. কর্মকাণ্ড ও চাহিদানির্ভর ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে জানার মাধ্যমে আমরা ব্যবহারিক নীতিবিদ্যাকে জেনে নিতে পারি।

প্রথমত, ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা সংশোধনমূলক (revisionary)

ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা শুধু জগৎকে বুঝতেই সাহায্য করে না, বরং কীভাবে একে পাল্টে দেওয়া যায় তাও ভেবে থাকে। সিঙ্গারের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম কথাই হলো — খাদ্য হিসেবে কিংবা পরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে অ-মানব প্রাণীর ব্যবহার বন্ধ করা উচিত। সচ্ছল জনগোষ্ঠীর উচিত অর্থনৈতিকভাবে যে জনগোষ্ঠী পিছিয়ে আছে তাদেরকে সাহায্য করা। আর বিশেষক্ষেত্রে গর্ভজাত ভ্রূণকে নষ্ট করা অনুমোদনযোগ্য হতে পারে কি-না তা যাচাই করা। সবমিলিয়ে সিঙ্গারের ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা নীতিদর্শন ও রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যকে স্বীকার করে নিয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁর অবস্থানটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ১৯৭৪ সালে *New York Times Magazine* প্রকাশিত এক নিবন্ধে।[২৬] সিঙ্গার উক্ত প্রবন্ধে বলছেন : আমাদের কী করা উচিত? এ প্রসঙ্গে সমাজের অধিকাংশ মানুষই প্রতিনিয়ত যেসব সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তার সঙ্গে বাস্তবের খুব একটা মিল নেই। আমাদের কাছে যদি বৈধ কোনো নৈতিক তত্ত্ব থাকে তাহলে এর অবদানসমূহ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। যদিও বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে এসব তত্ত্ব আমাদের নৈতিক দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন করতে পারে। লক্ষণীয় বিষয় হলো — বিদ্যমান নৈতিক মান নিয়ন্ত্রকসমূহের বিরুদ্ধে সমালোচনা দাঁড় করার ফলে নীতিদর্শন তার অব্যাহত কর্মধারা হতে বিচ্যুত হচ্ছে। হারিয়ে ফেলেছে সামর্থ্য ও সক্রিয়তা। নীতিদর্শন শুধুমাত্র নৈতিকতার স্থিতাবস্থা সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে।[২৭] উপর্যুক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় — সিঙ্গার নৈতিক মানদণ্ডের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবায়ন চেয়েছেন। এই বাস্তবায়নে নীতিতত্ত্ব মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ভূমিকা কখনোবা সংশোধনবাদ হিসেবেও ভূমিকা রেখে থাকে।

---

২৬. Singer, P., 1974. "The Death of Ethical and Political Argument was Only Temporary", *The New York Times, 7 July, 1974.*

২৭. Singer, 2011 [1980], pp.19-20.

দ্বিতীয়ত, তথ্যগত উপাদান (matters of fact)

সিঙ্গারের ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো তথ্যগত উপাদানের ব্যবহার। তথ্য যেখানে থেমে যায়, দর্শন সেখান থেকে শুরু হয়। এজন্য তিনি বলেন "দার্শনিকরা তাদের স্বীয় কাজে ফিরে এসেছে"।[২৮] তবে দার্শনিক তাৎপর্য ছাড়া অভিজ্ঞতামূলক তথ্য কিছুই করতে পারে না। যেমন, তাঁর *Animal Liberation* গ্রন্থটির কথা বলা যাক। উপযোগবাদকে গ্রহণ না করেও এ গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ একটি দার্শনিক গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। গোটা গ্রন্থের দুই-তৃতীয়াংশ অ-মানব প্রাণীর প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত এ সম্পর্কে ব্যবহারিক কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এর আঙ্গিকে কীভাবে আমাদের জীবনকে পরিবর্তন করতে পারি সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোকপাত করা হয়েছে। বহু তথ্যের সমৃদ্ধি, আলোচনা ও বিরুদ্ধ অভিমত, প্রচলিত নীতিতত্ত্বের কিছু ধারার প্রতি অনীহা ইত্যাদি নিয়ে গোটা গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে একটি দার্শনিক আকর গ্রন্থ। সুতরাং, তথ্যগত উপাদানের মূল্যাবধারণ করাই হলো ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার কাজ।

তৃতীয়ত, ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকা

ব্যবহারিক নীতিবিদ্যায় সিঙ্গার ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বহুমাত্রায় সামাজিক সমস্যা নির্ধারণের জন্য পলিসি প্রণয়নকে উৎসাহিত করেছেন। এজন্য তিনি উদ্ভূত সমস্যার ন্যায্যতাভিত্তিক সমাধান চেয়েছেন। অবশ্যই তা ব্যক্তি, বন্ধু ও পরিবার সাপেক্ষে হতে হবে। তিনি মনে করেছেন, ব্যক্তি যদি তার স্বভাব বা আচরণের পরিবর্তন করে তবেই কেবল সমষ্টির পরিবর্তন করা সম্ভব। মানুষ তার মনোভাব ও আচরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে পারে গোটা দুনিয়ার পরিবর্তন সাধন করতে। অ-মানব প্রাণী হত্যা প্রসঙ্গে বলা যাক। আমরা যদি ব্যক্তিবিশেষের দিক থেকে গো-মাংসকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ না করি তবেই কেবল সম্ভব অন্যদের তা থেকে বিরত রাখা। আবার, উন্নত বিশ্বের মানুষজন যদি তাদের নিজেদের আয়ের ১০% তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুধার্ত ও চিকিৎসাহীন মানুষের সহযোগিতার জন্য অক্সফামকে প্রদান করে তবে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত প্রয়াসসমূহই পারে ব্যাপক পরিসরের ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূর করতে। এজন্য প্রয়োজন সদিচ্ছা। এই ইচ্ছাই হলো ব্যক্তির ভূমিকার নিদর্শন।

চতুর্থত, কর্মকাণ্ড ও চাহিদানির্ভর

সিঙ্গারের মতে, ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা একাধারে কর্মকাণ্ড ও চাহিদানির্ভর। এটি প্রথমত চায় গোটা পৃথিবীতে কী হতে যাচ্ছে তা অনুসন্ধান করা, সেই মোতাবেক একে উৎকৃষ্টতর পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়াস চালানো। পরিবর্তনের দিকে

২৮. Singer, 2011[1980], p. 20.

নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা আমাদেরকে কাজ করার নির্দেশনা দিয়ে থাকে। এসবই তাকে প্রভাবিত করছে সার্কাসে কিংবা পরীক্ষাগারে অ-মানব প্রাণীর ব্যবহারের বিরুদ্ধে জনসম্মুখে সমালোচনা করা। এ দর্শনের প্রভাবেই তিনি ফেডারেল নির্বাচনে অস্ট্রেলিয়ান গ্রিন পার্টির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তিনি মনে করেন, নির্বাচন হলো ব্যক্তির চাহিদাকে কর্মে পরিণত করার হাতিয়ার। সুতরাং, ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা একাধারে তথ্যমূলক, সেই তথ্যের আলোকে মূল্যাবধারণ করা ও বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ ঘটানোই এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আবার, এই দার্শনিকতা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শুভ প্রতিকার বাস্তবায়নে ভূমিকা রেখে থাকে।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ সামনে রেখে সিঙ্গার নৈতিকতার তত্ত্ব ও প্রয়োগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে তিনি একটি বিষয়ে একমত ছিলেন যে, নীতিবিদ্যা ও নৈতিকতার প্রয়োগ হলো ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা। তত্ত্বের সঙ্গে ব্যবহারিক অনুশীলনের সংযোগ সৃষ্ট করা। এই সংযোগটি সিঙ্গার করতে চেয়েছেন। এর পূর্বশর্ত হিসেবে তিনি সমাজ ও জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নৈতিক তত্ত্ব খুঁজতে চেয়েছেন। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার মূলভিত্তি হিসেবে তিনি যে নীতিবিদ্যাকে গ্রহণ করেছেন তা সম্পর্কে সিঙ্গারের কয়েকটি ভাবনা প্রথম অধ্যায়ে গুরুত্ব পেয়েছে। এই ভাবনায় তিনি প্রথম দেখিয়েছেন কোনধরনের নৈতিক তত্ত্বকে পরিহার করতে হবে, আর কোনধরনের নীতিতত্ত্বকে গ্রহণ করতে হবে। এজন্য তিনি গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন কিসে নৈতিকতা, আর নৈতিকতা কী নয় তা নিয়ে।

নীতিবিদ্যা কী?

Practical Ethics গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সিঙ্গার নৈতিক আলোচনার স্বরূপ কীরকম হবে তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের গতি বুঝতে হলে এ অধ্যায়ের কয়েকটি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

এক. নীতিবিদ্যা শুধু যৌনতা সম্পর্কিত নয়। সিঙ্গার বলছেন, পঞ্চাশের শুরুর দিকে দৈনিক পত্রিকার পাতা খুললেই লক্ষ করা যেত ধর্মীয় নেতারা মূল্যবোধের অবক্ষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতেন। এরকম সংবাদ দেখে আমরা স্বভাবতই মনে করতাম যে, বাছবিচারহীন জীবনযাপন করছি, সমকামিতা ও পর্নোগ্রাফি অনুমোদন করছি, কিংবা দূরবর্তী কোনো গরিবদের সাহায্য করছি না, পৃথিবীর পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত করে এমনসব কর্মকাণ্ড করছি। কিন্তু, ধর্মবেত্তারা নৈতিকতাকে গ্রহণ করেছেন সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে। তাদের কাছে নৈতিকতা হলো — নোংরা কদর্যপূর্ণ আচরণ থেকে বিরত থাকা। অন্যভাবে বলা যায় — নৈতিকতা হলো nasty puritanical prohibition।[২৯] নৈতিকতার এই সনাতন ও প্রাচীন ধারণা ইতোমধ্যে বিগত হয়ে গেছে। এখন আমরা নৈতিকতা

২৯. Singer, 2011 [1980] : 1.

বলতে শুধু যৌনতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিষেধ বা বারণ করাকে বুঝি না। আমরা লক্ষ করে দেখব, অনেক ধর্মীয় নেতারা এখনও ব্যভিচার, অশুদ্ধ যৌনাচার ও পর্নোগ্রাফি অপেক্ষা বৈশ্বিক দারিদ্র্য ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে ভাবছেন, কথা বলছেন। সততা, অন্য ব্যক্তির পছন্দ সম্পর্কে ভাবা, বিচক্ষণতা, অন্য ব্যক্তিদের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা এবং এরকম আরো কিছু বিষয়ও নৈতিক আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। গাড়ি চালানোর সঙ্গেও সততা ও বিচক্ষণতা যুক্ত।

নিরাপদ যৌন সম্পর্ক বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো পরিবেশগত ভাবনা ও নিরাপদে যানবাহন চালনার বিষয়টি বিবেচনা করা। এজন্য ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার আলোচনায় তিনি 'যৌনতা ও নৈতিকতা' নিয়ে আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। বরং এর বাইরে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক বিষয় রয়েছে যা নিয়ে আমরা ভাবতে পারি। সিঙ্গারের এ আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট শক্ত অবস্থান রয়েছে। কিন্তু, যৌনতা যেন ব্যভিচার না হয়ে যায় সমকালীন সামাজিক মনোবিজ্ঞান সেদিকটির প্রতিও গুরুত্ব দেবার প্রস্তাব করে। অনেকক্ষেত্রে যৌনতার লাগামহীন সুযোগ সামাজিক জীবনেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে থাকে। যৌনতা সম্পর্কে ধর্মতাত্ত্বিকদের প্রতিক্রিয়ায় সিঙ্গারের অবস্থান এদিক থেকে বিবেচনা করা হয়নি।

দুই. "তত্ত্বে শুধু 'ভালোত্ব' [নৈতিকতা], প্রয়োগে নয়" — নীতিবিদ্যা তা নয়।

নৈতিকতা সম্পর্কে প্রচলিত আলোচনায় মনে করা হয় 'শুভ' বা 'ভালোর' অস্তিত্ব শুধু তত্ত্বে, অনুশীলনে এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এরকম ভাবনার প্রতিক্রিয়ায় সিঙ্গার জানাচ্ছেন যে, যদি প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কোনো শুভ/ভালো পাওয়া না যায় তাহলে বুঝে নিতে হবে যে, এর তাত্ত্বিক ত্রুটি রয়েছে। আমরা সাধারণ জনগণ অনেকসময় মনে করে থাকি যে, নীতিবিদ্যা আমাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা খুবই জটিল ও দুর্বোধ্য কাজ। কারণ হিসেবে বলা হয় — নীতিবিদ্যা হলো কতোগুলো সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত নিয়মের প্রক্রিয়া। যেমন, 'মিথ্যা বলো না', 'চুরি করিও না' এবং 'কাউকে হত্যা করো না'। যারা নীতিবিদ্যার এই ধারণায় বিশ্বাসী তারা এও বিশ্বাস করেন যে, নীতিবিদ্যা জীবনের জটিলতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিশেষ করে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, সংঘাতপূর্ণ অবস্থায় নৈতিক নিয়মের অনুসরণ অনেকসময় মহাবিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, 'মিথ্যা কথা বলিও না' নিয়মের প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যদি নাৎসি গেস্টাপো বাহিনীর লোকজন ইহুদিদের খুঁজতে এসে কারো কাছে জানতে চায় — "কোনো ইহুদি পরিবারের সদস্য লুকিয়ে আছে কি-না?"— এরকম অবস্থায় সত্য অপেক্ষা মিথ্যা বলাই প্রত্যাশিত হবে। তার মানে তত্ত্ব নয়, অনেকসময় বাস্তবতাও বলে দেয় আমাদের কোন কাজটি করা উচিত।

বাস্তবে সাধারণ কিছু নিয়মের ব্যর্থতা পর্যবেক্ষণ করে নীতিবিদ্যার সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যর্থ বলা যায় না। এটি হয়তো নীতিবিদ্যার বিশেষ কোনো একটি নিয়মের

ব্যর্থতা হতে পারে। এ প্রসঙ্গে তিনি নিষ্কর্মবাদী (deontologits), ফলাফলবাদী (consequeantialist) ও চিরায়ত উপযোগবাদী অবস্থান উল্লেখ করে দেখান যে, একই ঘটনায় নিয়ম বা নীতির প্রয়োগের ভিন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন ফলাফল আসতে পারে। সর্বোপরি সিঙ্গারের বক্তব্য হলো — নৈতিকতার যথার্থতা প্রমাণিত হয় এর প্রয়োগে। অনেকসময় পরীক্ষিত নিয়মও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়তে পারে যদি তা প্রয়োগে বা ব্যবহারিকতায় কাজে না আসে। কিন্তু, নীতিবিদ্যার দীর্ঘ ইতিহাসে শুধু তত্ত্বের প্রাধান্য পেয়েছে। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা নিয়ে সৃষ্ট সংশয়ের এটি একটি কারণ।

পিটার সিঙ্গারের উপর্যুক্ত থিসিসের বিরুদ্ধে বেশ কিছু আপত্তি উত্থাপন করা যায়। প্রথম আপত্তির প্রসঙ্গটি উল্লেখ করতে পারি ব্রেন্ডা অ্যালমন্ডের[৩০] আলোকে। তিনি বলছেন, সামগ্রিক বিবেচনায় পাশ্চাত্য দার্শনিক ট্রাডিশন কোনো-না-কোনোভাবে প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার প্রবাহটিকে বহন করে থাকে। এ প্রসঙ্গের সূত্রে তিনি গ্রিক দর্শনের প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন। এ আলোচনায় তিনি দেখান যে, প্রি-সক্রেটিক সময়কাল হতে দার্শনিক থেলিস (c.585 B.C.) নীতিবিদ্যা ও অর্থনীতির মধ্যে যোগসূত্র খুঁজেছেন। তার পরবর্তী সময়ে পিথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটল নৈতিকতার ব্যবহারিক উপযোগিতাকে প্রক্রিয়াগত ধারায় সম্ভব করে তুলেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট, জন লক ও জন স্টুয়ার্ট মিল এরা সবাই ব্যবহারিক নীতিবিদ্যাকে সম্ভব করে তুলেছেন। সুতরাং, নীতিবিদ্যার ইতিহাসে তত্ত্ব ও প্রয়োগকে আলাদা করে দেখা হয়নি। বরং উভয়ের মধ্যে একটি যোগসূত্র ছিলো। অ্যালমন্ডের আলোচনার সূত্র ধরে পিটার সিঙ্গারের উপর্যুক্ত দাবি নাকচ করে দেওয়া যায়। আলাদা করে তত্ত্বের শুদ্ধিকরণ করার প্রয়োজন নেই। সমস্যা, পরিস্থিতি ও বাস্তবতা আমাদেরকে বলে দেবে কোন নিয়মটি কার্যকর, আর কোনটি কার্যকর নয়।

তিন. ধর্মের উপর ভিত্তি করে নীতিবিদ্যা হতে পারে না।

সিঙ্গার ধর্মীয় নৈতিকতার অসম্ভাবনার কথা বলেছেন। তিনি মনে করেছেন, ধর্মীয় প্রসঙ্গসমূহ অধরা। কিন্তু, নীতিবিদ্যা অধরা কোনোকিছু নয়। তবে নানা কারণে তিনি ধর্মকে অধরা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সিঙ্গার নীতিবিদ্যাকে দেখেছেন ধর্ম থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র হিসেবে। তাঁর মতে, অনেক ঈশ্বরবাদীই মনে করেন, ধর্ম ছাড়া নীতিবিদ্যা হয় না। কারণ তাঁরা নিশ্চিত যে, শুভ হলো তাই যা ঈশ্বর দ্বারা অনুমোদিত। প্রায় দুই হাজারের অধিক বছর আগে প্লেটো এ ধরনের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৩১]

---

৩০ Almond, 2000, p.13.

৩১. আলোচনার জন্য দেখুন :

Hare, J., 2006, *God and Morality: A Philosophical History*, Oxford: Blackwell.
—–, 1996, *The Moral Gap*, Oxford: Clarendon Press.
—–, 1985, *Plato's Euthyphro*, Bryn Mawr Commentaries : Bryn Mawr.

যুক্তি হিসেবে প্লেটো উল্লেখ করেন, এসব কর্ম শুভ বলেই ঈশ্বর তা অনুমোদন করেন। অন্যভাবে বলা যায় — ঈশ্বর যা কিছুকে অনুমোদন করেন তা নৈতিক। কিন্তু, ঈশ্বর অনুমোদন করেননি অথচ নৈতিক হতে পারে সেরকম ঘটনাও রয়েছে। যদি এমন হয় ঈশ্বর কাউকে সাহায্য না করে নির্যাতন করাকে অনুমোদন করেন তাহলে বুঝতে হবে নির্যাতন হলো শুভ এবং প্রতিবেশীকে সাহায্য করা মন্দ। তাহলে ধর্মতাত্ত্বিকদের "তাই ভালো যা ঈশ্বর অনুমোদন করেন" এরকম যুক্তির পরিণতি কী? সিঙ্গার বলছেন, ঈশ্বর বিশ্বাসীদের এরকম বক্তব্য তাদেরকে বিশেষ কোনো ফাঁদে ফেলতে পারে। কয়েকটি দিক থেকে বিষয়টি দেখা যেতে পারে :

এক. ঈশ্বর বিশ্বাসী হয়তো বলবেন, ঈশ্বর যেহেতু শুভ ও কল্যাণকর, তাই ঈশ্বর কখনোই নির্যাতনকে অনুমোদন দিতে পারেন না।

দুই. ধর্মগ্রন্থে পাপের শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। এর অর্থ হলো বিশেষ কারণে ধর্ম নির্যাতনকেও অনুমোদন করে থাকে।

তিন. যদি কেউ বলেন, ঈশ্বর হলো ভালো, এর অর্থ হলো ঈশ্বর নিজে ঈশ্বর দ্বারা অনুমোদিত।

প্লেটোর বক্তব্যের আলোকে সিঙ্গার দেখান যে, ধর্মের সঙ্গে নৈতিকতার কোনো যোগাযোগ নেই। সিঙ্গারের এ বক্তব্য কতোটা যুক্তিযুক্ত হবার দাবি রাখে? সাধারণত মনে করা হয় — ধর্মের সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক রয়েছে। এ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবার পেছনে কতোগুলো মৌলিক বিষয় কাজ করে থাকে। কোন কাজটি সঠিক তার পেছনে ধর্ম কারণ খুঁজে থাকে। কারণ হিসেবে বলা হয়ে থাকে — কেউ যদি পুণ্যবান হয়, ন্যায় ও সত্যের পথে চলে তাহলে সে পুরস্কার হিসেবে স্বর্গবাসী হবে, আর যারা তা করবে না তারা শাস্তিস্বরূপ নরকবাসী হবে। কিন্তু, আমরা লক্ষ করে দেখব — সকল ধর্মতাত্ত্বিকই এ ধরনের যুক্তিকে গ্রহণ করেননি। শুধু তাই নয়, আমরা শুধু পুরস্কার পাবার আশায় নৈতিক কাজ করি না। আমাদের জীবন ও সংস্কৃতিতে নৈতিক চিন্তার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে যেখানে উদার মানসিকতা, অন্যের প্রতি সহানুভূতি ও মহত্ত্বের কারণে নৈতিক কাজ করে থাকি। সর্বোপরি, সিঙ্গারের এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হলো যে, নৈতিক আচরণের জন্য স্বর্গ ও নরকের প্রতি বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। আবার উল্টোদিক থেকে বলা যায় — স্বর্গ ও নরকের বিশ্বাস আমাদেরকে সকল সময় নৈতিক আচরণের দিকে পরিচালিত নাও করতে পারে। বরং, নৈতিক বিকাশে প্রাকৃতিকতা, সামাজিক ও মানবীয় বিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সিঙ্গারের উপর্যুক্ত থিসিসের অকাট্য নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। সন্দেহের কারণ হিসেবে আমরা দার্শনিক আলোচনার নানা পরিসরে ধর্মতত্ত্বের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে পারি। কারণ ধর্মতত্ত্বের আলোচনার ভেতর দিয়েই নৈতিকতা তার ব্যবহারিক চরিত্র

পেয়েছে। ধর্মের সঙ্গে নীতিবিদ্যার সম্পর্ক প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে পল রামসে[৩২] তাঁর *The Patient as Person, Explorations in Medical Ethics* গ্রন্থে ব্যক্তি, রোগী ও রোগীর প্রতি আমাদের দায়িত্ব প্রসঙ্গে বাইবেল, অগাস্টিন ও একুইনাসের তথ্যসূত্রের সাহায্য নিয়ে দেখিয়েছেন — সমাজ, জীবন ও মানবীয় কর্মকাণ্ড এসব সমস্যাই ধর্ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। অন্যভাবে বলা যায় — ব্যবহারিক জীবনের সংকট সমাধানে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। যদিও সিঙ্গার তাঁর গ্রন্থের শুরুতে দাবি করেছেন, নৈতিকতা কখনোই ধর্মভিত্তিক হতে পারে না। তাঁর এ সিদ্ধান্ত সামনে রেখে যদি আমরা ব্যবহারিক নীতিবিদ্যাকে বুঝতে চেষ্টা করি তাহলে এর বিস্তৃত আলোচনার অনেককিছুই বাতিল করে দিতে হয়। কারণ নীতিবিদ্যার সঙ্গে ধর্মের সংযুক্ততা আছে কি নেই তা নিয়ে গভীর ব্যাখ্যার দাবি রাখে। নৈতিকতা সম্পর্কিত খুব কম আলোচনা রয়েছে যা ধর্ম ছাড়া নিরঙ্কুশ সেক্যুলারিজমের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বেশকিছু নীতিদার্শনিক আলোচনা লক্ষ করা যেতে পারে :

এক. জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে কান্ট অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পারেননি। অথচ, কান্টও নৈতিক স্বতঃসিদ্ধ নীতিসমূহ (postulates of morality) অনুসন্ধানে ধর্ম থেকে বের হতে পারেননি। কান্ট *Critique of Practical Reason* গ্রন্থের শুরুর দিকের আলোচনায় ধর্মের সঙ্গে নৈতিকতার যুগপৎ সম্পর্ক দেখিয়েছেন। তিনি ব্যবহারিক প্রজ্ঞা বলতে নৈতিকতাকে বুঝিয়েছেন। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে নৈতিকতার অনুশীলনের পূর্বশর্ত হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন। ব্যবহারিক জীবনে নৈতিক কর্মাদি করতে গিয়ে মানুষ কষ্ট, যন্ত্রণা ও নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকে। এতোসব কষ্ট ও যন্ত্রণা সত্ত্বেও অনেকেই নৈতিক জীবনের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল থাকেন। এ প্রতিশ্রুতির বড় কারণ হলো মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে পুরস্কারের আশা। পুরস্কার প্রদানের জন্য অবশ্যম্ভাবী এক সত্তার অস্তিত্ব থাকা জরুরি। সেই সত্তাই হলো ঈশ্বর। এ আলোচনা থেকে কান্ট *Critique of Pure Reason* বা বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার বাস্তব অস্তিত্ব আবিষ্কারের সূত্র ধরেই ধর্মীয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব খুঁজেছেন। এ চেষ্টার ভেতর দিয়ে কান্ট মূলত নৈতিকতাকে সম্ভব করে তুলেছেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি ধর্মেরই সাহায্য নিয়েছেন।

দুই. আমরা জিরোমি বেন্থাম ও জন স্টুয়ার্ট মিলের উপযোগবাদী আলোচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারি। বেন্থাম[৩৩] ও মিল[৩৪] উভয় দার্শনিকই মনে করেছেন, স্বার্থপরতা

৩২. Ramsey, Paul, (1970) *The Patient as Person, Explorations in Medical Ethics*, New Haven, Yale University Press.

৩৩. Bentham, Jeremy, 1996 [1781], *An Introduction to the Principle of Morals and Legislation*, Chapter III: Of the Four Sanctions or Sources of Pain and Pleasure, London : Clarendon Press.

থেকে পরার্থপরতায় উপনীত হবার ক্ষেত্রে বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের (external sanction) শর্ত হিসেবে ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ বা ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ ভূমিকা রাখতে পারে। সামাজিক জীবনে মানুষ ভালো কাজ করে, অনেক সময় আমরা নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে অপরের স্বার্থের প্রতি সচেতন হই। এই আত্মসচেতনতার পেছনে মানুষের ধর্মের ভয় ও নির্দেশনাও কাজ করে থাকে।

১৮১৮ সালে প্রকাশিত বেন্থাম তাঁর *Church-of-Englandism and its Catechism Examined*[৩৫] গ্রন্থে ইংল্যান্ডের সমাজ, রাষ্ট্রনীতি ও সামাজিক জীবনে চার্চের এই প্রাধান্যকে কঠোর অবস্থান থেকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি মনে করেছেন, রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার নীতিতে নৈতিকতা একটি মূল প্রতিপাদ্য। এ হিসেবে নৈতিকতাকে সেক্যুলার হওয়া বাঞ্ছনীয়। বেন্থাম বিশেষজ্ঞ ক্রিমিনও[৩৬] তাঁর বিভিন্ন আলোচনায় এ বিষয়টি নিয়ে এসেছেন। সমস্যা হলো নৈতিক আলোচনার ধারায় তিনি ধর্মকে একেবারে বাদও দিতে পারেননি। ইতোমধ্যে আমরা লক্ষ করেছি তিনি উপযোগবাদকে সর্বজনীন চরিত্র প্রদানের লক্ষ্যে 'নৈতিকতার বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের' প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। সেখানে তিনি বলছেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা রয়েছে। অথচ এই স্বার্থপর মানুষই আবার পরের স্বার্থ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে। কারণ সমাজের নিয়ন্ত্রণ, আইনের নিয়ন্ত্রণ ও ধর্মের নিয়ন্ত্রণ মানুষকে সকল সময় নিজের স্বার্থ নিয়ে কিংবা অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। একজন ধর্ম বিশ্বাসী ঈশ্বরের ভয়ে, শাস্তি পাবার ভয়ে কখনোই অপরের স্বার্থ হানি ঘটে সেরকম কাজ করবে না। মানুষের মধ্যে স্বতঃপ্রবৃত্তিজাত কিছু প্রবণতা রয়েছে যা একান্তই নিজের উন্নতি, নিজের স্বার্থকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। মানব সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কিত আলোচনায় এডাম স্মিথও একই দাবি করেছেন। তিনি বলছেন, মানুষের মধ্যে রয়েছে স্বার্থপরতা, সে তার নিজের স্বার্থ বাস্তবায়নে বেশি তৎপর থাকে। মানব প্রকৃতির এ স্বরূপটিকে তিনি উল্লেখ করেছেন "স্বভাবজাত প্রবৃত্তি'

৩৪. Mill, John Stuart,1998 [1861]. *Utilitarianism*, Chapter 3 Of the Ultimate Sanction of the Principle of Utility. Roger Crisp (ed.), Oxford: Oxford University Press.

৩৫. Bentham, J. (2011), "Church-of-Englandism and its Catechism examined" [1818], in J. E. Crimmins and C. Fuller (eds.) *The Collected Works of Jeremy Bentham*, England: Clarendon Press.

৩৬. Crimmins, J. E. (1985), "Bentham's Religious Writings: A Bibliographic Chronology", *The Bentham Newsletter*, 9. pp.21-33.
Crimmins, J. E. (1986), "Bentham on Religion: Atheism and the Secular Society", *Journal of the History of Ideas*, 47, pp.95-110. DOI : 10.2307/2709597.

হিসেবে।[৩৭] মনোবিজ্ঞানী মরিসন[৩৮] মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান থেকে দেখিয়েছেন যে, মানুষের স্বতঃপ্রবৃত্তজাত স্বার্থপরতার বিষয়টি। কিন্তু, মানুষের এই স্বার্থপরতা থেকে বের হয়ে পরার্থপরতায় উপনীত হবার পেছনে ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ ভূমিকা রেখে থাকে। সুতরাং, ধর্মের প্রভাব থেকে নৈতিকতাকে কতোটা মুক্ত রাখা সম্ভব?

বেন্থাম ও জন স্টুয়ার্ট মিল দুজনই আধুনিক ইউরোপের সেক্যুলার দর্শন চর্চার প্রবক্তাদের মধ্যে অন্যতম। রাষ্ট্র, নৈতিকতা ও সামাজিক সংস্কার সম্পর্কিত আলোচনায় এই একটি মাত্র ক্লু রয়েছে যা তাঁদের নীতিচিন্তাকে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখবার সুযোগ সৃষ্টি করে। যদিও বেন্থাম তাঁর দার্শনিক ও রাষ্ট্রচিন্তায় চার্চের প্রাধান্যকে নিবিড় সমালোচনায় রেখেছেন। একই সঙ্গে দেখিয়েছেন সঠিক ও বেঠিক ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না।

সাম্প্রতিক বেশকিছু গবেষণাধর্মী আলোচনায় টাইটেল[৩৯] ও ওয়েভার[৪০] প্রমুখ দেখান যে, ধর্মের সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক খুবই স্পষ্ট। আবার টার্নার[৪১] দেখিয়েছেন, যথোচিত ও অনুচিতের ভিত্তি সৃষ্টিতে ধর্মীয় মূল্যবোধ খুবই সচেতন ভূমিকা রেখে থাকে। ফারারো[৪২] ও স্কভোরেটজ তাঁরাও এক গবেষণায় দাবি করেছেন যে, ফরমাল ও ইনফরমাল উভয়ধরনের মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ধর্ম ভূমিকা রেখে থাকে। সামাজিক জীবনে অনেক মূল্য ও আদর্শ রয়েছে যা প্রথমত ধর্মে, তারপর তা সামাজিক জীবনের আদর্শ হিসেবে অনুপ্রবেশ করে থাকে। বাইবেল, তালমুৎ ও কোরআন এ ধরনের মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখে আসছে। সামাজিক জীবনের অনেক নীতি ও আদর্শ আমাদের স্বাভাবিক ব্যবহার ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় কোডে পরিণত হচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে, আমরা ইহুদি-খ্রিস্টীয় ধর্মের বহুল ব্যবহৃত দশটি আদেশের কথা উল্লেখ করতে পারি।

---

৩৭. Smith, Adam. 1790 [1976b]. *The Theory of Moral Sentiments*. D.D.Raphael and A. L.Macfie, Adam Smith's Theory of Moral Sentiments, D. D. Raphael and Andrew Skinner, eds. Oxford: Clarendon Press.

৩৮. Morrison, R. 1999. *The Spirit in the Gene: Humanity's Proud Illusion and the Laws of Nature*. Comstock.

৩৯. Tittle, C. R. and M. R. Welch: 1983, _Religiosity and Deviance: Toward a Contingency Theory of Constraining Effects_, Social Forces 61(3), 653–682.

৪০. Weaver, G. R. and B. R. Agle: 2002, _Religiosity and Ethical Behavior in Organizations: A Symbolic Ethics and Religion 397 Interactionist Perspective_, Academy of Management Review 27(1), 77–97.

৪১. Turner, J. H.: 1997, The Institutional Order (Addison-Wesley Educational Publishers, New York).

৪২. Fararo, T. J. and J. Skvoretz: 1986, Action and Institutions, Network and Function: The Cybernetic Concept of Social Structure, Sociological Forum 1, 219–250.

দশটি আদেশ মূলত নৈতিক কোড যা প্রাচীনকাল থেকে সেমিটিক সংস্কৃতিতে অনুসরণীয় নৈতিক কোড হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।[৪৩] এই কোডই ধর্মীয় রীতিতে প্রতিবর্তিত হয়। সুতরাং, নৈতিক কোড প্রণয়নে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ আলাদা করার সুযোগ নেই।

নীতিবিদগণ নানাভাবে একটি প্রসঙ্গে একমত হয়েছেন যে, ধর্মের সঙ্গে নৈতিকতার সাযুজ্য রয়েছে। এই সাযুজ্যের প্রশ্নে থিওডোর পার্কারও[৪৪] একই অভিমত পোষণ করেছেন। খ্রিস্টধর্ম প্রসঙ্গে পার্কারের মূল্যায়নেও এ সম্পর্কের প্রসঙ্গটি রয়েছে। তিনি বলছেন, খ্রিস্টধর্ম পরম ও বিশুদ্ধ নৈতিকতায় সমৃদ্ধ। ধর্মের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো নৈতিকতা। ধর্মের সঙ্গে নৈতিকতার এ সম্পর্ক প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা লক্ষ করি নিনিয়ান স্পার্টারের দর্শনে। তিনি ধর্মের চারটি স্বরূপের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। একটি হলো রহস্যবাদী অবস্থান (mystical strand), অদ্ভুত অবস্থা (numinous strand), পুনরুত্থানের অবস্থা (incarnatory strand), আর চতুর্থ অবস্থাটি হলো নৈতিক অবস্থা (moral strand)। ঈশ্বর যে মানবীয় চরিত্র নিয়েছেন তা হলো ঈশ্বরের দায়িত্বশীলতা, ন্যায়বিচার ও ভারসাম্যের নীতি। এ নীতি মানুষ-যিশুর মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠা প্রমাণ করে যে, নৈতিকতা কখনোই ঈশ্বরের মানবীয় মূর্তিতে আবর্তিত হওয়া ছাড়া বোঝা সম্ভব নয়।

নীতিবিদ্যার বহুল আলোচিত তত্ত্বের একটি হলো — ঐশী আদেশ মতবাদ (divine command theory)। এ মতবাদের মূল প্রতিপাদ্য হলো ঈশ্বর যা নির্দেশ করে তাই যথোচিত (right) কর্ম। যেমন এক্সোডাসে[৪৫] বলা হচ্ছে — "ঈশ্বর আমাদেরকে নির্দেশ করেছেন সত্যবাদী হবার জন্য।" আমাদেরকে সত্যবাদী হতে হবে এ কারণে যে ঈশ্বর আমাদেরকে তা হবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং, নৈতিকতার ক্ষেত্রে ঐশী আদেশ মতবাদের মূলকথা হলো — "কোনোকিছুই ভালো বা মন্দ নয়, যদি না ঈশ্বর তা আমাদের উপর আরোপ করেন।" দর্শন ও নীতিদর্শনের আলোচনার ইতিহাসে এ মতবাদের অবদান রেখেছেন সেন্ট অগাস্টিন[৪৬], ডানস স্কোটাস[৪৭], উইলিয়াম অব

---

৪৩. Ali, A., R. Camp and M. Gibbs: 2000, The Ten Commandments: Perspective, Power and Authority in Organizations, Journal of Business Ethics 26, 351– 361.

৪৪. Theodore Parker 'The Transient and the Permanent in Christianity' in Perry Miller (ed.) The Transcendentalists (Harvard University Press, 1950), p.259 .

৪৫. *Exodus*, 20:16

৪৬. Augustine, Saint *The City of God*. Translation by Henry Bettenson. Harmondsworth, England: Penguin Books, 1972.

৪৭. Scotus, John Duns. *Selected Writings on Ethics*. Oxford University Press. pp. Ordinatio III, D. 37.

ওকাম[৪৮], সোরেন কিয়েকেগার্ড[৪৯] প্রমুখ। আঠারো শতকের শুরুর দিকে বিশপ মার্টিমার এ মতবাদের দার্শনিক ভিত্তি প্রদানের প্রয়াস নিয়েছেন। সাম্প্রতিক সময়ে রবার্ট মেরিহিউ এডামস ঈশ্বরের সর্বদয়া চরিত্রের আলোকে 'ঐশী আদেশ মতবাদের' সংশোধিত প্রস্তাব করেছেন। তাহলে ঐশী মতবাদও নৈতিক বিচার-বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি যে, ধর্মের সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় দার্শনিক কিয়ের্কেগার্ডের অবস্থানও গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর ও নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনায় কিয়ের্কেগার্ড দাবি করেন, আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসই পরিণতিতে নৈতিক বিবেচনায় পর্যবসিত হয়। ইসহাককে বিসর্জন দেবার বিষয়ে ইব্রাহিম (আঃ)-এর প্রতি ঈশ্বরের যে নির্দেশ তাকে কিয়ের্কেগার্ড বলেছেন, "নৈতিকতার উদ্দেশ্যমূলক অগ্রযাত্রা"। তুমি যদি ঈশ্বরের কৃপা পেতে চাও, তাহলে তোমাকে অবশ্যই তাঁর নিদের্শ মানতে হবে। ইব্রাহিম (আঃ)-এর ধর্মীয় রীতিতে এই নির্দেশ মানার যে আনুগত্য তাই-ই মানুষের সামাজিক নৈতিকতাকে প্রভাবিত করেছে। এ প্রভাবের মধ্যে থেকে কিয়ের্কেগার্ড বলছেন, নৈতিক কর্তব্য হলো তাই যা "একান্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা"।

ধর্মের সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক থাকার বিষয়ে কিয়ের্কেগার্ড থেকে একটু ভিন্নভাবে মত দিয়েছেন রবার্ট এডাম।[৫০] তাঁর দার্শনিক অবস্থানটি শুরু করেছেন এভাবে :

(১) X নামক কাজ করা ঠিক নয়,

(২) X হলো ঈশ্বরের আদেশের পরিপন্থি এবং

(৩) ঈশ্বরের নির্দেশনামা নৈতিক সত্য দ্বারা প্রভাবিত।

সুতরাং, নৈতিকতা ও ধর্ম শেষবিচারে আর আলাদা থাকছে না।

ধর্মগ্রন্থে ঈশ্বর যে স্বরূপে উপস্থাপিত হয়েছেন তা প্রেম ও দয়ার মূর্তিতে মূর্তমান। ঈশ্বরের এই স্বরূপের কারণে তিনি কখনোই নির্দয়, নিষ্ঠুর বা অনৈতিক হতে পারেন না। এজন্য এডামস বলেন, ঈশ্বরের প্রতি আস্থা রেখো, বিশ্বাস রেখো, ঈশ্বরের শুভ ও কল্যাণের প্রতি আস্থা রাখতে হবে — এই আস্থাই আমাদেরকে নৈতিক জীবনে অভ্যস্ত করে তুলবে। তাঁর মতবাদের একটি অন্যতম দিক হলো — মানব জীবনে যে ন্যায় ও নৈতিকতা এবং যথোচিত ও অনুচিত রয়েছে তা মূলত ঈশ্বরের নির্দেশনামার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তবে নৈতিকতা শুধু ঈশ্বরের নির্দেশনামার উপর নির্ভরশীল নয়। ঈশ্বরের

---

৪৮. Spade, Paul, ed., 1999. *The Cambridge Companion to Ockham*. New York: Cambridge University Press.

৪৯. Kierkegaard, Søren, 1998. *The Point of View*. Princeton: Princeton University Press.

৫০. Adams, Robert Merrihew (2002). *Finite and Infinite Goods: A Framework for Ethics*. Oxford University Pressen .

সর্বদয়া ও সর্বকল্যাণবাদী চরিত্রকে ব্যক্তির জীবনে আত্মস্থ করলেই নৈতিকতার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটানো সম্ভব। এ মতবাদ অনুসারে, 'ঈশ্বরের নির্দেশনামার সঙ্গে যা স্ববিরোধী" তাই অনৈতিক। নৈতিকভাবে বলা যায় — 'অনুচিত কাজ' হলো তাই যা ঈশ্বরের শুভ ও কল্যাণের বিরুদ্ধ ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি : **এক.** নৈতিক আলোচনা কোনো-না-কোনোভাবে ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত। অন্যভাবে বলা যায় — নৈতিকতার বিকাশে ধর্ম, আবার ধর্মীয় নির্দেশনামা বা কোডসমূহ বিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক সংস্কার ও নীতি যুক্ত রয়েছে। এই যুক্ততা ধর্ম ও নৈতিকতার সঙ্গে অনিবার্য বন্ধনকেই ইঙ্গিত করে। **দুই.** প্রাণনীতিবিদ্যা ও ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার অনেক বিতর্কিত ইস্যু রয়েছে যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় মূল্য ও আদর্শের উপর নির্ভর করতে হয়। এ বক্তব্যের সপক্ষে আরেকটি তথ্য উল্লেখ করা যায় — নৈতিকতা ও ধর্মের সঙ্গে যে সম্পর্ক রয়েছে ঐশী আদেশ মতবাদ তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে।

উপর্যুক্ত দুটি বিবেচনাকে সামনে রেখে যদি পিটার সিঙ্গারের নৈতিকতা কী, আর কী নয় এ বিষয়ক বিতর্কের যৌক্তিকতা বিচার করি তাহলে এটাই বলতে হবে যে, ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা ধর্মীয় মূল্যবোধের বিবেচনা থেকে আলাদা কোনো ইস্যু নয়। এ কারণে সিঙ্গারের 'ধর্ম ও নৈতিকতা' প্রসঙ্গে সিদ্ধান্তটি যুক্তিযুক্তভাবে মেনে নেওয়া যাচ্ছে না।

তবে সমাজতাত্ত্বিক ও মনোবৈজ্ঞানিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে ধর্মের সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে আমরা সিগমুন্ড ফ্রয়েডের নাম উল্লেখ করতে পারি। তিনি নৈতিকতার সঙ্গে ধর্মের বন্ধনকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ১৯২৭ সালে ফ্রয়েডের লেখা *The Future of an Illusion*[৫১] গ্রন্থের উল্লেখ থেকে তা স্পষ্ট হয়। এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, ধর্মকে সবকিছু থেকে আলাদা রাখতে হবে। কারণ তা নৈতিক দায়িত্ব কর্তব্যকে অবহেলা করতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। একইসঙ্গে ধর্মাচ্ছন্ন যুক্তিহীনতাকে উৎসাহিত করে। কারণ অনেকেই ভাবতে পারেন — অতিবর্তী সত্তার প্রতি ভয়, ও সেই সত্তার নির্দেশ অমান্য করার কারণে শাস্তি পাবার ভয়ে আমরা নৈতিক কাজ করে থাকি। এ ধরনের বিশ্বাস সম্পর্কে ফ্রয়েডের মন্তব্য হলো — অতিবর্তী শাস্তির ভয়ে একজন মানুষ অন্য মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় না। কারণ এমনও হতে পারে যে, কারো কাছে এ ভয়ের ধারণা ঠুনকো হয়ে যেতে পারে। সে পর্যায়ে তার নৈতিকতাকে মনে হতে পারে ধর্মীয় বিশ্বাসের মতোই ঠুনকো।

---

৫১. Freud, Sigmund, *1961. The Future of an Illusion*. New York: W.W. Norton & Company.

আবার ধর্মীয় জীবনে কৃত-পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও অনুশোচনার বিষয় রয়েছে। এই প্রার্থনা ও অনুশোচনা সাময়িক, ক্ষণস্থায়ী। ব্যক্তির ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা যে মাত্রায় লঙ্ঘিত হবে, ঠিক সেই মাত্রায় তার মধ্যে ক্ষমা ও অনুশোচনা সৃষ্টি হবে। এ ধরনের জীবনাচরণ প্রকৃত অর্থে মানুষকে নৈতিকভাবে দায়িত্বহীন, অবিবেচক করে তোলে। কারণ নৈতিক আদেশ অমান্য করে যে পাপ হবে তা ক্ষমা প্রার্থনা করে মুক্ত হওয়া যায় — এ বিবেচনা মূলত একজন ব্যক্তিকে পরিপূর্ণভাবে দায়িত্বহীন ও নীতিবোধশূন্য করে তোলে। এজন্য ফ্রয়েডের বক্তব্য হলো — পরিপক্ব ও নৈতিকভাবে সুস্থ পৃথিবীর জন্য মানুষের সদিচ্ছা, যুক্তি ও নিরীশ্বরবাদের মতো সাধারণ ইচ্ছা ও স্বাধীনতার উপর নির্ভর করে নৈতিকতা ও সমাজকে গড়ে তুলতে হবে। সুতরাং, এ আলোচনায় সিঙ্গারের ধর্ম ও নৈতিকতা সম্পর্কিত থিসিসটি বাতিল হয়ে যায়।

চার. নৈতিকতা আমাদের বসবাসকারী সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়

সিঙ্গার নৈতিকতার একটি মৌলিক সমস্যা নিয়ে কথা বলেছেন। নৈতিকতা কি আপেক্ষিক, বা বিষয়ীগত (relative or subjective)? নৈতিকতার সঙ্গে যৌনতার সম্পর্ক, কিংবা নৈতিকতার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক, কিংবা নৈতিকতা প্রায়োগিক না তাত্ত্বিক সে সম্পর্কিত আলোচনা অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে তিনি এ প্রশ্নটিকে বিবেচনা করেছেন। অনেকে মনে করছেন, নৈতিকতা সমাজের সঙ্গে সাপেক্ষিক। সিঙ্গার মনে করেন, এই অভিসন্দর্ভ একদিক থেকে সত্য, আবার অন্যদিক থেকে মিথ্যা। যেমন, ফলাফলবাদীদের আলোচনার সূত্র ধরে সিঙ্গার দেখিয়েছেন যে, একই কাজ বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে সঠিক হতে পারে, আবার অন্যকোনো পরিস্থিতিতে সেই কাজটি মন্দ হতে পারে।

নৈতিকতার আপেক্ষিকতার ধারণায় যৌক্তিকতার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য ব্যবহারিক নীতিবিদ্যাকে যদি যুক্তিযুক্ত কোনো ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চাই তাহলে সংগতিপূর্ণভাবে দেখানো সম্ভব নীতিবিদ্যা বিষয়ীগত। এর অর্থ হলো বিষয়ীগত নীতিবিদ্যা (subjective ethics) নৈতিক যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে বিষয়গত নীতিবিদ্যা কি যুক্তিহীন?

তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক থেকে নৈতিকতায় যুক্তির প্রয়োগকে অসন্তোষজনক দেখানো হয়ে থাকে। তাত্ত্বিক দিক থেকে নৈতিকতায় যুক্তির ব্যবহার অসন্তোষজনক বলার কারণ হলো নীতিবিদ্যায় আমরা যুক্তি খুঁজি কোনোপ্রকার বোধগম্যতা ছাড়া, কিংবা এরা কীভাবে সংঘটিত হচ্ছে সে সম্পর্কে না জেনে। আবার, ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার দিক থেকে নৈতিকতার যুক্তির অবস্থান অসন্তোষজনক, কারণ আমরা যদি যুক্তির ভিত্তিটি বুঝতে সক্ষম না হই তাহলে বিপদসম্মুখীন হতে পারি।

উপর্যুক্ত সমালোচনার প্রতিক্রিয়ায় সিঙ্গার 'নীতিবিদ্যা'র একটি স্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। নীতিবিদ্যা কী? আমরা যদি এ প্রশ্নের একটি যথোপযুক্ত উত্তর খুঁজে পাই তাহলে বুঝতে পারব সিঙ্গার ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা বলতে কী বুঝিয়েছেন? তিনি উল্লেখ করছেন, নীতিবিদ্যা সম্পর্কে একটি ধারণা উপস্থাপন করলেই দেখা যাবে যে, নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় নীতিবিদ্যা যুক্তির অনুমোদন দিয়ে থাকে। সিঙ্গার এ সম্পর্কিত আলোচনার শুরুতে যে প্রশ্নটি সামনে নিয়ে আসেন তা হলো — কোনসব লক্ষ্য উদ্দেশ্য নৈতিক অবধারণ সৃষ্টিতে সাহায্য করে? আমরা কিসের ভিত্তিতে নৈতিক ইস্যু নিয়ে তর্ক করি? কিংবা কোনধরনের নৈতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে আমরা জীবনযাপন করি? নৈতিক অবধারণ থেকে ব্যবহারিক অবধারণের পার্থক্য কোথায়? এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের মাধ্যমে সিঙ্গার নীতিবিদ্যার একটি অর্থ অনুসন্ধানের প্রয়াস নিয়েছেন।

একজন ব্যক্তি যিনি নৈতিকতার আলোকে জীবনযাপন করেন, আরেকজন যিনি তা করেন না — এই দুইজনের মধ্যে পার্থক্য কী? সিঙ্গার মনে করেছেন, এসব প্রশ্ন পারস্পরিক সম্পর্কে সম্পর্কিত। ধরা যাক, কোনো জনগোষ্ঠীর উপর একটি গবেষণা সমীক্ষা পরিচালনা করা হলো। এ সমীক্ষা থেকে আমরা জানতে পারলাম — তারা কী করে, কী বিশ্বাস করে এবং আরো অনেককিছু। এখান থেকে আমরা কি জানতে পারব তাদের মধ্যে কারা নৈতিক মানদণ্ডের আলোকে জীবনযাপন করছে, আর কারা তা করছে না? এখানে আমরা যে প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি তা থেকে হয়তো আমরা জানতে পারব — মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা ও চুরির করার মতো অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যা ঠিক নয় — অনৈতিক। এজন্য এসবের কোনোটিই আমাদের করা উচিত নয়। আর যাদের এ নীতির প্রতি বিশ্বাস নেই তাদের কাছে মিথ্যা বলা বা প্রতারণা করার মধ্যে কোনো বাধা থাকবে না।

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তে দুটি দিক রয়েছে : প্রথম ধারার জনগোষ্ঠী সঠিক নৈতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে জীবনযাপন করছে, দ্বিতীয় জনগোষ্ঠী তা করছে না। এখান থেকে আমরা দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি : প্রথমটি হলো — সেই জীবনযাপন যা সঠিক ও নৈতিক মানদণ্ডের আলোকে হয়ে থাকে — অবশ্যই আমাদের তা করা উচিত। আর যে ধরনের জীবন-যাপন বেঠিক ও অনৈতিক মানদণ্ডের আলোকে পরিচালিত — প্রকৃতই তা করা উচিত নয়। দ্বিতীয় পার্থক্যটি হলো সেই জীবন যাপন করা যা কতোগুলো নৈতিক মানদণ্ডের আলোকে সম্পন্ন হয়ে থাকে। আবার এমনও জীবন রয়েছে যা কোনো নৈতিক মানদণ্ড ব্যতিরেকেই যাপন করা হয়ে থাকে। এখন ধরা যাক, কোনো জনগোষ্ঠী হয়তো বিশ্বাস করতে পারে — যুক্তির অসংখ্য ধারার মধ্যে যেকোনো কারণে তাদের কেউ হয়তো মনে করতে পারেন — মিথ্যা বলা, চুরি করা, প্রতারণা করা যথোচিত কাজ। প্রচলিত নীতিবিদ্যার অর্থে তারা নিঃসন্দেহে নৈতিক মানদণ্ডের আলোকে জীবন যাপন

যাপন করছে বলা যাবে না। তারপরও তাদের জীবনে একটি নৈতিক মানদণ্ড ক্রিয়াশীল রয়েছে। তবে নৈতিক বিচারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটা পাকাপোক্ত যুক্তির গাঁথুনি থাকতে হয়, কিন্তু অনৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে যুক্তি উপস্থাপনের কোনো প্রয়োজন হয় না। যেমন, কেউ যদি মনে করেন, 'প্রতারণা করা মন্দ কিছু নয়' — এবং সে যদি তার এই অবস্থানের পক্ষে যুক্তি দিতে পারে, আত্মপক্ষ সমর্থনের পক্ষে তথ্য নিয়ে আসতে পারে তাহলে এ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও বলা যাবে সে কোনো না কোনো নৈতিক মানদণ্ড মোতাবেক কাজ করছে। আবার দেখা গেলো নৈতিকতার প্রচলিত বিধি মোতাবেক একজন ব্যক্তি কাজ করছে অথচ সে তার কাজের পক্ষে সুস্পষ্ট কোনো যুক্তি উপস্থাপন করতে পারছে না, তাহলে আমরা হয়তো বলব ঐ ব্যক্তি নৈতিক মানদণ্ড অনুসারে কাজ করছে না। অন্যভাবে বলব — লোকটির কাজকর্ম নৈতিক নয় (অনৈতিক)।

পিটার সিঙ্গারের উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বুঝতে পারছি নৈতিকতা কী? তবে তাঁর এসব দাবির সঙ্গে একমত হবার আগে একটি প্রশ্নের সঠিক জবাব থাকা খুবই জরুরি। কোনো কাজের পক্ষে যুক্তি থাকলেই কি সেটা নৈতিক হবার দাবি রাখবে? যেমন, অনেক ব্যক্তি রয়েছেন যারা যুক্তি-তর্ক দিয়ে মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করতে পারেন। অনেকে আবার অনৈতিক কাজকে নৈতিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবার যোগ্যতা রাখেন। তাহলে যুক্তির কারণে অনৈতিক কাজকেও কি নৈতিক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে? এরকম প্রশ্নের মুখোমুখি পিটার সিঙ্গার নীতিবিদ্যার একটি সমন্বয়ী ধারার পক্ষপাত নিয়েছেন, তা হলো আত্মস্বার্থের সঙ্গে পরস্বার্থের সমন্বয় করে নেওয়া। যেমন, কেউ একজন হাজারটা যুক্তি প্রদর্শন করে দেখালো হত্যা করা ন্যায়সঙ্গত। আসলে এই হত্যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি নিজের সুবিধা আদায় করে নিতে পেরেছেন। তাহলে কি বলব হত্যা করা নৈতিক মানদণ্ডের আলোকে হয়েছে? এরকম পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গারের বক্তব্য হলো — স্বার্থপরতা নয়, স্বার্থপরতার সঙ্গে পরের স্বার্থকে যদি বিবেচনায় রাখা যায় তাহলে কেবল একটি বিধি সর্বজনীন বিধিতে পরিণত করা যেতে পারে। সর্বোপরি তিনি মনে করেছেন, অন্যান্য নৈতিক মতবাদের মধ্যে কেবল সুসংগত উপযোগবাদ নিজের স্বার্থের পাশাপাশি অন্যের স্বার্থ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারে।

পিটার সিঙ্গারের ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় : 'About Ethics' আলোচনা থেকে আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি : প্রথমত, নীতিবিদ্যা তাত্ত্বিক অপেক্ষা ব্যবহারিক। দ্বিতীয়ত, ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার পটভূমি তত্ত্ব হিসেবে তিনি যুক্তি, উপযোগবাদ, ন্যায়পরায়ণতার নীতি ও অধিকারবাদী তত্ত্বকে মৌলিক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। পরিণতিতে পিটার সিঙ্গার তাঁর ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার আলোচনার পটভূমি মতবাদ হিসেবে উপযোগবাদের পাশাপাশি ন্যায়পরায়ণতার নীতি, অধিকার মতবাদ ও জীবনের পবিত্রতার নীতিকে গ্রহণ করেছেন। প্রশ্ন হলো নীতিতত্ত্ব ও

ব্যবহারিকতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে, নাকি তারা বিচ্ছিন্ন? পরবর্তী অনুচ্ছেদে এ প্রশ্নের একটি উত্তর অনুসন্ধানের প্রয়াস নেওয়া হবে।

নীতিতত্ত্ব ও ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা : পারস্পরিকতা ও বিচ্ছিন্নতা

সিঙ্গার তাঁর ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা সম্পর্কিত আলোচনায় ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যা ও সংকটের সমাধান করতে চেয়েছেন নীতিতত্ত্বের প্রয়োগের মাধ্যমে। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সিঙ্গারের সমাপ্তি বক্তব্যটি লক্ষ করা যাক। এ বক্তব্যে তিনি বলছেন, যে পরিসরেই হোক, গ্রন্থটি যে প্রয়াসকে প্রাধান্য দিয়েছে তা হলো কীভাবে সংগতিপূর্ণ উপযোগবাদের সাহায্যে অসংখ্য বিতর্কিত সমস্যাসমূহ সমাধানে প্রয়োগ করা যায়।[৫২] তাহলে আমরা ধরে নেব সিঙ্গার নৈতিক নীতি ও ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ককে স্বীকার করে নিয়েছেন। আসলে নৈতিক নীতির মধ্যেই এর তত্ত্ব ও ব্যবহারিকতার সাযুজ্য রয়েছে।[৫৩] এ দুইয়ের মধ্যে সম্পর্কের ধারাটি নিয়ে নীতিবিদদের মধ্যে আলোচনা আছে।

মার্ক টিমনস এ প্রসঙ্গে একটি সাগ্রহী অবস্থান নিয়েছেন। তিনি বলছেন, কেউ যদি কোনো একটি নৈতিক নীতির সাহায্য নিয়ে ব্যবহারিক নৈতিক অবধারণকে সমর্থন করেন, তাহলে প্রথমেই তাকে জানতে হবে তত্ত্ব নির্মাণে কোনধরনের নীতি সাহায্য করে? যেমন, আদর্শনিষ্ঠ কোনো তত্ত্ব নির্মাণে যেসব নৈতিক নীতি ব্যবহার করা হয় তা প্রয়োগ করে আমরা নৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি। আদর্শনিষ্ঠ তত্ত্বসমূহের মধ্যে অন্তর্নিহিত নীতির উপস্থিতির কারণে এর দুটি পরিপার্শ্ব স্বীকার করে নিতে হয়। একটি হলো এর তাত্ত্বিক লক্ষ্য, অন্যটি ব্যবহারিক দিক। ব্যবহারিক দিক প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, নৈতিকতার ব্যবহারিক দিকটি সঠিক ও যথোচিত। সঠিক ও যথোচিত হবার কারণে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানে নৈতিক যুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারি। অন্যদিকে তাত্ত্বিক দিকের লক্ষ্য হলো — কোনো কিছুর নৈতিক মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে সঠিক-বেঠিক এবং ভালো ও মন্দ বের করা।[৫৪] তাহলে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা আদর্শনিষ্ঠ অবস্থারই একটি দিক, যার অন্যদিকে রয়েছে তত্ত্বের সমাহার। যদি তাই হয় তাহলে আলাদা করে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার প্রয়োজনই-বা কেন?

---

৫২. Singer, 2011 [1980], pp. 14-15.

৫৩. Timmons, M. 2003. *Moral Theory. An Introduction*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.

৫৪. Timmons, 2003, p. 4.

সিঙ্গারের ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার এই আলোচনায় ব্যবসায় নীতিবিদ্যা ও পেশাজীবী নীতিবিদ্যার কোনো ইস্যু গুরুত্ব পায়নি। তবে তাঁর উক্ত গ্রন্থের গোটা আলোচনায় সমতার নীতি [স্বার্থের সমবিবেচনার নীতি] অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। এ বিবেচনায় সিঙ্গারের ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হলো : সমতার নীতিটি নির্ধারিত হবে কিসের ভিত্তিতে? কাদেরকে সমতার নীতিতে বিবেচনা করতে হবে? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় — সিঙ্গারের সমতা নীতির দার্শনিক ভিত্তি হলো উপযোগবাদ। *Practical Ethics* গ্রন্থে উপযোগবাদকে সিঙ্গার উপস্থাপন করেছেন ব্যবহারিক তত্ত্ব হিসেবে। বিশেষ করে জটিল, দ্বন্দ্বমূলক ও উভয়সংকটাপন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতি মূল্যায়ন এবং সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশনামূলক নীতি হিসেবে তিনি উপযোগবাদকে গ্রহণ করেছেন। অথচ উপযোগবাদ সমকালীন নীতিদার্শনিক সমালোচনার একটি অন্যতম লক্ষ্য।

সর্বোপরি, সিঙ্গার তাঁর গ্রন্থে যেসব ইস্যু ও বিষয়াদি আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করেছেন তা একান্তই বিতর্কিত। আমরা যদি কোনো উপযোগবাদী সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখব যে, স্বস্তিমৃত্যু ও দুর্ভিক্ষের জন্য ত্রাণ বিতরণ ইস্যু সেখানে কোনোপ্রকার বিতর্ককে উস্কে দেয় না। তাহলে সিঙ্গার এসব ইস্যুকে কীভাবে বিবেচনা করেছেন তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

ঘটনা ও মূল্য বিচার প্রসঙ্গে সিঙ্গার

নীতিদর্শনে ঘটনা ও মূল্যের সম্পর্ক নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। এ বিতর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো — ঘটনা থেকে মূল্যে উপনীত হওয়া যায় না। তাহলে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যায় যেসব ঘটনার নৈতিক মূল্য বিচার করা হচ্ছে তা কতোটা যুক্তিযুক্ত? এ প্রসঙ্গে আমরা সিঙ্গারের বিবেচনাটি পরীক্ষা করে দেখতে পারি।

সিঙ্গার দাবি করছেন, মূল্য বিচারে আমরা দু'ধরনের ঘটনাকে বুঝতে পারি : যথোচিত কর্ম (right course of action) ও জটিল সংকটাপন্ন (complexity & dillemma) সমস্যাসমূহ। যথোচিত কর্ম দু'ধরনের ঘটনাকে উপস্থাপন করে :

(ক) সহজ ও স্বাভাবিক দৃষ্টান্ত (easy cases) ও

(খ) কঠিন ও জটিল দৃষ্টান্ত (complex cases)।

উপযোগবাদী সমাজে প্রচলিত জটিল ও কঠিন দৃষ্টান্তসমূহকে সিঙ্গার মামুলি দৃষ্টান্তে পরিণত করেছেন। উদাহরণ হিসেবে আমরা দুটি প্রশ্ন পাশাপাশি রেখে বিবেচনা করতে পারি : ক. আমরা নিজেদের জন্য, পরিবারের জন্য কেন পর্যাপ্ত সময় ও অর্থ ব্যয় করছি? খ. কোন জীবন উৎকৃষ্ট? যে জীবন অধিকতর যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে নাকি যে জীবন যাপন করার জন্য অধিক ব্যয় করছি? উপর্যুক্ত প্রশ্নসমূহ সামনে রেখে আমরা যদি আমাদের জীবনের জটিল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের এ প্রশ্নের একটি পর্যালোচনা করা দরকার।

সমতা নীতি ও পিটার সিঙ্গার

সমতার নীতিটি কী হওয়া উচিত? এ প্রশ্নের একটি যথোপযুক্ত উত্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন সিঙ্গার তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে : Equality and Its Implications। সমতার নীতি প্রতিষ্ঠায় তিনি নির্ভর করেছেন উপযোগবাদের উপর। তবে তাঁর উপযোগবাদ চিরায়ত ও জন রলসের চুক্তিবাদী সমতাকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। রলস সমতা বলতে বুঝেছেন : "…moral personality is the basis of human equality, a view that derives from his adherence to an approach to justice that stems from the social contract tradition."[৫৫] সমতার ভিত্তি হিসেবে তিনি 'নৈতিক ব্যক্তিত্ব'কে গুরুত্ব দিয়েছেন। এর সঙ্গে রয়েছে চুক্তিপ্রথার শর্তসমূহ। প্রত্যেক নৈতিক ব্যক্তিত্বের মধ্যেই সমানভাবে 'সমতা'র ধারণা উপস্থিত থাকে। সিঙ্গার বলছেন, রলসের 'নৈতিক ব্যক্তিত্বের' ধারণা 'সকল মানুষ সমান' এই নীতিকে প্রতিষ্ঠা করে না। একইভাবে সকল মানুষের মধ্যে নৈতিক ব্যক্তিত্ব সমানভাবে উপস্থিত থাকে না।

সিঙ্গারের সমতা নীতি ও উপযোগবাদ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় মন্তব্য আরো বেশি সূক্ষ্ম ও প্রত্যক্ষ। কারণ উপযোগিতাকে গ্রহণযোগ্য ও সর্বজনীন করার জন্য আমাদের স্বজ্ঞার দাবিও প্রত্যক্ষ বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত। প্রসঙ্গক্রমে আমরা সিঙ্গারের বক্তব্য উল্লেখ করতে পারি। তিনি বলছেন, অনেক নীতিদার্শনিকরাই সর্বজনীনতাকে তাদের তত্ত্বের পক্ষে অনিবার্য করে তোলেন। সিঙ্গারের কাছে অন্যান্য মতবাদ অপেক্ষা উপযোগবাদী অবস্থানটি হলো একটি ন্যূনাধিক অবস্থা (minimal one)। সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় আত্মস্বার্থকে সর্বজনীনকরণ করেই আমরা এই অবস্থায় উপনীত হই।[৫৬] আবার নীতিবিদ্যায় উপযোগবাদের বাইরেও আরেকটি বিকল্প মতবাদ রয়েছে যা চুক্তি মতবাদ (contractarianism)। এটিও আত্মস্বার্থপরতার ন্যূনাধিক নৈতিকীকরণকে (minimal moralization of self-interest) অনুমোদন দিয়ে থাকে। আবার, সিঙ্গার যে উপযোগবাদকে মৌলিক হিসেবে ধরে নিয়েছেন তাও বিচার-বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

পিটার সিঙ্গারের ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ পটভূমিকা নীতি (background principle) হলো সমতার নীতি। এই সমতা নীতির উপর তিনি দাঁড় করিয়েছেন 'সকল প্রাণী সমান' অভিসন্দর্ভটি। সমতার সাধারণ প্রচলিত নীতির কয়েকটি দিক লক্ষ করা যাক :

(১) মানব সমাজে সাংবিধানিক সমতা হলো — প্রত্যেক রাষ্ট্রে নাগরিকগণ সমানাধিকার ভোগ করবে। এ সমতার ভিত্তি হলো সামাজিক সমতা। এ সমতার মূলকথা হলো

৫৫. Singer, 2011 [1980], p. 18.

৫৬. Singer, 2011 [1980], p. 14.

— সমাজের প্রত্যেক সদস্য সমানভাবে সামাজিক সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবার সমান অধিকার রাখেন,

(২) আইনীয় দিক থেকে এ সমতা হলো — ধর্ম, বর্ণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সকলেই আইনের অধীন। আইন প্রয়োগের সুবিধাও সকলে সমানভাবে ভোগ করার অধিকার রাখেন।

সমতার উপর্যুক্ত দুটি নীতিই দাঁড়িয়ে আছে প্রাকৃতিক সমতার উপর। প্রকৃতির আইন অনুসারে, সকল মানুষই সমান। পিটার সিঙ্গার সমতার প্রথাগত ভিত্তির উপর না দাঁড়িয়ে একে নতুন আঙ্গিক দেবার প্রয়াস চালিয়েছেন। তিনি লক্ষ করেছেন, অসমতার আদিতে রয়েছে জাত্যভিমান, লিঙ্গগত পার্থক্য, অর্থনৈতিক অবস্থা ও দৈহিক সামর্থ্যের ভিন্নতা। সুতরাং, সমতার একটি উপযুক্ত সংজ্ঞা দাঁড় করাতে হলে এ ভিন্নতার একটি বিকল্প দাঁড় করানো উচিত। কারণ সামাজিক সমতা প্রসঙ্গে আমরা প্রায়শই দাবি করি যে, "সকল মানুষই সমান"। সমতানীতির প্রচলিত ধারার একটি বড় সংকট হলো এর প্রয়োগ নিয়ে। প্রচলিত সমতা নীতির একপেশে দিকটিও তিনি লক্ষ করেছেন। যেমন, মানবসমাজের জন্য প্রযোজ্য সমতার নীতিতে বর্জনের নীতি (principle of exclusion) পরিলক্ষিত হয়। যেমন, পশ্চিমা সমাজে একসময় সমতা বলতে শুধু শ্বেতকায়দের স্বার্থসিদ্ধিকে গুরুত্ব দিয়ে কৃষ্ণকায়দের বাদ দেওয়া হতো। আবার দৈহিক সামর্থ্যের অজুহাত দেখিয়ে নারী পুরুষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হতো। জাতিগত ও লিঙ্গ বৈষম্যকে যুক্তিযুক্ত মনে করে সামাজিক উচ্চানুক্রম সৃষ্টি করা হতো। মানবসমাজে বিদ্যমান এই উচ্চানুক্রম দীর্ঘদিনের অনুশীলনের ফলে অসমতা আমাদের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে মিশে গেছে। এই মনস্তত্ত্বকে সিঙ্গার জাতি-লিঙ্গবাদী মানসিকতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মানুষের বৈষম্যমূলক আচরণের আরেকটি বর্ধিত পরিসর হিসেবে তিনি প্রজাতিবাদের (specisism) প্রসঙ্গ আনেন। প্রজাতিবাদও মানুষের সঙ্গে অ-মানব প্রাণীর অসমতার আরেকটি পরিসর।

সমতা প্রসঙ্গে সিঙ্গারের আলোচনা থেকে আমরা তিনটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি :

এক. সমতার প্রচলিত ধারার একটি সমস্যা হলো প্রয়োগের সর্বজনীনতা,

দুই. লৈঙ্গিক বৈষম্য ও জাতিগত বৈষম্যের ইতিহাসও দীর্ঘ। দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্য দিয়ে নারী ও বর্ণ-মানুষ যে বৈষম্যের শিকার হয়েছে তাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। এই ভারসাম্য সৃজন সমতা অগ্রগতির একটি ধাপ হতে পারে, উপর্যুক্ত বিবেচনাকে সামনে রেখে সমতাকে নতুন করে উপস্থাপন করেছেন পিটার সিঙ্গার।

প্রাণবান সত্তার স্বার্থ কীভাবে ভারসাম্যের সঙ্গে সমন্বয় করা যেতে পারে তা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন *Practical Ethics* গ্রন্থে। সমতা বলতে তিনি সকলের সমতার কথা বলেননি। তাঁর কাছে সমতা হলো স্বার্থের সমবিবেচনা। সকলের স্বার্থকে

সমানভাবে বিবেচনা করা এর অর্থ নয়। একেক মানুষের একেক ধরনের স্বার্থ থাকে, সেই মোতাবেক স্বার্থকে বিবেচনা করতে হয়। সকল মানুষই তার দুঃখ পরিহার করার প্রত্যাশা করে। অনেকে তাদের সামর্থ্য অনুসারে সেটা করতেও পারে। কিন্তু, ব্যক্তির যখন প্রান্তিক উপযোগিতা (marginal utility) হুমকির সম্মুখীন হয়, কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখনই তার স্বার্থ রক্ষার জন্য ভিন্নধরনের প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। সিঙ্গারের এ ধারণাটি একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝাতে পারি। ধরা যাক, একজন তার প্রয়োজন অনুসারে খাদ্য ও প্রোটিন পাচ্ছে, দ্বিতীয়জন দিনে একবার খেতে পারছে, আর তৃতীয়জনকে প্রায়শ উপোস করে থাকতে হয়। উক্ত তিনজন ব্যক্তির স্বার্থের ধরন ও প্রকৃতি একইরকম নয়। একেবারে তৃতীয়জনের স্বার্থকে যেভাবে আমাদের বিবেচনা করার প্রয়োজন রয়েছে, ঠিক প্রথম ব্যক্তির স্বার্থকে সেভাবে বিবেচনার প্রয়োজন নেই। তবে মানুষের সাধারণ স্বার্থরক্ষার নীতিটি হলো দুঃখ হতে মুক্ত রাখার নীতি।

সিঙ্গার যেভাবে তাঁর নিয়মটিকে ব্যাখ্যা করছেন তা দেখা যাক — যখনই আমরা কোনো নৈতিক বিচার করি তখন নিশ্চিত খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গিকে অতিক্রম করেই তা করে থাকি। একইসঙ্গে যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদের স্বার্থকে বিবেচনায় রাখা হয়। এর অর্থ হলো আমরা শুধু স্বার্থকেই বিবেচনা করছি। এখন সেটা কি আমার স্বার্থ, নাকি কোনো অস্ট্রেলিয়ানের স্বার্থ অথবা কোনো ইউরোপিয়ান বংশোদ্ভূত নাগরিকের স্বার্থ তা বিবেচনা করি না। স্বার্থ প্রসঙ্গে আমাদের এই যে অবস্থান তাই মূলত সমতা নীতির ভিত্তি প্রদান করে। সমতার এই নীতিকে সিঙ্গার 'স্বার্থের সমবিবেচনা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। স্বার্থের সমবিবেচনা নীতির দুটি দিক আপাতত আমরা উল্লেখ করতে পারি :

এক. স্বার্থ হলো নিরপেক্ষ। অনেকটা কষ্ট বা যন্ত্রণার যেমন বর্ণগত প্রভেদ নেই। আঘাত করলে ধনী বা শ্বেতাঙ্গ যেমন কষ্ট পাবে, যন্ত্রণা পাবে, একই যন্ত্রণা কৃষ্ণকায় কিংবা ক্ষুধার্ত মানুষও পেতে পারে। বর্ণ, শিক্ষা ও লিঙ্গগত পার্থক্য যন্ত্রণা পাবার মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করে না। কেউ যদি ক্ষুধার্ত হয় তাহলে তার ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সে কতোটা দূরের না কাছের তার উপর নির্ভর করবে না। ধর্মীয় বিবেচনায় হিন্দু না মুসলমান, অথবা ধনী না গরিব তা বিবেচ্য বিষয় নয়। বিবেচনার মুখ্য বিষয় হলো — ক্ষুধা থেকে তার যে কষ্ট জন্ম হচ্ছে তা দূর করা।

দুই. স্বার্থের সমবিবেচনা নীতিটি আরো বলছে যে, আমরা সবাই শুধু নিজেদের স্বার্থের উপরই গুরুত্ব দিই না। বরং আমাদের কাজের দ্বারা যদি অন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তার স্বার্থের প্রতিও গুরুত্ব দিই। এখান থেকে পিটার সিঙ্গার সিদ্ধান্তে আসেন — একটি স্বার্থ তা স্বার্থই, তা হতে পারে যেকোনো ব্যক্তির স্বার্থ। সিঙ্গার বিষয়টিকে যেভাবে বোঝাতে চেয়েছেন তা উল্লেখ করা যেতে পারে। ধরা যাক, সম্ভাব্য কোনো কাজ দ্বারা 'ক' ও 'খ' উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এখন যদি এমন হয় উক্ত কাজের ফলে

'খ' অপেক্ষা 'ক' ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা বেশি রয়েছে। এরকম ক্ষেত্রে আমাদের কাজটি করা উচিত নয়।

সিঙ্গার তার স্বার্থের সমবিবেচনা নীতিকে একটি গ্রহণযোগ্য রূপ দেবার জন্য মানুষের সামর্থ্য ও আরো কিছু আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্য থাকা, না-থাকাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তির দৈহিক বা অন্য কোনো সামর্থ্য যুক্ত নয়। এজন্য সিঙ্গার দাবি করেন, ব্যক্তির সামর্থ্য অথবা অন্য কোনোধরনের বৈশিষ্ট্যকে স্বার্থ বিবেচনার শর্ত হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। একজন ব্যক্তির কী ধরনের স্বার্থ রয়েছে তা জানলে আমরা বুঝতে পারি না 'স্বার্থের সমবিবেচনার নীতি' আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাবে। আবার, ব্যক্তির সামর্থ্য ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে তার স্বার্থের মধ্যেও তারতম্য হতে পারে।[৫৭] একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। সহজাতভাবে গণিতের জ্ঞানে পারদর্শী কোনো শিশুকে তার শৈশবেই উচ্চতর গণিত বিষয়ে শেখানোর উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। অন্যকোনো শিশুর ক্ষেত্রে এরকম চেষ্টা নিষ্ফল হতে পারে, অথবা ক্ষতিকর হতে পারে। তাই বলে যে শিশুর গণিতের জ্ঞান নেই তার স্বার্থ থাকবে না এমনটি আমরা দাবি করি না।

স্বার্থ বিবেচনার জন্য একেবারে প্রাথমিক উপাদানসমূহ সকল মানুষের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। এখানে বর্ণ, লিঙ্গ অথবা বুদ্ধিমত্তার স্কোর গুরুত্বপূর্ণ নয়। হতে পারে বিশেষ কোনো শিশু বা ব্যক্তি অতিরিক্ত মেধা ও দক্ষতার অধিকারী। কিন্তু, স্বার্থ বিবেচনার ক্ষেত্রে এসব শর্ত গুরুত্বপূর্ণ নয়। আবার বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষায় কেউ হয়তো অনুত্তীর্ণ হতে পারেন, কিন্তু তাই বলে তার স্বার্থ একজন সাধারণ স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষ অপেক্ষা কম তা বলা যাবে না। মানব জীবনে আরো অসংখ্য স্বার্থ রয়েছে যা মেটানোর জন্য বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষে কিছুই করার নেই। যেমন, কারো কষ্ট বা যন্ত্রণা না পাবার স্বার্থ, খাদ্য ও বস্ত্র পাবার মতো মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর স্বার্থ, কারো সন্তানের প্রতি যত্ন-আত্মি ও ভালোবাসার স্বার্থ, অন্যদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ও ভালোবাসার সম্পর্কে আবদ্ধ হবার স্বার্থ, অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ ছাড়া স্বাধীনভাবে কারো চিন্তা ও পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করবার স্বার্থ ইত্যাদি। একজন ক্রীতদাসের এসব স্বার্থ মেটানোর ক্ষেত্রে ক্রীতদাস প্রথা প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে।

উপর্যুক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে সিঙ্গার দাবি করেন যে, ক্রীতদাসভিত্তিক সমাজ, কিংবা বর্ণবাদী ও লিঙ্গবাদী সমাজকে বাতিল করার জন্য স্বার্থের সমবিবেচনা নীতি যথেষ্ট শক্তিশালী। দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে কেউ যদি প্রতিবন্ধী হয় তাহলে তার পক্ষে অনেককিছুই করা সম্ভব নয়।

সিঙ্গারের সমতা নীতির সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার ধারণার স্ববিরোধ রয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা আলোচনা থেকে জেনেছি, সমতা হলো স্বার্থের সমবিবেচনা। তাঁর সমতা নীতির

---

৫৭. Singer, 1980 : p.21.

একটি ইতিবাচক দিক হলো তিনি ব্যক্তিসত্তাকে শুধু মানবসত্তার চৌহদ্দির মধ্যে বেঁধে রাখেননি। বিশেষ শর্তপূরণ সাপেক্ষে অন্য প্রজাতির সদস্যরা ব্যক্তিসত্তার দাবিদার হতে পারে। সিঙ্গারের এ দাবি কি যৌক্তিতার নিরিখে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এ দাবির যৌক্তিকতা বিচারের পূর্বে আমরা সিঙ্গারের কয়েকটি ধারণার বিচার করতে পারি :

(ক) এক দিন বয়সী একটি শিশু আর একটি শামুকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই,

(খ) যে ব্যক্তির মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কমায় রয়েছেন তার সঙ্গে একটি বাঁধাকপির কোনো পার্থক্য নেই,

(গ) আবার বলছেন, মানব ভ্রূণ (human embryo) কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়।

তাঁর বক্তব্যের উপর্যুক্ত ধরন আরো দুটি স্ববিরোধকে সামনে নিয়ে আসছে :

এক. যে শিশুর বয়স এক দিনের তাকে কেন একটি শামুকের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। কারণ হিসেবে তিনি ভাবনায় রেখেছেন এক দিনের শিশুর আত্মসচেতনতা নেই, অভিপ্রায় নেই, যুক্তি-বুদ্ধি খাটিয়ে কর্ম করবার সামর্থ্য নেই। এমনকি তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই। একটি শামুকের সংবেদনশীলতা রয়েছে, শিশুরও রয়েছে। তবে শামুকের অন্য যেসব গুণাবলি না থাকার কারণে ব্যক্তিসত্তা নয়, ঠিক একই কারণে একদিন বয়সী শিশুর ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য নেই। কিন্তু, মানবিক সমাজে শিশুকে কি আমরা সেভাবে বিবেচনা করি যেভাবে একটি শামুককে বিবেচনা করি? শামুককে অনেকেই খাদ্য তালিকায় রাখেন, কিন্তু একজন শিশুকে কি আমরা খাদ্য তালিকায় রাখি? শিশুর জীবন বিকাশ ও বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে মানব সমাজে পিতা-মাতা, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র যে গুরুত্ব প্রদান করে একটি শামুকের ক্ষেত্রে আমরা কি তা করি? এসব বিবেচনা সামনে রাখলে নিঃসন্দেহে পিটার সিঙ্গারের এই তুলনা অহেতুক ও অতিরিক্ত দাবি হিসেবে বিবেচিত হবে।

দুই. কতোগুলো মনস্তাত্ত্বিক মানদণ্ডের (psychological criterion) উপর ভিত্তি করে পিটার সিঙ্গার স্বার্থের সমবিবেচনাকে দাঁড় করিয়েছেন। এই মানদণ্ডের অন্যতম একটি হলো সংবেদনশীলতা : আমাদের হাসি, কান্না, সুখ, দুঃখ অনুভব করবার সামর্থ্য মূলত এর মধ্যে পড়ে। আবার সংকীর্ণ দিক থেকে তিনি জন লকের ব্যক্তিসত্তার ধারণাকেও গ্রহণ করেছেন। ব্যক্তিসত্তা হলো একজন ব্যক্তির অন্তর্নিহিত প্রত্যক্ষণ (internal perception)। সময় ও বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক মানবসত্তাই এই প্রত্যক্ষণ অর্জন করতে পারে। অথচ সিঙ্গার যেভাবে বিভিন্ন প্রজাতির সদস্য ও পরিবেশ-প্রকৃতির উপাদানকে বিশেষ মানদণ্ডের আলোকে নৈতিক বিবেচনার বাইরে রাখার মনোবৃত্তি পোষণ করছেন তা আমাদের প্রচলিত নৈতিক সংবেদনশীলতাকে প্রত্যাখ্যান করার শামিল। তাহলে একদিকে প্রথাগত নৈতিক সংবেদনশীলতা (ordinary moral sensibility), অন্যদিকে নীতির যুক্তি (logic of the principle) — এ দুইয়ের মধ্যে পিটার

সিঙ্গার একটি পার্থক্য দাঁড় করাতে চেয়েছেন। আমাদের প্রচলিত জীবন, সামাজিক ভাবনা ও অন্যজীবসত্তার প্রতি বিবেচনা করবার যে চোখ, পিটার সিঙ্গার তা পাল্টে দিয়ে ভিন্ন আঙ্গিকের নৈতিক নীতি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। কিন্তু, গণমনস্তত্ত্ব বিবেচনা না করে নতুন কোনো তত্ত্ব বা নীতি কতোটা কার্যকর? উপর্যুক্ত পার্থক্য, এ সংশ্লিষ্ট উত্থাপিত প্রশ্ন পিটার সিঙ্গারের ভাবনাকে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে।

সিঙ্গারের উপযোগবাদী বিচার-বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে আসা যাক। এখানে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সর্বজনীন নীতি ও আত্ম-স্বার্থপরতার মধ্যে সাদৃশ্যানুমান খুঁজেছেন। আমরা যদি এ সাদৃশ্যানুমান বিবেচনায় রেখে সিঙ্গারের দর্শনের মূল্যায়ন করি তাহলে তা সিঙ্গারের কেন্দ্রীয় স্বজ্ঞাবাদী আবেদনকে বাতিল করে দেয়।[৫৮] সিঙ্গারের তত্ত্বের এ সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করার পূর্বে তাঁর মতবাদের এদিকটির উপস্থাপন করা যেতে পারে। সিঙ্গার স্বার্থের সমবিবেচনা প্রসঙ্গে বলছেন, স্বার্থের সমবিবেচনার নীতির মূল নির্যাস হলো — আমাদের স্বার্থকে যেভাবে মূল্য দিই, ঠিক একইভাবে যেসব ব্যক্তিবর্গ আমাদের কাজের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের স্বার্থকেও সমানভাবে মর্যাদা দিতে হবে। এর অর্থ হলো — যদি আমাদের সম্ভাব্য কোনো কাজ দ্বারা ব্যক্তি X ও Y–এর ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকে [এখানে যদি X–এর ক্ষতিগ্রস্ত হবার বেশি সম্ভাবনা থাকে, আর Y অধিকতর লাভবান হবার সম্ভাবনা থাকে], তাহলে সেক্ষেত্রে কাজটি না করাই উত্তম। আবার, আমরা যদি স্বার্থের সমবিবেচনার নীতিকে গ্রহণ করি, এমন হতে পারে যে, X অপেক্ষা Y-এর প্রতি বেশি মনোযোগ দেয়া হচ্ছে।[৫৯] তাহলে সিঙ্গারের অগ্রাধিকার উপযোগ নীতির চূড়ান্ত পরিণাম কী দাঁড়াবে? সিঙ্গার বলবেন, স্বার্থ মানেই স্বার্থ, এখন এটি যে কারোর স্বার্থ হতে পারে। স্বার্থের সমবিবেচনার প্রশ্নে সিঙ্গার যে অবস্থান নিয়েছেন তারই একটি সারমর্ম এই বক্তব্যে উপস্থাপিত হয়েছে। আসলে এখানে তিনি স্বার্থ সম্পর্কে একটি সাধারণ মন্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এ মন্তব্যের পক্ষে তিনি যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন আমরা তার বিরুদ্ধ-দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে দেখাতে পারি পিটার সিঙ্গার ভুলভাবে সমতার নীতিকে উপস্থাপন করেছেন।

সিঙ্গার স্বার্থের সমবিবেচনা নীতিতে দুটি ধারণাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন : এক. আত্মস্বার্থপর সিদ্ধান্ত ও (খ) চুক্তির মধ্যে থেকে অন্য কারো স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত না করা। তাঁর এ দুটি মৌলিক ধারণাকে আমরা বন্দির উভয়সংকট (prisoner’s dilemma, Poundstone, 1993) দৃষ্টান্ত দিয়ে খণ্ডন করতে পারি। এ আলোচনার শুরুতে আমরা বুঝে

৫৮. এ সমালোচনার জন্য আমরা অনুসরণ করেছি :

Danielson Peter A. and MacDonald, Chris J. 1996. “Hard Cases in Hard Places: Singer's Agenda for Applied Ethics”, *Dialogue,* 35, pp 599-610.

৫৯. Singer, 1980 : 21.

নিতে পারি বন্দি'র উভয়সংকটটি কী? বন্দির উভয়সংকটের দৃষ্টান্তটি মূলত গেইম থিওরির আলোচনায় বহুল ব্যবহৃত একটি দৃষ্টান্ত। দুজন অপরাধীর দু'ধরনের সংশয় নিয়ে শাস্তির সম্ভাব্য ফলাফল গেইম থিওরির সাহায্যে উপস্থাপন করতে পারি। ধরা যাক, ক ও খ দুজন অপরাধী পুলিশ দ্বারা ধৃত হয়েছে। দু'জনকে আলাদা আলাদা পুলিশি জেরায় দু'ধরনের আলাদা ফলাফল আসতে পারে। পুলিশি জেরার মুখে দু'জন যদি স্বীকার করে তারা অপরাধ করেছে তাহলে তাকে এক বছর মেয়াদে জেল হতে পারে, আর যদি তা স্বীকার না করে তাহলে উভয়ের আট বছরের জেল হতে পারে। যদি দুজনই সংঘটিত অপরাধ প্রসঙ্গে স্বীকারোক্তিতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের দুজনের দুই বছরের কয়েদবাস হবে। এ মুহূর্তে আমরা দুজন কয়েদির মধ্যে দ্বিতীয় কয়েদি প্রসঙ্গে উল্লেখ করি। উক্ত কয়েদি মনে করেন যে, স্বীকারোক্তি হলো একটি প্রভাবশালী কৌশল (dominant strategy)। এখন যদি সে অপরাধের বিষয়ে স্বীকারোক্তি না দেয় তাহলে তার ৬ বছরের কয়েদবাসের শাস্তি হবে। আর যদি সে স্বীকারোক্তি দেয় তাহলে তার ৩ বছরের শাস্তি হবে। এতে করে দু'জনেরই আলাদা আলাদা করে ২ বছরের স্থলে ৩ বছরের শাস্তি হবে। এই যে নির্মম পরিহাস তা থেকে দু'জনের কারোরই মুক্তি সম্ভব নয়। কারণ তারা নিজেরা কেউ কাউকে সহযোগিতা করেনি। দুজনে পরামর্শ করে যা করবে তাই হবে একটি প্রভাবশালী কৌশল, অন্যথায় দুজনকেই আলাদা আলাদা শাস্তি ভোগ করতে হবে।

কয়েদি খ / কয়েদি ক	কয়েদি 'খ' নীরব, সহযোগী মনোভাবের (কোঅপারেটস)	কয়েদি 'খ' , বিশ্বাসঘাতকতা মনোভাবের (ডিফেক্টস)
কয়েদি 'ক' নীরব, সহযোগী মনোভাবের (কোঅপারেটস)	প্রত্যেকের এক বছরের কারাবাস	কয়েদি 'ক' : ৩ বছরের জেলবাস কয়েদি 'খ' : ছাড়া পাবে
কয়েদি 'ক' , বিশ্বাসঘাতকতা মনোভাবের (ডিফেক্টস)	কয়েদি 'ক' : ছাড়া পাবে কয়েদি 'খ' : ৩ বছরের জেলবাস	প্রত্যেকের দুই বছরের কারাবাস

চিত্র ১ : কয়েদিসংক্রান্ত উভয়সংকট

এখানে সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত নীতিটি হলো দু'জন ধৃত অপরাধীকে একমত হতে হবে যে, তারা সকল বিষয়ে সমানভাবে নিশ্চুপ থাকবে। তাহলে হয়তো সংঘটিত অপরাধের দায়ে উভয়ের সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। আবার পুলিশ দু'জনকে আলাদা আলাদা করে প্রলোভন দিয়েছে সে যদি সত্য গোপন না করে তাহলে তার কারাদণ্ড রেয়াত দেওয়া হবে। উক্ত অবস্থায় যেসব বিকল্প রয়েছে তা লক্ষ করা যাক :

এক. প্রথমজন যদি পুলিশের কাছে ঘটনা ও দ্বিতীয়জন সম্পর্কে সত্য তথ্য দেয় তাহলে তাকে কোনোপ্রকার সাজা না দিয়েই ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু দ্বিতীয়জনের ৩ বছরের কারাদণ্ড হবে।

দুই. যদি প্রথমজন চুপ করে থাকে, ঘটনা সম্পর্কে কিছুই না জানায় উল্টো দ্বিতীয় ব্যক্তি তার সম্পর্কে তথ্যাদি পুলিশের কাছে পাচার করে তাহলে প্রথম ব্যক্তির তিন বছরের জেল হবে, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কারাদণ্ড ব্যতিরেকেই ছাড়া পেয়ে যাবে।

তিন. যদি উভয়েই আলাদা আলাদা করে পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপন করে তাহলে উভয়ের দুই বছরের কারাদণ্ড হবে।

চার. আর যদি পরস্পর কেউই কারো প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করে তাহলে উভয়ের এক বছরের কারাদণ্ড হবে।

উপর্যুক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় — দুইজনই আলাদা, ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে আটক রয়েছে। পুলিশ যে শর্তাদি তাদের সাথে শেয়ার করছে তাও গোপনে, পরস্পরের অজান্তে। এসব কারণে উভয়ের কারো পক্ষেই জানা সম্ভব নয় কে কী সিদ্ধান্ত নেবে। সুতরাং, এ ঘটনা খেলায় অন্তত চারটি বিকল্প আছে :

১. তারা দুজনই কী করবেন?
২. প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন, নাকি দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন?
৩. উভয়েই চুপ করে থাকতে পারেন।

দু'জনের সামনেই এসব বিকল্প রয়েছে। প্রত্যেকটি বিকল্প নিয়েই সংশয় রয়েছে। প্রশ্ন হলো উক্ত দু'জন অপরাধী কোন বিকল্পটি গ্রহণ করলে লাভবান হবেন? অন্য একটি দৃষ্টান্তের সাহায্য নিয়ে দু'জন কয়েদির পরিস্থিতিকে আমরা এভাবে দেখাতে পারি : দুজন ব্যক্তির একজন আত্মস্বার্থপর হওয়া সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত গ্রহণে খুবই খারাপ ফলাফল করতে পারেন, আবার অন্যজন স্বার্থসংশ্লিষ্টতার বিষয়ে অতোটা প্রেষিত নাও হতে পারেন, অথচ সে সফল হতে পারে। এ সূত্রকে সামনে রেখে X-এর প্রেষণাকে বিবেচনা করতে পারি। এখন X-এর জন্য যেকোনো পছন্দ নির্বাচনের সুযোগ দিতে পারি, এ লক্ষ্যে তার গতিপথ ধরে নিই $T_১$। এমতাবস্থায় এজেন্ট Y স্পষ্টত জানতে পারছে : X কী করতে যাচ্ছে, কিংবা তার পছন্দের ধরন কী? দুটি অবস্থান থেকে এর মূল্যায়ন করতে পারি :

ক. Y-এর পছন্দ যার সহযোগী হিসেবে C। এখানে X ও Y-এর মধ্যে বণ্টনকৃত মূল্য একক হলো : ২।

খ. আবার, ধরা যাক, Y অসহযোগিতাপূর্ণ অবস্থা D, সেখানেও X ও Y এর মধ্যে বণ্টনকৃত মূল্য একক হলো : ২। এখানে X-এর পছন্দ হলো $T_২$। এখন যদি এমন হয় X বেছে নেয় D গতিপথ, তাহলে তার জন্য বণ্টিত মূল্য হবে এক একক। আবার যদি X বেছে নেয় C গতিপথ তাহলে মূল্য বণ্টনের হার হবে : X = 0, Y =3।

সচিত্র দেখানো যেতে পারে :

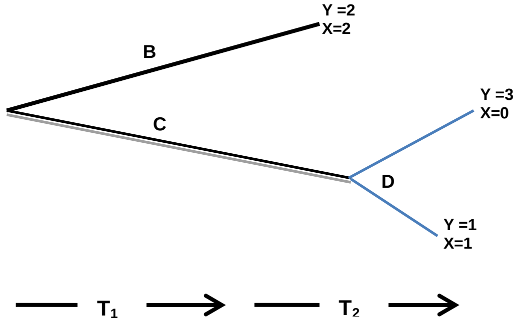

কয়েদির উভয়সংকট দৃষ্টান্ত উপযোগবাদের জন্য একটি মহাসমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ধরা যাক, উপর্যুক্ত ঘটনায় আমরা X ও Y প্রসঙ্গে যে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি তাতে (১) X হলো উপযোগবাদী ও (২) Y হলো আত্মস্বার্থবাদী। এখন আমরা যদি যুক্তিসঙ্গত বা বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনার সাহায্যে কোনোকিছুকে নির্বাচন করি তাহলে Xকে জানতে হবে কীভাবে সে কাজ করবে। এর উপর ভিত্তি করে আমরা বুঝতে পারব এদের প্রতিদান কী হতে পারে। এমন হতে পারে যে, উপযোগবাদী X হয়তো C উপায় বেছে নেবেন, অন্যদিকে Y হয়তো D উপায় বেছে নেবেন। এখানে স্বাভাবিক কারণে X-এর অর্জিত ১ অপেক্ষা Y-এর অর্জিত ২ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, Y-এর জন্য C (২) অর্জন না করে D (৩) অর্জন করাই উৎকৃষ্ট হবে। এখন কেউ যদি আত্মস্বার্থবাদী হয় তাহলে সে D (৩)-এর উপর বেশি গুরুত্ব দেবে। সিঙ্গারের স্বার্থের সমবিবেচনার নীতি যদি উক্ত দৃষ্টান্তের X-এর পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করি তাহলে কী ফলাফল আসবে? এখানে X জটিল পছন্দের দিকে যাবে, এ কারণে যে Y তার প্রতি সহযোগিতা প্রত্যাখ্যান করেছে বিধায়। অথচ Y কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কারণে D-কে পছন্দ করেছে। কারণ এখানে X হলো উপযোগবাদী। এ বিশেষ পরিস্থিতিতে Y-এর স্বার্থ কোনোভাবেই X-এর সমান বিচার বিবেচনা করা হবে না। আর এটাই যদি সত্যি হয় তাহলে স্বার্থের সমবিবেচনার নীতির পেছনে স্বজ্ঞার অস্তিত্ব কোনোভাবেই একমাত্র হতে পারে না।

ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা ও অগ্রাধিকার উপযোগবাদ

Practical Ethics গ্রন্থে তিনি অগ্রাধিকার উপযোগবাদী (preference utilitarianism) নীতির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দেবার চেষ্টা করেছেন। অগ্রাধিকারের সঙ্গে বেশ কয়েকটি বিষয় সম্পৃক্ত : সন্তুষ্টি বিধান, স্বার্থ বাস্তবায়নের সক্ষমতা, মানবজীবনের অধিকতর চাহিদা পূরণের সক্ষমতা ইত্যাদি। তাহলে আমাদের সামনে থাকা অসংখ্য বিকল্প ও কাজের মধ্যে যেসব বিকল্প ও কাজ এসব শর্ত বহন করে আমরা তাকেই পছন্দ হিসেবে নির্বাচন করি। অথবা যেসব কাজে মানবজীবনের চাহিদা পূরণে

অধিকতর সক্ষমতা থাকে সেটাই কাম্য ভালো, যাদের মাঝে এই সক্ষমতা নেই তা কাম্য হতে পারে না। এই ধারণার একটি চূড়ান্ত পরিণতি লক্ষ করা যায় পিটার সিঙ্গারের অগ্রাধিকার উপযোগবাদী ধারণায়। সিঙ্গার উল্লেখ করেছেন, যেকোনো ক্রিয়া/কর্ম যদি অধিকতর অগ্রাধিকার সৃষ্টি করে, এবং অগ্রাধিকারের শক্তিও সাবলীল হয় তাহলে সেই কাজটিকেই আমাদের নির্বাচন করা উচিত।[৬০] সিঙ্গারের এ কথার অর্থ হলো : কোনো কর্ম বা ক্রিয়া সঠিক হবে যদি তা আমাদের পরবর্তী কোনো স্বার্থ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সিঙ্গারের এই তত্ত্ব থেকে আরো কতোগুলো দাবি উপস্থাপন করতে পারি :

১. প্রজাতি নিরপেক্ষভাবে সকল সত্তার স্বার্থ সমানভাবে বিবেচনা করা উচিত,
২. কোনো স্বার্থই অন্যসত্তার স্বার্থ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হবে না। আবার এ নীতি প্রণয়নে তিনি তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন : (ক) নিরপেক্ষতা, (খ) পক্ষপাতহীনতা ও (গ) সর্বজনীনতা।

দর্শন ও নীতিতত্ত্বের প্রয়োগের সময় অবশ্যই আমাদের এই তিন শর্তের বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। জটিল পরিস্থিতিতে আমরা যখন সিদ্ধান্ত নেব তখন অবশ্যই আমাদের ভূমিকা হবে সচেতন ও পক্ষপাতহীন পর্যবেক্ষকের (impartial spectator) মতোই। এ ধারণাটি এডাম স্মিথ ব্যবহার করেছেন তাঁর *Theory of Moral Sentiment* গ্রন্থে।[৬১] স্মিথের এ ধারণার প্রতি পিটার সিঙ্গারের আস্থা রয়েছে। এ আস্থা থেকেই তিনি মনে করেছেন, পক্ষপাতহীন অবস্থান থেকেই অগ্রাধিকার উপযোগবাদে উপনীত হওয়া যায়। এ আস্থার প্রভাবে তিনিও বলেন, একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক প্রতিজনকে একক ও একজন হিসেবেই বিবেচনা করবেন, একের অধিক নয়। আর ঐ একজন অন্যের স্বার্থ ও সুবিধাকে নিজের স্বার্থ ও সুবিধা হিসেবে বিবেচনা করবেন। একজন যখন এই নীতিকে একটি সর্বজনীন নীতি হিসেবে বিবেচনা করতে পারবেন তখনই তিনি অগ্রাধিকার উপযোগবাদে উপনীত হতে পারবেন। সিঙ্গার অগ্রাধিকার উপযোগবাদ দ্বারা বোঝাচ্ছেন যে, একটি কর্মকে তখনই যথোচিত বলা যাবে যদি এবং একমাত্র যদি সকলের সন্তুষ্টি তাতে সমানভাবে গুরুত্ব পায়। সিঙ্গার উপযোগবাদের এই ধারা ও স্বরূপকে সামনে রেখে তাঁর ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার ভিত্তি নির্মাণ করেছেন।

প্রশ্ন হলো — ব্যবহারিক নীতিবিদ্যায় ব্যবহৃত এই 'অগ্রাধিকার উপযোগবাদ' কি যুক্তিযুক্তভাবে সকল পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম? আমরা প্রথমে জেনে নিতে পারি অগ্রাধিকার উপযোগবাদ (preference utilitarianism) বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন? কয়েকটি দিক থেকে আমরা এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে পারি :

---

৬০. Singer, 1980 :101.

৬১. Smith A (1759 [1976]). *The Theory of Moral Sentiments*, Macfie AA and Raphael DD (eds) Oxford: Oxford University Press.

এক. আমরা জানি সিঙ্গার একজন ফলাফলবাদী নীতিদার্শনিক (moral philosphy)। ফলাফলবাদীরা মনে করেন, কোনো কাজের নৈতিক মূল্য নির্ভর করে এর ফলাফল ও প্রভাবের উপর। আমাদের সামনে এমন কোনো নৈতিক মূল্য নেই যার ভিত্তি জাগতিকতাকে ছেড়ে অতিজাগতিকতার মধ্যে অবস্থান করতে পারে। এমন কোনো কাজ বা ক্রিয়া নেই যার অন্তর্নিহিত নৈতিক মূল্য (intrinsic values) রয়েছে। সিঙ্গার যেভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করছেন তা উল্লেখ করা যাক : যদি কোনো কাজ কারো অগ্রাধিকারের সঙ্গে অসঙ্গত বা প্রকারান্তর হয় এবং তা যদি পাল্টা আরেকটি অসঙ্গত বা বিপরীতধর্মী অগ্রাধিকারের সাহায্যে বাতিল হয়ে যায় তাহলে তা ন্যায্য বা ভালো। আর বাতিল না হলে সেটি অন্যায্য ও মন্দ।[৬২] নীতিবিদ্যা বিষয়ক আলোচনায় পিটার সিঙ্গারের পদ্ধতিগত অবস্থাকে আমরা মোট চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে পারি :

প্রথম দৃষ্টিকোণ

বস্তুনিষ্ঠ কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমরা যে স্বজ্ঞা বা সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করি তার বিপক্ষে যেকোনো নৈতিক তত্ত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে সিঙ্গার অনুমোদন করেননি। কারণ নৈতিক তত্ত্ব যেভাবে আলোচনা ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে গৃহীত হয়, স্বজ্ঞা বা কাণ্ডজ্ঞান সেভাবে হয় না। এজন্য নৈতিক তত্ত্ব ও নৈতিক স্বজ্ঞাকে তিনি আলাদা করে দেখেছেন। এর মধ্যে নৈতিকতার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সাধারণ স্বজ্ঞা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সিঙ্গার স্বজ্ঞা বলতে নৈতিক স্বজ্ঞাকে বুঝেছেন। এই স্বজ্ঞা এমন যে, যে কোনো সাধারণ মানুষের নৈতিকতা সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা এর মধ্যে বিদ্যমান থাকে। যেমন, হত্যা করা অন্যায়, কিংবা সুস্থ ব্যক্তিকে জোর করে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সরিয়ে প্রতিস্থাপন করা উচিত নয়। এটুকু বোঝার জন্য ব্যক্তির আলাদা কোনো নৈতিক তত্ত্বের ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই, সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানই যথেষ্ট। এই কাণ্ডজ্ঞানই সিঙ্গারের কাছে স্বজ্ঞা। স্বজ্ঞা সম্পর্কে সিঙ্গারের বক্তব্য হলো — সকল সময়ই আমার কাছে মনে হয়েছে স্বজ্ঞা হলো প্রমাণিত ভ্রান্তি (evidently erroneous)। তবুও আমাদের সাধারণ জীবনে প্রচলিত স্বজ্ঞার বিপরীতে আদর্শনিষ্ঠ তত্ত্বের যাচাই-বাছাই করে নেওয়া উচিত। স্বজ্ঞাকে প্রত্যাখ্যান করার উপর ভিত্তি করে সিঙ্গার তার দ্বিতীয় নৈতিক পদ্ধতিটি দাঁড় করিয়েছেন।

পিটার সিঙ্গারের ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা সম্পর্কিত গোটা পরিকল্পনা ও প্রকল্পের অসংগতি, দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতা নিয়ে সুসান এফ ক্রান্টজ[৬৩]বেশকিছু

---

৬২. Singer, 2011 : 94.

৬৩. Krantz, Susan Lufkin, 2002. *Refuting Peter Singer's Ethical Theory: the Importance of Human Dignity*, USA: Greenwood Publishing Group.

অভিমত দিয়েছেন। পিটার সিঙ্গারের ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার মূলসৌধ স্বার্থের সমবিবেচনার নীতি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সুসান যথার্থই বলেছেন, স্বার্থের সমবিবেচনা নীতির বৌদ্ধিক ও বিষয়গত দিকের প্রতি প্রাধান্য দেবার পেছনে সিঙ্গারের বিশেষ দার্শনিক মানসিকতা কাজ করেছে। বিশেষ করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে যে আবেগীয় ও নৈতিক উদ্বিগ্নতা কাজ করে তিনি মূলত তা দূর করতে চেয়েছেন। যেমন, সহযোগিতার প্রসঙ্গে কথা বলতে পারি। আমরা কাদেরকে সহযোগিতা করব? যারা আমাদের আপনজন কেবল তাদেরকেই কি আমরা সাহায্য করবো? তাহলে দূরের মানুষ, আফ্রিকার খরা ও সংঘাতকবলিত জনগোষ্ঠী যাদের খাবার প্রয়োজন তাদের জন্য সিঙ্গারের এ তত্ত্ব কীভাবে ভূমিকা রাখবে?

আমরা যদি মানবজাতির জীবনকে পবিত্র হিসেবে বিবেচনা করি তাহলে সেটা যে পর্যায়ের হোক তা আমাদের কাছে বিবেচ্য হবার কথা নয়। জীবনের মূল্য সম্পর্কিত নীতিবিদ্যার একজন প্রবক্তা হিসেবে সিঙ্গারের এমনটিই মনে করা উচিত। কিন্তু, সাহায্য প্রসঙ্গে সিঙ্গারের ভাবনায় উপর্যুক্ত প্রশ্নের উত্তর নেই।

আবার, আমরা যখন একটা নতুন শিশুকে পৃথিবীতে নিয়ে আসি তার প্রতি অন্য যে কারো অপেক্ষা পিতা-মাতার অধিকতর স্নেহানুভূতি থাকবে। আবার বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি সন্তানদের যে অনুভূতি তাও অন্যকোনো বৃদ্ধদের অপেক্ষা বেশি। দু'জনই বৃদ্ধ, অথচ পিতা-মাতা হবার কারণে তাদের প্রতি আমাদের যত্ন ও দায়িত্বের ভার অন্য বৃদ্ধদের অপেক্ষা বেশি। এ দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছে যে, সকলের প্রতি সমান বিবেচনা সকলক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে না।

স্বাভাবিক পরিস্থিতি, সামাজিক বাস্তবতা আর ইউটোপীয় ভাবনা এই দুইয়ের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য ঘোচানোর প্রশ্নে সিঙ্গার খুব একটা যুক্তিযুক্ত অবস্থান নিতে সক্ষম হননি। কারণ সামাজিক বাস্তবতায় আমরা যা করি বা করতে পারি কল্পনার সঙ্গে তা মেলানো যায় না। অলীক কল্পনার অস্তিত্ব আমাদের স্বপ্নে। এ স্বপ্ন সকল সময় বাস্তবতার সঙ্গে মেলানো যাবে না। সিঙ্গারের গোটা ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার স্কিমটি মনে হয়েছে বাস্তবকে অলীক কল্পনায় পর্যবসিত করার শামিল। অথচ তিনি ভুলেই গিয়েছেন যে, স্বপ্ন ও বাস্তবতা দুই ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতকে উপস্থাপন করে।

দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ

সাধারণ স্বজ্ঞাকে সিঙ্গার নৈতিক প্রাসঙ্গিকতার (moral relevance) সঙ্গে সমন্বয় করে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। পিটার অ্যঙ্গার *Living High Letting Die*[৬৮] আলোচনায়ও

৬৪. Unger, Peter, 1999. "Précis of Living High and Letting Die "*Philosophy and Phenomenological Research*", *International Phenomenological Society*. 59 (1): 173–5.

দেখিয়েছেন, সাধারণ আম-জনতা নৈতিক মূল্যায়নে সাধারণত স্বজ্ঞার উপর নির্ভর করে থাকে। প্রায় সময়ই এ স্বজ্ঞা অপরীক্ষিত ও অপ্রমাণিত থেকে যায়। সিঙ্গারের এই অবস্থানের সঙ্গে অ্যঙ্গারের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অ্যঙ্গার মনে করেছেন, যেকোনো ঘটনার মূল্যবিচারে স্বজ্ঞাত প্রতিক্রিয়া (intuitive responses) খুবই জরুরি। কেবল স্বজ্ঞাত প্রতিক্রিয়াই পারে কোনো একটি মতবাদ বা তত্ত্ব কতোটা যৌক্তিক তা নির্ণয় করতে। কিন্তু, সিঙ্গার দাবি করছেন, স্বজ্ঞাত বিচার যার উপর নির্ভর করে তার নৈতিক কোনো তাৎপর্য নেই। এটি একেবারেই ব্যক্তির খেয়ালখুশির উপর নির্ভর করে থাকে। খেয়ালখুশি কদাচিৎ যথাযথ ফলাফল দিয়ে থাকে। অথচ সার্বক্ষণিক যুক্তিপূর্ণ ও সুযোগ্য ফলাফল পেতে হলে খেয়ালখুশির উপর নির্ভর করা চলবে না। অ্যঙ্গারের যুক্তির সারমর্ম হলো যে, আমরা যখন কাউকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই তখন মূলত অন্যদের প্রয়োজন ও অভাবের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের কারণে তা করে থাকি।[৬৫]

আমরা কার জন্য কতোটা সাহায্য প্রদান করবো? এ প্রসঙ্গে সিঙ্গার বলছেন, সাহায্যের ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ স্বজ্ঞা কারো অভাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ হওয়া অপেক্ষা সে আমার কতোটা নিকটের বা পার্শ্ববর্তী তার উপর নির্ভর করে থাকে। যেমন, কোনো ব্যক্তি আমার থেকে হাজার মাইল দূরে অবস্থান করছে তা অপেক্ষা সে আমার কতোটা কাছে অবস্থান করছে সেটাই আমাদের নৈতিক দায়িত্ব পালনের বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করে দেয়। আবার, কোনো নবজাতক হত্যার ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ স্বজ্ঞা নির্ভর করে থাকে সে কতোটা সুন্দর ও সুস্থ তার উপর। অথচ অনেক সময় নৈকট্য অপেক্ষা গুরুত্ব অনুধাবন করে দূরবর্তী কাউকে সাহায্য করার প্রয়োজন হতে পারে। একইসঙ্গে নবজাতক শিশুটি কতোটা সুন্দর তদাপেক্ষা জীবনের মূল্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। সাধারণ স্বজ্ঞায় এসব বিকল্পসমূহ যৌক্তিকভাবে বিবেচনার সুযোগ নেই। একারণে সিঙ্গার বলছেন, স্বজ্ঞা নৈতিক বিচারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়।

তৃতীয় দৃষ্টিকোণ

নৈতিক দৃষ্টিকোণের সঙ্গে সিঙ্গার সাধারণ নৈতিক স্বজ্ঞার (general ethical intuition) সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এ স্বজ্ঞার কারণেই তিনি মনে করেন, যেকোনো সত্তার স্বার্থ অন্য সত্তার মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকেই তিনি স্বার্থের সমবিবেচনার নীতিতে উপনীত হয়েছেন। সাধারণ নৈতিক স্বজ্ঞার সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছেন সিজউইকের সকলের স্বার্থ বিবেচনার রীতি। সিজউইক দাবি করেছেন, প্রতিদিন আমরা যে, 'বিশেষ নৈতিক অবধারণ' (particular moral judgment) করে থাকি তা বিস্মৃত হয়ে শুরু করতে হবে 'স্ব-প্রমাণিত নৈতিক স্বতঃসিদ্ধ' (self-evident moral axioms

৬৫. Unger, 1999: 173–5.

judgment) দ্বারা।[৬৬] সিজউইকের বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ (the point of the view of the universe) হতেই তার স্ব-প্রমাণিত স্বতঃসিদ্ধ নিয়মের উন্মেষ। অন্য মানুষের মঙ্গল সকল সময়ই ব্যক্তির মঙ্গলের চেয়ে ঊর্ধ্বে ও নৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি কল্যাণের সঙ্গে অন্য সকল মানুষের কল্যাণ বিবেচনা করার গোটা বিষয়টি একজন মানুষ অনুধাবন করতে পারে তার যুক্তি সামর্থ্য (capacity to reason) দ্বারা।[৬৭]

বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি দুটি নীতির কথা বলেছেন, একটি হলো বিষয়গত নৈতিক নীতি (the objective ethical principle), অন্যটি হলো স্ব-প্রমাণিত নৈতিক স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। সর্বোপরি, এসবের ভিত্তিমূলে তিনি স্বজ্ঞাত নীতির কথা বলেছেন। নীতিবিদ্যক চিন্তার পদ্ধতি বিকাশের ক্ষেত্রে পিটার সিঙ্গার সিজউইকের নৈতিক স্বজ্ঞাবাদের ধারা থেকে রসদ সংগ্রহ করেছেন। এর অর্থ হলো পরিশেষে সিঙ্গার নিজেও তাঁর দর্শনে নির্মাণের পেছনে স্বজ্ঞাকে অভিবাদন করেছেন।

চতুর্থ দৃষ্টিকোণ

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সিঙ্গার নৈতিক স্বজ্ঞাকে অনুমোদন করেন। এ প্রসঙ্গে 'অগভীর পুকুরে ডুবন্ত শিশুর' দৃষ্টান্তটি লক্ষ করা যাক। কোনো একজন ব্যক্তি হয়তো পাশের অগভীর পুকুরে একটি শিশু ডুবে যাবার দৃশ্য প্রত্যক্ষণ করছেন। সেই মুহূর্তে প্রত্যক্ষণকারী যে কারোরই উচিত শিশুটিকে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করা। উদ্ধারকারী ব্যক্তির সমস্যা হওয়া সত্ত্বেও সে শিশুটিকে উদ্ধার করতে বাধ্য। তাহলে বিশেষ মুহূর্তে একজন ব্যক্তি তার স্বজ্ঞার সাহায্যে নৈতিক দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে বুঝতে সক্ষম হবে। একইভাবে দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করা বিষয়ে এই স্বজ্ঞা বলে দিবে আমাদের নৈতিক দায়িত্বটি কী? তাহলে আমরা লক্ষ করছি — বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে সিঙ্গার স্বজ্ঞার প্রতি সম্মতি দিয়েছেন। অনেক বাস্তবতায় স্বতঃসিদ্ধ নৈতিক নিয়ম অপেক্ষা এই স্বজ্ঞার উপর নির্ভর করতে গিয়ে তিনি নিজেকে স্ববিরোধে ফেলেছেন। কোনো নৈতিক তত্ত্বের যাচাই-বাছাই করার জন্য এ ধরনের স্বজ্ঞার ব্যবহার করা উচিত নয়। অথচ আমরা লক্ষ করেছি সিঙ্গার তাঁর আলোচনায় 'দূরবর্তী দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্য করা', 'গর্ভপাত সম্পর্কিত বিতর্ক' এমনকি 'অ-মানব প্রাণীর অধিকার সুরক্ষার' বিষয়ে তার দাবির পুরোটাই স্বজ্ঞাত যুক্তির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

---

৬৬. *Sidgwick and Reflective Equilibrium*, p.516.

৬৭. *Singer and His Critics*
Singer, P. *The Expanding Circle*, pp.105-106.
Singer, P. *How are We to Live?* p.229.

ব্যবহারিক নীতিবিদ্যায় ব্যক্তিসত্তা (personhood)

ব্যক্তিসত্তার ধারণাটিকে পিটার সিঙ্গার তাঁর *Practical Ethics* গ্রন্থে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা যদি সারসংক্ষেপ করি তাহলে মোট পাঁচটি শিরোনামে দাঁড় করাতে পারি :

ক. কোনো স্বতন্ত্র সত্তা (individual) বা প্রাণবান সত্তা (living beings) ব্যক্তি (person) কি-না তা কতোগুলো বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে থাকে।

খ. কোনো এমব্রায়ো'র এসব অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নেই।

গ. সুতরাং, এমব্রায়ো ব্যক্তিসত্তা নয়।

ঘ. অতএব, এমব্রায়ো ব্যক্তি সত্তা না হবার কারণে কোনোভাবেই তা জীবনের অধিকার ভোগ করার ক্ষমতা রাখে না।

সিঙ্গারের উপর্যুক্ত অবস্থানকে সামনে রেখে আমরা দুটি সিদ্ধান্ত নিতে পারি :

প্রথমত, ব্যক্তি আর প্রাণবান সত্তা এক নয়,

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি হবার জন্য নিশ্চিত কতোগুলো বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন রয়েছে।

উপর্যুক্ত শর্তানুসারে, আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি : সাধারণত ব্যক্তি ও মানবসত্তা (human beings) একই হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। সিঙ্গারের ব্যবহারিক নীতিবিদ্যায় 'ব্যক্তিসত্তা' বলতে মানবসত্তাকে বুঝানো হয়েছে। প্রায়শই দেখা যায় — অনেক ব্যক্তিসত্তা মানবসত্তা নয়, আবার অনেক মানবসত্তা ব্যক্তিসত্তা হবার যোগ্যতা রাখে না। এ পার্থক্যটি সম্পর্কে সিঙ্গার নিজেও বলছেন, সুনির্দিষ্ট 'নৈতিক মর্যাদার' (moral standing) উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিসত্তার ধারণা প্রতিষ্ঠিত। প্রথমেই আমরা লক্ষ করে দেখব — সিঙ্গার ব্যক্তি (person) শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়েছেন। তিনি ভুলভাবে উল্লেখ করছেন, গ্রিক চিরায়ত নাটকে অভিনেতারা যে মুখোশ পরতেন তাইই পার্সোনা হিসেবে উল্লেখ করা হতো। পার্সোনা থেকে পার্সন শব্দের উৎপত্তি।[৬৮] শব্দটি উৎপত্তির উৎস সম্পর্কে তিনি দার্শনিক এপিকটেটাসের সাহায্য নিয়েছেন। একজনের জীবন নাটকে আমাদের একেকজনের ভূমিকা বোঝানোর জন্য এপিকটেটাস 'পার্সোনা' শব্দটি ব্যবহার করছেন বলে তিনি দাবি করেন।[৬৯] কিন্তু, 'ব্যক্তিসত্তা' কি আদৌ এ ভূমিকার নামান্তর? এ সম্পর্কিত সাহিত্য পাঠ করে 'ব্যক্তিসত্তা' বলতে আত্মসচেতনতা, সংবেদনশীলতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাসহ

---

৬৮. এ সম্পর্কে আরো লক্ষ করা যেতে পারে :
Schimitz, Kenneth n(1986). "Geeography of the the Human Person, *Communio",* Vol. 13, 27-48.

৬৯. Singer, P. 19 *Rethinking Life and Death: The Collapse of Our Traditional Ethics,* Oxford University Press,p.180.

আরো অনেককিছুকে বোঝায়। সিঙ্গারও কোথাও কোথাও এরকম ধারণা পোষণ করেছেন। পরিশেষে বলা যায় — সিঙ্গার এপিকটেটাসের ভাবনা গ্রহণ করেননি।

খ্রিস্টবাদ ও খ্রিস্ট্রীয় ত্রিত্ববাদ 'ব্যক্তিসত্তার' ধারণায় ভিন্নতর অবদান রেখেছে। হয়তো খ্রিস্টবাদী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে সিঙ্গার সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ব্যক্তি ধারণাটি মানবসত্তাকে নির্দেশ করবে এমনটি হবে। অনেকসময় 'পিতা-ঈশ্বর', 'পবিত্র ঐশী সত্তা' হিসেবে এদের উভয়ের কেউই মানুষ নয়। সিঙ্গার সংজ্ঞার এই ধারাটি আলোচনায় আনতে পারেননি।

অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে ব্যক্তিসত্তার যে সংজ্ঞা দাঁড় করিয়েছে তা তিনি উল্লেখ করেছেন এক দুর্জেয় দার্শনিক নজির হিসেবে। এখানে বলা হয়েছে — "ব্যক্তিসত্তা হলো আত্ম-সচেতন অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তা"। এ প্রসঙ্গে তিনি জন লকের[৭০] ব্যক্তিসত্তার ধারণাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছেন। ব্যক্তিসত্তার সংজ্ঞায় লক কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করেছেন। প্রথমত, যুক্তি ও প্রতিবর্তিত ক্ষমতাসম্পন্ন (reason and reflection) চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান সত্তার কথা বলেছেন, দ্বিতীয়ত, ভিন্ন ভিন্ন সময় ও স্থানে এই চিন্তাশীল সত্তা নিজেকে নিজ ও একই চিন্তাশীল সত্তা হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন। জন লকের 'ব্যক্তিসত্তার' সংজ্ঞার বিশেষত্ব হলো তিনি বুদ্ধিবৃত্তি ও আত্ম-সচেতনতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এ দুটি বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তিসত্তার অন্যতম নির্দেশক।

বুদ্ধিবৃত্তি ও আত্ম-সচেতনতার নির্দেশক হিসেবে সিঙ্গার 'ব্যক্তিসত্তা'র ধারণাটি ব্যবহার করেছেন। এ দুটি বৈশিষ্ট্য থাকলেই কোনো সত্তা অনিবার্যভাবে মানবসত্তা হবে তা বলা যায় না। এ প্রসঙ্গের সূত্র ধরে তিনি তাঁর আলোচনায় মিখাইল টুলির[৭১] আলোচনার সূত্র নিয়ে এসেছেন। টুলি বলছেন, কেবল সেসব সত্তারই বাঁচার অধিকার (right to life) রয়েছে যারা সময়ের বাস্তবতায় নিজেকে স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে মনে করতে পারে। অন্যভাবে বলা যায় — যারা কামনার জন্ম দিতে পারে। আবার অধিকার থাকার অর্থ হলো ঐ সত্তার প্রাসঙ্গিক কামনার সামর্থ্য থাকার সঙ্গে সম্পর্কিত। এখান থেকে টুলি সিদ্ধান্তে আসেন যে, যেসব সত্তার সময়ের মধ্য দিয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র হিসেবে উপস্থাপন করবার সক্ষমতা রয়েছে কেবল সেই সত্তাই হলো 'ব্যক্তিসত্তা'। আর এই ব্যক্তিসত্তারই

---

৭০. Locke, J.1975. *An Essay Concerning Human Understanding*, P. H. Nidditch (ed.). Oxford: The Clarendon Press.

৭১. Tooley, Michael, 2011. "Are Nonhuman Animals Persons?" in *The Oxford Handbook of Animal Ethics*, Edited by Tom L. Beauchamp and R. G. Frey, London: Oxford.

জীবনের অধিকার ভোগ করবার প্রাসঙ্গিক কামনা রয়েছে। এ বিবেচনায় কেবল ব্যক্তিসত্তারই জীবনের অধিকার রয়েছে।[৭২]

সিঙ্গার ব্যক্তিসত্তার ধারণা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে জন লকের উল্লিখিত দুটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিখাইল টুলি উপস্থাপিত ধারণাটিও যুক্ত করেছেন। টুলি দাবি করছেন, একজন ব্যক্তিসত্তার ভবিষ্যৎ ভাবনা/অনুধাবন করার ক্ষমতা রয়েছে। এই ভাবনার সঙ্গে তার কামনা ও স্বার্থ জড়িত থাকে। এর অর্থ হলো ব্যক্তি তার নিজের মতো করে নিজেকে ভাবতে পারে, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে। টুলি উত্থাপিত ব্যক্তির এই সক্ষমতাকে সিঙ্গার স্বশাসন (autonomy) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। স্বশাসন বলতে সিঙ্গার বুঝিয়েছেন, কারো নিজের মতো করে পছন্দ নির্বাচন করে সেই মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। জীবনের অধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে সিঙ্গার দাবি করছেন, যে সত্তা মৃত্যু ও অব্যাহত জীবনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে, এবং বেঁচে থাকাকে স্বাধীনভাবে নির্বাচন করতে পারে সেই স্বশাসনের অধিকারী হলো — ব্যক্তিসত্তা।

ব্যক্তিসত্তার ধারণা বুঝাতে গিয়ে সিঙ্গার সচেতনতার প্রসঙ্গ এনেছেন। তবে সচেতন হবার সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি থাকা ও আত্ম-সচেতন হবার কোনো সম্পর্ক নেই। সচেতনতা হলো সংবেদনশীল সত্তা হবার শর্ত। কোনো সত্তা সুখ বা আনন্দ উপভোগ করবার সামর্থ্য রয়েছে বলার অর্থ হলো তার চেতনা রয়েছে। সুখ ও দুঃখ অনুভব করার সামর্থ্য থাকার অর্থ এই নয় যে, সত্তাটি 'ব্যক্তিসত্তা' হবে। অনেক অ-মানব প্রাণী, বিকলাঙ্গ শিশু ও নবজাতক শিশুদের কিন্তু সুখ ও আনন্দ উপভোগ করবার সামর্থ্য রয়েছে। কিন্তু, এ বিবেচনা তাদেরকে ব্যক্তিসত্তায় পরিণত করে না। ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অবশ্যই বুদ্ধিবৃত্তি ও আত্ম-সচেতনতা থাকতে হবে। এই হলো ব্যক্তিসত্তা প্রসঙ্গে সিঙ্গারের অবস্থান। সময়ের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসত্তা তার নিজেকে উপলব্ধি করতে পারবে। তার থাকতে হবে মানসিক সক্ষমতা যার সাহায্যে সে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারবে। একইসঙ্গে ব্যক্তির থাকতে হবে সুখ-দুঃখ অনুভূতির অভিজ্ঞতা। এইসব বৈশিষ্ট্য অধিকাংশ মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। আবার কিছু কিছু অ-মানব প্রাণীর মধ্যেও এসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যদি কোনো অ-মানব প্রাণীর মধ্যে তা না থাকে তাহলে সে ব্যক্তিসত্তা হতে পারে না।[৭৩] আর কোনো একজন যদি ব্যক্তিসত্তা না হয় তাহলে কি আমরা ধরে নেব তার জীবনের প্রতি অধিকার (right to life) নেই?

---

৭২. ১৯৭২ সালে টুলির প্রকাশিত "Abortion and Infanticide" প্রবন্ধে এ ভাবনা পরিবর্তন করেন।

৭৩. *Rethinking Life and Death*, p.181-182.

'ব্যক্তিসত্তা'র উপর্যুক্ত ধারণার উপর উপর ভিত্তি করে সিঙ্গার তাঁর 'স্বস্তিমৃত্যু', 'গর্ভপাত' ও 'জীবনের মূল্য' সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু, প্রশ্ন হলো তাঁর 'ব্যক্তিসত্তা'র ধারণা কি যুক্তিসঙ্গত বা সঠিক কোনো নির্দেশনার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছে? সিঙ্গার ব্যক্তিসত্তার যে ধারণা নিয়েছেন তা খ্রিস্টবাদ প্রভাবিত। বিশেষ করে খ্রিস্টধর্মের পুনরাবির্ভাব ও ত্রিত্ববাদ তাঁর ব্যক্তিসত্তা দর্শনের ভিত্তি। খ্রিস্টবাদ সম্পর্কে যোশেফ রাতজিংগার এর ধারণাটি আমরা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি।[৭৪] তিনি বলছেন, ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের মননে ও ভাবনায় যে ধারণা লুকিয়ে রয়েছে তা মূলত খ্রিস্টবাদের পুনরাবির্ভাব ও ত্রিত্ববাদ দ্বারা প্রভাবিত। খিস্টবাদে ঈশ্বরের যে প্রতিমূর্তি উপস্থাপন করা হয়েছে এবং নাজেরাথের যিশুর প্রতিমূর্তির যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তারই আঙ্গিকে মানুষের উপর ব্যক্তিসত্তা আরোপ করা হয়েছে। আপাতত মনে হচ্ছে, সিঙ্গার খ্রিস্টবাদকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু খ্রিস্টবাদের ব্যক্তি ধারণার পরিপূর্ণ অর্থ তিনি ধরতে পারেননি।

ঈশ্বরের যে সর্বোচ্চ প্রতিমূর্তি আমরা দেখতে পাই তাতে বলা হয়েছে : ব্যক্তি হলো বিশুদ্ধ সম্পর্ক, এর বাইরের কিছু নয়। ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সম্পর্কায়নের বিষয়টি আলাদা করে আরোপ করার প্রয়োজন হয় না। আমাদের বুঝতে হবে যে, খ্রিস্টধর্ম ব্যক্তিসত্তার অন্তর্নিহিত সূত্রটি আবিষ্কার করতে চেয়েছে। এ সূত্রে বিশিষ্ট একক (individual) অপেক্ষা অসীম ও ভিন্নতর কোনোকিছুকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এজন্য 'ব্যক্তিসত্তা'কে বোঝার জন্য মানবসত্তার নির্দেশকের প্রয়োজন নেই। বরং ব্যক্তি হিসেবে পিতা-ঈশ্বর, ঈশ্বরের সন্তান ও পবিত্র আত্মা হিসেবে ঈশ্বর ইত্যাদিকে নির্দেশ করে। রাতজিংগারের ব্যাখ্যা অনুসারে, খ্রিস্টধর্মে ব্যক্তি বলতে ত্রিত্ববাদের অনুসারীদের ইঙ্গিত করা হয়েছে। সিঙ্গার মানব ও অ-মানব প্রাণীর সদস্যদের মধ্যে ব্যক্তিসত্তার সন্ধান করেছেন। জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সম্পর্কের যে প্রকৃতি লক্ষ করা যায়, সিঙ্গার এই বাইবেলের ধারাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অথচ ব্যক্তিসত্তার প্রাথমিক ধারণা পাবার ক্ষেত্রে তাকে খ্রিস্টবাদের উপরই নির্ভর করতে হয়েছে।

ব্যক্তিসত্তা বলতে কী বোঝায়? নীতিদর্শনের সঙ্গে সমন্বয় করে আমরা একটি আলোচনা লক্ষ করি হ্যারি জি ফ্রাঙ্কফুর্টের আলোচনায়।[৭৫] ফ্রাঙ্কফুর্ট বলছেন, ব্যক্তি শুধু নির্দিষ্ট কর্ম বা ক্রিয়া করবার কামনাই করে না, বরং তার মধ্যে সকল সময় একটি কামনা বিদ্যমান থাকে। এই সুনির্দিষ্ট কামনাটিই তাকে কর্ম করবার জন্য সক্রিয় করে

---

৭৪. Razinger, Joseph Cardinal, 1990. *Introduction to Christianity*, trans. J.R. Foster, Sanfrancisco : Ignatuius Press, p.130.

৭৫. Frankfurt, Harry G.1971. Freedom of the Will and the Concept of a Person, *The Journal of Philosophy*, volume, xviii, no. i, January 4.

তোলে।[৭৬] কোনো কর্মের জন্য ব্যক্তির মধ্যে যে কামনা থাকে সেটাকে তিনি প্রথম ধারার কামনা হিসেবে উল্লেখ করেন। আর, প্রথম ধারার কামনা নিয়ে ব্যক্তির মধ্যে যে কামনা কাজ করে তাকে তিনি দ্বিতীয় ধারার কামনা হিসেবে উল্লেখ করেন। তাত্ত্বিকভাবে একজনের কামনার স্তরের মাত্রা কতোটুকু হবে তা নিয়ে কোনো সীমা-পরিসীমা বাঁধা নেই। আবার, দ্বিতীয় ধারার অভীপ্সা (volition) হলো ব্যক্তি ধারণার অন্যতম প্রাণ। দ্বিতীয় ধারার অভীপ্সা সংগঠনের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার নিজেকে কোনো ক্রিয়া বা কর্মের কামনার সঙ্গে সমন্বয় করে নেয়। এ পর্যায়কে তিনি আবার সিদ্ধান্তমূলক শনাক্তকরণ হিসেবেও উল্লেখ করেছেন।

সিঙ্গারের ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা গ্রন্থের রাজনৈতিক ও দার্শনিক প্রতিক্রিয়া

পিটার সিঙ্গার ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার নানা ইস্যু নিয়ে জোরালো অবস্থান নিয়েছেন। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার এসব ইস্যু সম্পর্কে সিঙ্গারের মতাদর্শিক প্রতিক্রিয়াও হয়েছে। নৈতিক মর্যাদা ও সামর্থ্যের শর্ত বিবেচনা করে সিঙ্গার মানবসত্তাকে বিবেচনা করেছেন। এই বিবেচনাকে যদি সামাজিক পলিসি ও একাডেমিক জ্ঞানের অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে বুদ্ধি-প্রতিবন্ধী, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মানুষ হিসেবে সামাজিক অধিকার, অন্যান্য বিবেচনা স্থগিত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৩ সালে প্রতিবন্ধী অধিকারকর্মী আইনজীবী ম্যাকব্রাইড জনসন ও পিটার সিঙ্গারের মধ্যে একটি সংলাপের আয়োজন করা হয়।[৭৭] ম্যাকব্রাইড জটিল মাংসপেশি ক্ষতিজনিত রোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। এ রোগ সেরে উঠবার সম্ভাবনাও খুব একটা জানা যায় না। এ পরিস্থিতিতে তার বাবা-মা কি তাকে হত্যা করে নতুন আরেকটি শিশু জন্মদানের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করবে? ম্যাকব্রাইড নানাভাবে তাঁর ভাবনার সঙ্গে সিঙ্গারের ভাবনাকে সমন্বিত করে মূল্যায়ন করবার চেষ্টা করেন। আলোচনার শেষ পর্যায়ে ম্যাকব্রাইড উল্লেখ করেন, আমার জীবনের চরম নাটকই আমাকে এই পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তবে সবথেকে ভালো হতো আমার এই দুঃসহ শারীরিক ত্রুটি নিয়ে পৃথিবী যদি আমার অস্তিত্বকে টিকিয়ে না রাখতো। মনে হচ্ছে আমার প্রতিদিনের সংগ্রাম হলো টিকে থাকবার, বেঁচে থাকবার সংগ্রাম। একজন অক্ষম ও প্রতিবন্ধী অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ হিসেবে আমি পৃথিবীতে

---

৭৬. Frankfurt, 1971 : 10.

৭৭. Unspeakable Conversations' in *The New York TimesMagazine*, February 16, 2003.
Johnson, Harriet McBryde, 2006. *Too Late to Die Young: Nearly True Tales from a Life*. New York: Picador.
Robinson, Nathan J, 2017. "Now Peter Singer Argues that It Might be Okay to Rape Disabled People" Current Affairs. Retrived 21 April 2020.

সংগ্রাম করছি একটু স্থানের জন্য, জ্ঞাতি-জাত টিকিয়ে রাখার জন্য, আমার সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখবার জন্য। এখনও আমাকে মানবত্বের অনুমোদনের প্রত্যাশা নিয়ে থাকতে হয়। সিঙ্গার যে মানব প্রজাতির কথা বলছেন বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে আমি তার ধারে-কাছেও নেই।

আমার জীবনের এই যে অভিজ্ঞতা তা থেকে অর্জিত জ্ঞান দিয়ে কোনো দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা নয়, বরং এ সম্পর্কে কথা বলা, দাবি উত্থাপন করাই এখন আমার কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আমার কাছে অনেক কিছুই আস্থার জন্ম দেয় না। একজন প্রতিবন্ধী হিসেবে আমি যখন বেঁচে থাকার জন্য, নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য সংগ্রাম করছি তাই আমার তত্ত্ব, এই তত্ত্বের সঙ্গে আমাদেরকে বাস করতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু, পিটার সিঙ্গারের এ বিষয়ক চিন্তায় যে ভয়ংকর শুদ্ধতার দাবি রয়েছে তা আমাদের সমাজ থেকেই আসা। সুতরাং, একজন সিঙ্গারের স্বপ্ন ও আশা, তিনি যে তত্ত্ব-বিশ্ব নিয়ে ভাবছেন, কিংবা তিনি যে যৌক্তিক ক্রমবর্ধিষ্ণুতার (reasonable extension) কথা বলেছেন তা কখনোই সার্থক হবে না, বাস্তবে পরিণত হবে না। আমার প্রতিবন্ধী জীবনের যে যন্ত্রণা, গণ্ডগোল ও অক্ষম জীবনের অনস্বীকার্য বাস্তবতা রয়েছে তা নিয়েই আমাদেরকে বাঁচতে হবে। এর জন্য আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হচ্ছে।[৭৮] এ চেষ্টা অনেকক্ষেত্রেই নির্মম। এ নির্মমতা নিয়ে সিঙ্গার ও ম্যাকব্রাইডে কথোপকথন অনেক কিছুরই উত্তর দিতে পারেনি।

সিঙ্গার ও ম্যাকব্রাইডের সংলাপের মৌল প্রতিপাদ্য হলো ভীষণরকম বিশুদ্ধতা (terrible purity) ও আন্তঃসম্পর্কজালের (interconnectedness) মধ্যে যে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান রয়েছে তা স্পষ্ট করা। একজন দৈহিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যার জীবন হলো দুর্বিষহ ও যন্ত্রণায় ভরপুর তাকে বাঁচিয়ে না রেখে মরতে দেওয়াই হলো সিঙ্গারের কাছে অন্যতম উপযোগিতা। এই উপযোগিতার ছোঁয়া নিয়েই পিতা-মাতা নতুন সুস্থ সন্তানের মধ্যে ভবিষ্যতের আনন্দ ও উল্লাস খুঁজে নেবে। সিঙ্গারের এই ধারণাকে ম্যাকব্রাইড ভ্রান্ত পরিকল্পনার অংশবিশেষ হিসেবেই দেখেছেন। প্রতিবন্ধী জীবন হলো বেঁচে থাকার নিকৃষ্ট অবস্থা। অথচ সিঙ্গারের এতোসব ভবিষ্যদ্বাণী, আশঙ্কা ভুল প্রমাণিত করে তিনি জানালেন যে, নিজেকে আনন্দ উল্লাসে রাখো। নিজের আনন্দ উল্লাসের সঙ্গে অপরের আনন্দ উল্লাসকেও মিলিয়ে নেবার নির্মোহ আনন্দ খুঁজতে উৎসাহী হও।

প্রতিবন্ধীদের প্রতি সিঙ্গারের প্রতিক্রিয়ার নেতিবাচক দিক নিয়ে বুদ্ধিজীবী, সমাজ সংস্কারক ও প্রতিবন্ধীদের ক্রিয়াশীল মন্তব্য উল্লেখ করার মতো। প্রতিবন্ধীদের প্রতি সিঙ্গারের এই অমর্যাদাকর অবস্থানকে তির্যক ভাষায় সমালোচনা করেছেন নাথান রবিনসন। রবিনসনের প্রবন্ধের শিরোনাম থেকেই আমরা বুঝতে পারি তার প্রতিক্রিয়ার

---

৭৮. Johnson 2006: 228.

ধরন। ২০১৭ সালে তিনি লিখেছেন, "Now Peter Singer argues that it might be okay to rape disabled people" প্রবন্ধ।[৭৯]

সিঙ্গারের *Practical Ethics* গ্রন্থের অনেক ভাবনায় প্রতিবন্ধী নবজাতকের প্রতি সিঙ্গারের নেতিবাচক মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। আলোচনার শুরুতেও উল্লেখ করেছি সিঙ্গার 'জীবনের মূল্য' বলতে বুঝিয়েছেন "যুক্তিবোধ, স্বশাসন ও আত্ম-সচেতনতা।" এই অনুসিদ্ধান্ত তাঁর গোটা ব্যবহারিক নীতিদর্শনের পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণের পেছনে ভূমিকা রেখেছে। ত্রুটিপূর্ণ, প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে এজন্য তিনি ঔদ্ধত্য দেখান — ত্রুটিপূর্ণ শিশুদের উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ নেই। একজন সাধারণ ও স্বাভাবিক মানবসত্তা, কিংবা অন্যকোনো অ-মানব প্রাণী হত্যা করা, একটি প্রতিবন্ধী ও ত্রুটিপূর্ণ শিশুকে হত্যা করা একই সূত্রে গাঁথা নয়। কিন্তু, সিঙ্গারের নীতিদর্শনের নির্যাস বিবেচনায় রাখলে এসব কর্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হয় না।

সিঙ্গার তাঁর গ্রন্থের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে [6 : Taking Life: The Embryo and Fetus, 7 Taking Life: Humans] এরকম একটি সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আমরা তাঁর গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে 'পূর্ব অস্তিত্ব মতবাদ' (prior existence theory) ও 'সমগ্রতাবাদ' (total theory) উভয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারি। তিনি সুখের সদর্থক মানে খুঁজে পেতে চেয়েছেন উপযোগবাদের 'পূর্ব অস্তিত্ব মতবাদে'। আর 'সমগ্র মতবাদে' তিনি সুখের সদর্থক মানে খুঁজেছেন হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে। হোমোফিলিয়া রোগে আক্রান্ত নবজাতক শিশুকে বাঁচতে দেওয়া ও না-দেওয়ার প্রসঙ্গকে সামনে রেখে তিনি পাঠককে একটা দ্বন্দ্বে ফেলে দিয়েছেন। দ্বন্দ্বের দুটি দিক প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

প্রথমত, হোমোফিলিয়া রোগ নিয়ে জন্ম নেওয়া শিশুর বেঁচে থাকা, না-থাকা নিয়ে পিটার সিঙ্গারের পূর্ব অস্তিত্ব মতবাদের উপস্থাপনাকে আমরা দুটি দিক থেকে ব্যাখ্যা করতে পারি; একটি হলো পিতামাতার দিক থেকে, অন্যটি নবজাতক শিশুর দিক থেকে। হোমোফিলিয়া রোগ নিয়ে জন্ম নেওয়া শিশুর অবস্থা বর্ণনায় সিঙ্গারের ভাষা প্রয়োগ লক্ষ করুন : "The parents, daunted by the prospect of bringing up a child with this condition, are not anxious for him to live".[৮০] তাঁর এ উদ্ধৃতি থেকে দুটি ধারণা পাই :

ক. হোমোফিলিয়া আক্রান্ত শিশুর ভবিষ্যৎ নিয়ে পিতামাতার নিরুৎসাহিত (daunted) মনোভাব রয়েছে। এ ধরনের শিশু বেঁচে থাকবে কি থাকবে না তা

---

৭৯. Robinson, Nathan J. (4 April 2017). "Now Peter Singer Argues that It Might be Okay to Rape Disabled People" Current Affairs. Retrived 21 April 2020.

৮০. Singer, 1980 : 162.

নিয়েও পিতামাতা অতোটা চিন্তিত নন। কারণ এ শিশু তাদের জন্য যন্ত্রণা নিয়ে আসে শুধু।

খ. হোমোফিলিয়া আক্রান্ত শিশুর দিক থেকে ভাবনা কী হতে পারে? সিঙ্গার বলছেন : "... for the infant can be expected to have a life that is well worth living, even if not quite as good as that of a normal child."[৮১] শিশুর প্রতি এ ধরনের ভাবনার মধ্যে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ করতে পারি :

উপর্যুক্ত দুটি ভাবনার আলোকে আমরা দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি : (১) একটা শিশু অবশ্যই এমন একটি জীবন প্রত্যাশা করবেন যা হবে অর্থপূর্ণ জীবন, (২) যদিও এ শিশুর জীবন একটি সুস্থ স্বাভাবিক শিশুর জীবনের মতো নয়। সিঙ্গার এ আলোচনায় পূর্ব অস্তিত্ব মতবাদের দোহাই দিয়ে হোমোফিলিয়া আক্রান্ত শিশুকে হত্যা না করার কথা বলেছেন। কারণ হিসেবে এ মতবাদ মনে করছে যে, এসব শিশুর জীবনের দুঃখদুর্দশার মধ্যেও সুখের সদর্থক ভারসাম্য (positive balance of happiness over misery) প্রত্যাশা করতে পারে। আর যদি তাকে মেরে ফেলা হয় তাহলে সে সুখের এ সদর্থক ভারসাম্য অবস্থা থেকে বঞ্চিত হবে। সিঙ্গারের এ উপস্থাপনার মধ্যে হোমোফিলিয়া শিশুর প্রতি অবহেলা ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় বাঁচিয়ে না রাখার প্রতি মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটেছে।

দ্বিতীয়ত, উপযোগবাদের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গির (total view of utilitarianism) প্রতি সিঙ্গারের ঝোঁকটা একটু বেশি। এ মতবাদের প্রসঙ্গ এনে তিনি বলছেন, অধিকতর সুখের প্রত্যাশা বৃদ্ধি ও যন্ত্রণার সামগ্রিক পরিমাণ হ্রাস করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ নীতির আলোকে হোমোফিলিয়া আক্রান্ত নবজাতক শিশুর বেঁচে থাকা নিয়ে মায়ের সিদ্ধান্ত কী হওয়া উচিত তার আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় শেষতক তিনি বলছেন, বিকলাঙ্গ বা হোমোফিলিয়া আক্রান্ত শিশুর মায়ের মনে কষ্ট ও সুস্থ সন্তান পালনের প্রত্যাশার যে ছেদ ঘটে কেবল এ শিশুর হত্যা/মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার অবসান করা সম্ভব। বিকলাঙ্গ বা হোমোফিলিয়া শিশুর জন্ম দিয়ে পিতা-মাতা সুখী জীবনের জন্য যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন, নতুন শিশু জন্মদানের মাধ্যমে তা পরিশোধ করা সম্ভব। উপযোগবাদের সমগ্র নীতির প্রতি সিঙ্গারের ঝোঁকের বেশকিছু কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে :

(ক) হোমোফিলিয়া রোগে আক্রান্ত শিশু মায়ের পরবর্তী সন্তান নেবার ইচ্ছাপূরণে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে হোমোফিলিয়ায় আক্রান্ত শিশু পিতামাতার কাছে প্রত্যাশিত নয়। এ কারণে এ সন্তানের মৃত্যুই তার কাছে প্রত্যাশিত।

(খ) হোমোফিলিয়া রোগে আক্রান্ত এ শিশুর হত্যায় যদি পারিপার্শ্বিক কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয় তাহলে তাকে হত্যা করাই সঠিক। এখানে সমগ্রতাবাদীদের

---

৮১. Singer, 1980 : 162.

যুক্তি হলো — "It is also plausible to suppose that the prospects of a happy life are better for a normal child than for a haemophiliac."[৮২] সুখী ও আনন্দময় জীবনের জন্য হোমোফিলিয়ায় আক্রান্ত শিশু অপেক্ষা একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক শিশু অনেক বেশি উৎকৃষ্ট, উপাদেয়। এ ভাবনার সূত্র থেকেই এ মতবাদের এক দ্যোতনা লক্ষ করি সিঙ্গারের শব্দচয়নে :

> "The loss of happy life for the first infant is outweighed by the gain of a happier life for the second. Therefore, if killing the haemophiliac infant has no adverse effect on others, it would, according to the total view, be right to kill him".[৮৩]

প্রথম [হোমোফিলিয়া রোগাক্রান্ত] সন্তানের কারণে তাদের সুখী জীবনের যা কিছু হারিয়েছে তা দ্বিতীয় সন্তান [সুস্থ] লাভের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। যদি ঐ হোমোফিলিয়া আক্রান্ত নবজাতক শিশুটির হত্যার মধ্যে কোনোধরনের বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি না করে।

উপর্যুক্ত দুটি অবস্থানকেই সিঙ্গার সাদামাটাভাবে উপস্থাপন করেছেন। উপস্থাপনায় কোনোপ্রকার সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিও তিনি নিয়ে আসেননি। উপরন্তু, মনে হয়েছে যে, সুখী জীবনের প্রত্যাশাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। সেটা কাউকে হত্যা করে হলেও অসুবিধা নেই। আমরা লক্ষ করে দেখব সিঙ্গারের 'সুখী জীবনের' তকমা প্রকারান্তরে মানবহত্যাকে সমর্থন করে। তাহলে কি সিঙ্গার হত্যাকে নৈতিকভাবে বৈধতা দেবার উকালতি করছেন।

পিটার সিঙ্গারের আরো কিছু বিষয় লক্ষ করা যাক। তাঁর ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার অন্যতম সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে মানব জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সিদ্ধান্ত হলো :

ক. গর্ভপাত নৈতিকভাবে অনুমোদিত, মারাত্মকভাবে যে শিশু জন্মত্রুটি ও প্রতিবন্ধী তাদেরকে মরতে দেওয়া দোষের কিছু নয়।

খ. একইসঙ্গে ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুর (voluntary euthanasia) স্বীকৃতি একধরনের হত্যার শামিল। কেন তা হত্যাকাণ্ড, এ নিয়ে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার গবেষকগণ[৮৪] বেশকিছু সুস্পষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করেছেন :

১. যেকোনো পরিস্থিতিতেই হোক সিঙ্গার যেসব মৃত্যুকে অনুমোদন দিচ্ছেন তা কার্যত খুনেরই শামিল। অনেক তাত্ত্বিকরাই সিঙ্গারের অবস্থানকে 'জঘন্য নীতিবিদ্যা'

---

৮২. Singer, 1980 : 162.

৮৩. Singer, 1980 : 163.

৮৪. Schöne-Seifert, B. and Rippe, Klaus-Peter, 1991. "Silencing the Singer Antibioethics in Germany", *The Hastings Center Report*, Vol. 21, No. 6 (Nov. - Dec., 1991), pp. 20-27.

(deadly ethics) হিসেবে আখ্যায়িত করেন। সমালোচকদের এই দাবিকে সন্দেহ করবার কোনো সুযোগ নেই। প্রতিষ্ঠিত ধর্ম ও মূল্যবোধ কোনোটিই সিঙ্গারের এই প্রস্তাবনাকে স্বীকার করে নেবার কথা নয়। অধিকাংশ সামাজিক মূল্যবোধে মানবিকতা একটি সাধারণ আদর্শ। আর সেমিটিক ধর্মসহ সবকয়টি ধর্মই অসহায়ের প্রতি সমবেদনা, তাকে সাহায্য করা ইত্যাদিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এই গুরুত্বের কারণে মারাত্মক দৈহিক সংকট নিয়ে জন্ম নেওয়া নবজাতক শিশুকে হত্যা করাকে সমর্থন করে না।

২. জীবনের মূল্যকে সিঙ্গার যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তাতে হত্যাকাণ্ড যৌক্তিকতা পেয়ে যায়।

৩. এভাবে যদি আমরা গর্ভপাতের ক্ষেত্রে, ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুর ক্ষেত্রে কাউকে বা মানবসত্তার আদি উপাদানকে মরতে দেবার সুযোগ করে দিই তার অর্থ হলো পিচ্ছিল ঢালুপথ (slippery slope) নীতিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা। আমরা লক্ষ করে দেখব — জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সিঙ্গার প্রত্যক্ষ কখনোবা পরোক্ষভাবে মরতে দেওয়া (letting someone's to die) বা মেরে ফেলাকে নৈতিক সংস্কৃতির অংশ করে ফেলছেন। এ কারণে বলা যায় — অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করা (life worth living), স্বশাসিত অগ্রাধিকার (autonomous preference) ও অন্তর্নিহিত পরিপ্রেক্ষিত (internal perspective) সিঙ্গারের নীতিদর্শনের অর্থ ও তাৎপর্যকে অকেজো করে তোলে।

পিটার সিঙ্গারের ভাবনাচিন্তার মৌলিক দাবি হলো — মুক্ত ও স্বাধীন মত প্রকাশ ও অধিকারবাদী অবস্থানকে স্পষ্ট করা। ব্যক্তির স্বাধীন মত প্রকাশের দাবি নতুন কিছু নয়। দর্শন ও রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে মত প্রকাশের দাবি মানব সমাজের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। জন স্টুয়ার্ট মিল ও জন রলসের দার্শনিক উত্তরাধিকার পিটার সিঙ্গার একই অবস্থান নেবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, মুক্তচিন্তা বা কথা বলার স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, হত্যাকাণ্ডের মতো কর্মকাণ্ড জনপ্রচারে অনুমোদন দেওয়া। খোদ জার্মানিতে সিঙ্গারবিরোধী যে দার্শনিক প্রচার রয়েছে তাতে এরকম একটি অভিযোগ প্রচলিত রয়েছে।[৮৫]

জার্মান ভাষায় টি.বাসটিয়ান সম্পাদিত *Thinking, Writing, Killing: the New "Euthanasia" Discussion* নানা ব্যতিক্রমী বাস্তবতার সূত্র বিবেচনা করে সিঙ্গার যে মৃত্যুর সমর্থনে দার্শনিকতা করছেন তা তুলনা করেছেন 'armchair murderer' ধারণার

---

৮৫. T. Bastian, ed., 1990. *Denken-Schreiben-T'ten: Zur neuen "Euthanasie"-Diskussion*, [*Thinking, Writing, Killing: the New "Euthanasia"Discussion*], Stuttgart:Hirzel.

সঙ্গে। বিশেষ করে জার্মান বুদ্ধিজীবী মহলে সিঙ্গার সম্পর্কে এরকম ধারণা বেশ সমাদৃত।

যদিও কিছু কিছু মৃত্যুর পক্ষে সিঙ্গারের অবস্থান মানসিক সমর্থন দেয়, তারপরও ধারণাগতভাবে কোনো মৃত্যুই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কেননা হত্যা বা মৃত্যুকে কোনো কারণে সমর্থন করা বড় হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করার সমপর্যায়ের। এরকম যুক্তিশেষে জার্মান দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই সিঙ্গারকে তাত্ত্বিক খুনি (theoretical murderer) হিসেবে উল্লেখ করেন। আর সিঙ্গার খুনের পক্ষে দার্শনিকভাবে যুক্তি ও যৌক্তিকতাকে উপস্থাপন করেছেন তা পরিণতিতে পিচ্ছিল ঢালুপথ যুক্তিরই (slippery slope argument) সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাণনীতিবিদ্যা চর্চার ইতিহাসে পিচ্ছিল ঢালুপথ যুক্তি নানা কারণে ভয়ঙ্কর। যদিও অনেক যৌক্তিক, কিংবা অভিজ্ঞতালব্ধ দৃষ্টান্তের সাহায্য নিয়ে এর সপক্ষে দাঁড়ানো যায়।

সিঙ্গারের দার্শনিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যাক। বিশেষ করে ১৯৯০ খ্রি. পর গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ জার্মানি ও জার্মান ভাষাভাষী অধ্যুষিত এলাকায় প্রকাশিত হবার পরপরই গ্রন্থটি সমালোচনার সম্মুখীন হয়। বিশেষ করে মার্কসবাদী, নারীবাদী, জৈব-প্রযুক্তির বিরোধীপক্ষ ও বেশকিছু সংখ্যক একাডেমিশিয়ান সিঙ্গারের মতাদর্শিক পিচ্ছিল ঢালুপথ যুক্তিকে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর হিসেবে উল্লেখ করেন। যদিও জার্মানিদের অনেকে মনে করেন যে, প্রাণনীতিবিদ্যা বিষয়ক ইস্যুসমূহও আলোচনা করা উচিত নয়। এমনকি তাঁর মতের বিরুদ্ধাচরণের পাশাপাশি তাকে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে শারীরিকভাবেও নিগৃহীত হতে হয়েছে। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার আলোচ্যসূচির অংশ হিসেবে অন্তত কয়েকটি বিষয়ের নাম উল্লেখ করা যায়, যেখানে গর্ভপাত, স্বস্তিমৃত্যু এসবকিছুতেই তিনি স্লিপারি স্লোপ বা পিচ্ছিল ঢালুপথ যুক্তির সাহায্য নিয়েছেন। যুক্তির এই ধারার প্রয়োগের ফলে মানুষের পক্ষে স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আর পিচ্ছিল ঢালুপথ যুক্তিকে অনেক দার্শনিকই তুলনা করেছেন Nazi-stules Eugenics হিসেবে। তাঁরাও সিঙ্গারের প্রতিবন্ধী বিরোধী অবস্থানের সমালোচনা করেছেন। কারণ কোনো একটি প্রতিবন্ধী নবজাতক বা শিশুর অধিকারকে প্রত্যাখ্যান করার অর্থই হলো একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের অধিকারকে খর্ব করার শামিল।

পরিশেষ মন্তব্য

পিটার সিঙ্গারের *Practical Ethics* গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে উপস্থাপিত সমস্যাসমূহ পাঠ করে পাঠকের কাছে মনে হতে পারে তিনি উভয়সংকট পরিস্থিতিতে কীভাবে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় তার উপায় দেখিয়েছেন। নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একদিকে তিনি যেমন যৌক্তিকতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, একইসঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তিবোধকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু, সিঙ্গারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই কৌশল কতোটা গ্রহণযোগ্য? এ প্রশ্ন সামনে রেখে সিঙ্গারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কৌশলকে সমালোচনার মুখে দাঁড় করিয়েছেন

স্নায়ু-বিশেষজ্ঞ এন্টনিও দামাসিও।[৮৬] সিঙ্গারের আলোচনার ধরন, স্বরূপ নিয়ে বহুমুখী সমালোচনা, বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় এনে তাঁর ব্যবহারিক নীতিবিদ্যাকে নতুন করে বোঝার প্রয়োজন রয়েছে।

Practical Ethics গ্রন্থটির অন্তর্গত বিষয়সমূহ উপস্থাপনে সিঙ্গারের অবস্থানের যৌক্তিক, সামাজিক ও প্রচল বিশ্বাসের সঙ্গে বহুমাত্রিক বিরোধ ও অসংগতি থাকলেও একথা অস্বীকার করার জো নেই যে, তিনি নতুন করে সামাজিক জীবন, জৈবিক জীবন ও মানব অস্তিত্বের বিভিন্ন ধাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির নতুনতর ব্যাখ্যা গ্রন্থের মাধ্যমে সামনে নিয়ে এসেছেন। সিঙ্গার ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা গ্রন্থে দর্শনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সামনে নিয়ে এসেছেন :

(১) জীবনের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করা,

(২) প্রয়োজনে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে অন্যদের বৃহত্তর স্বার্থকে গুরুত্ব প্রদান করা। জীবনের জন্য, সমাজের জন্য, পরিবেশ-প্রকৃতির জন্য নৈতিক নীতি অনুসরণে আচরণ করা খুবই জরুরি। আমরা প্রত্যেকেই যেন আমাদের মৌলিক নৈতিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধের আলোকে অর্থপূর্ণ জীবনকে সম্ভব করে তুলি।

গ্রন্থটির বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে বিস্তর আলোচনা পর্যালোচনা হচ্ছে। নীতিবিদ্যার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ও সমাদৃত জার্নাল ও ওয়েবসাইটে এসব নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে। এসবকিছুর ঊর্ধ্বে গ্রন্থের যে বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে তা হলো বিতর্ক উপস্থাপনের স্টাইল। যেকোনো পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে ভাবা। প্রসঙ্গক্রমে, আমরা গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায় : Rich and Poor উল্লেখ করতে পারি। এখানে তিনি উল্লেখ করছেন, ধনী রাষ্ট্রসমূহ যদি তাদের আয়ের ১-৫% দুর্দশাগ্রস্ত দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশসমূহের জন্য বরাদ্দ রাখে তাহলে সেইসব দেশের খুব কমসংখ্যক শিশু চরম দারিদ্র্য, পুষ্টিহীনতা ও দুর্ভিক্ষে মারা যাবে না। আবার ফ্যাক্টরি ফার্মিং-এর ক্ষেত্রে আমরা যদি সিঙ্গারের 'নৈতিক বর্ধিষ্ণুকরণ' (principle of moral extending) নীতিকে মেনে নিই তাহলে অনেক অ-মানব প্রাণীকে অহেতুক যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করতে পারব।

সর্বোপরি সিঙ্গারের গ্রন্থটি আমাদের জীবনযাপনকে নৈতিক চৌহদ্দির মধ্যে বিচার-বিশ্লেষণ করার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এই গুরুত্বের সীমানায় জীবন, প্রাণ, অ-মানব প্রাণী ও সামাজিক সমতা সবই স্থান পেয়েছে। একইসঙ্গে গ্রন্থের ভাষাশৈলী, উপস্থাপনার মুন্সিয়ানা ও যুক্তি উপস্থাপনার রীতি গ্রন্থটিকে পাঠকপ্রীতি দিয়েছে।

যেসব বিষয় ও ইস্যুকে তিনি আলোচনায় এনেছেন যুক্তি উপস্থাপনা, মত ও দ্বিমতের মধ্য দিয়ে সেসব ইস্যুকে তিনি একটি পরিণতিতে নিয়ে যাবার আপ্রাণ প্রয়াসও

---

৮৬. Damasio, Antonio R. 1999. *The Feeling of What Happens : Body and Emotion in the Making of Consciousness*, New York : Harcourt Brace and Company.

চালিয়েছেন। কিন্তু, এতোসব প্রয়াসের পরও গ্রন্থটি পাঠে ক্রিটিক্যাল হবার বিষয়টিও রয়েছে। এতে করে পাঠক, চিন্তক ও সবার পক্ষেই সম্ভব উক্ত গ্রন্থটির সঙ্গে একটি দ্বান্দ্বিক বোঝাপড়া সৃষ্টি করা।

তথ্যনির্দেশিকা

Adams, Robert Merrihew (2002). *Finite and Infinite Goods: A Framework for Ethics*. Oxford University Pressen .

Almond, Brenda. 1996. 'Applied Ethics', in Mautner, Thomas, *Dictionary of Philosophy*, Penguin: 1996.

Ali, A., R. Camp and M. Gibbs: 2000, The Ten Commandments: Perspective, Power and Authority in Organizations, Journal of Business Ethics 26, 351– 361.

Augustine, Saint *The City of God*. Translation by Henry Bettenson**.** Harmondsworth, England: Penguin Books, 1972.

Backer, Robert, and McCullough, Laurence, eds. 2007. *A History of Mdeical Ethics*, New York : Cambidge University Press.

Bentham, Jeremy, 1789 [1907, PML]. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press.

Beauchamp, Tom L., and Childress James F., 2001. *Principles of Biomedical Ethics*, Oxford: Oxford University Press.

Beauchamp, Tom. L., 2007. "History and Theory in "Applied Ethics", K*ennedy Isntitue of Ethics Journal*, vol 17, No.1, March.

Bentham, J. (2011), "Church-of-Englandism and its Catechism examined" [1818], in J. E. Crimmins and C. Fuller (eds.) *The Collected Works of Jeremy Bentham*, England: Clarendon Press.

Crimmins, J. E. (1985), "Bentham's Religious Writings: A Bibliographic Chronology", *The Bentham Newsletter*, 9. pp.21-33.

Crimmins, J. E. (1986), "Bentham on Religion: Atheism and the Secular Society", *Journal of the History of Ideas*, 47, pp.95-110. DOI : 10.2307/2709597.

Childress, James,1986, Applied Ethics, in *A New Dictionary of Christian Ethics*, eds. Macquarrie, John and Childress, James, London, The Westminster Press.

Damasio, Antonio R. 1999. *The Feeling of What Happens : Body and Emotion in the Making of Consciousness*, New York : Harcourt Brace and Company.

Danielson Peter A. and MacDonald, Chris J. 1996. "Hard Cases in Hard Places: Singer's Agenda for Applied Ethics", *Dialogue*, 35, pp 599-610.

Fararo, T. J. and J. Skvoretz: 1986, Action and Institutions, Network and Function: The Cybernetic Concept of Social Structure, Sociological Forum 1, 219–250.

Frankfurt, Harry G.1971. Freedom of the Will and the Concept of a Person, *The Journal of Philosophy*, volume, xviii, no. i, January 4.

Freud, Sigmund, *1961. The Future of an Illusion*. New York: W.W. Norton & Company

Hare, J., 2006, *God and Morality: A Philosophical History*, Oxford: Blackwell.

——, 1996, *The Moral Gap*, Oxford: Clarendon Press.

——, 1985, *Plato's Euthyphro*, Bryn Mawr Commentaries : Bryn Mawr.

Johnson, Harriet McBryde, 2006. *Too Late to Die Young: Nearly True Tales from a Life*. New York: Picador.

Kavka,G. S.1986. *Hobbesian Moral and Political Philosophy,* Princeton: Princeton University Press.

Kierkegaard, Søren, 1998. *The Point of View*. Princeton: Princeton University Press.

Krantz, Susan Lufkin, 2002. *Refuting Peter Singer's Ethical Theory: the Importance of Human Dignity,* USA: Greenwood Publishing Group.

Leisinger, Matthew A., 2018. "Locke on Persons and Other Kinds of Substances: Persons and Other Kinds of Substances", *Pacific Philosophical Quarterly,* early online: 1 October 2018. doi:10.1111/papq.12255.

Mill, John Stuart, *The Collected Works of John Stuart Mill*. Gen. Ed. John M. Robson. 33 vols. Toronto: University of Toronto Press, 1963-91.

Mill, J.S., 1973. *A System of Logic*. Vols. 7 and 8, *Collected Works*. Toronto: Toronto Univ. Press; London: Routledge & Kegan Paul, 1973.

Mill, John Stuart, 1998 [1861]. *Utilitarianism*, Chapter 3 Of the Ultimate Sanction of the Principle of Utility. Roger Crisp (ed.), Oxford: Oxford University Press.

Morrison, R. 1999. *The Spirit in the Gene: Humanity's Proud Illusion and the Laws of Nature*. Comstock.

Parker, Theodore, 1950. 'The Transient and the Permanent in Christianity' in Perry Miller (ed.) The Transcendentalists, Harvard University Press.

Proctor, James D. 1998. Ethics in Geography: Giving Moral Form to the Geographical Agination. *Area,* 30:1, 8-18.

Poundstone, William, 1993. *Prisoner's Dilemma* , 1st Anchor Books ed. New York: Anchor.

Ramsey, Paul, (1970) *The Patient as Person, Explorations in Medical Ethics*, New Haven, Yale University Press.

Razinger, Joseph Cardinal, 1990. *Introduction to Christianity*, trans. J.R. Foster , Sanfrancisco : Ignatuius Press.

Robinson, Nathan J, 2017. "Now Peter Singer Argues that It Might be Okay to Rape Disabled People" Current Affairs. Retrived 21 April 2020.

Scotus, John Duns. *Selected Writings on Ethics*. Oxford University Press. pp. Ordinatio III, D. 37.

Schimitz, Kenneth n(1986). "Geeography of the the Human Person, *Communio",* Vol. 13, 27-48.

Schöne-Seifert, B. and Rippe, Klaus-Peter, 1991. "Silencing the Singer Antibioethics in Germany", *The Hastings Center Report*, Vol. 21, No. 6 (Nov. - Dec., 1991), pp. 20-27.

Singer, Peter, 2011 [1980], *Practical Ethics*, [3rd ed.], Cambridge: Cambridge University Press.

Singer, P., 1974. "The Death of Ethical and Political Argument was only Temporary", *The New York Times, 7 July, 1974.*

Singer, P. 19 *Rethinking Life and Death: The Collapse of Our Traditional Ethics,* Oxford University Press

Smith, Adam. 1790 [1976b]. *The Theory of Moral Sentiments*. D.D.Raphael and A. L.Macfie, Adam Smith's Theory of Moral Sentiments, D. D. Raphael and Andrew Skinner, eds. Oxford: Clarendon Press.

Spade, Paul, ed., 1999. *The Cambridge Companion to Ockham*. New York: Cambridge University Press.

T. Bastian, ed., 1990. *Denken-Schreiben-T'ten: Zur neuen "Euthanasie"-Diskussion*, [*Thinking, Writing, Killing: the New "Euthanasia" Discussion*], Stuttgart : Hirzel.

Tittle, C. R. and M. R. Welch: 1983, _Religiosity and Deviance: Toward a Contingency Theory of Constraining Effects_, Social Forces 61(3), 653–682.

Timmons, M. 2003. *Moral Theory. An Introduction*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.

Tooley, Michael, 2011. "Are Nonhuman Animals Persons?" in *The Oxford Handbook of Animal Ethics*, Edited by Tom L. Beauchamp and R. G. Frey, London: Oxford.

Turner, J. H.: 1997, The Institutional Order (Addison-Wesley Educational Publishers, New York).

Unger, Peter, 1999. "Précis of Living High and Letting Die "*Philosophy and Phenomenological Research*", *International Phenomenological Society*. 59 (1): 173–5.

Weaver, G. R. and B. R. Agle: 2002, _Religiosity and Ethical Behavior in Organizations: A Symbolic Ethics and Religion 397 Interactionist Perspective_, Academy of Management Review 27(1), 77–97.

Winkler, Earl and Coombs J.R., (eds.), 1993. *Applied Ethics: A Reader*, London: Blackwell Pub.